গ্রন্থাগার

ত্রৈমাসিক পত্র

জন্মদিন আসে বারে বারে
মনে করাবারে
এ জীবন নিত্যই নূতন,
প্রতি প্রাতে আলোকিত,
পুলকিত,
দিনের মতন।

—রবীন্দ্রনাথ।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

চৈত্র ১৩৬১ সাল।

P19374

সম্পাদক

প্রমোদ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

সূচী

বিষয়		পৃষ্ঠা
১।	গ্রন্থাগার পরিসংখ্যান— শ্রীআদিত্য ওহাদেদার	১
২।	গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের পরিভাষা— শ্রীবিজয়নাথ মুখোপাধ্যায়	৫
৩।	গ্রন্থাগার আন্দোলনে শিক্ষা শিবিরের কল্পনা ও তাহার মূল্য বিচার— শ্রীফণীভূষণ রায় ও শ্রীশম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৯
৪।	শিশু গ্রন্থাগার— শ্রীবিজয়নাথ মুখোপাধ্যায়	১৮
৫।	দশমিক বর্গীকরণ— শ্রীচিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়	৩২
৬।	ভারতীয় গ্রন্থাগারিকের সমস্যা (১)— শ্রীবিনয়েন্দ্র সেনগুপ্ত	৪৩
৭।	গ্রন্থ সমালোচনা—	৪৬
৮।	গ্রন্থাগার দিবস—	৪৭
৯।	শ্রীএডওয়ার্ড কার্টারের সম্বর্দ্ধনা—	৫৬
১০।	পরিষদ সংবাদ—	৫৭
১১।	৺ শশী খাঁ—	৬০
১২।	আমাদের কথা—	৬১

758.3
০৩৪।১৫
চ : ২৩১

গ্রন্থাগার

গ্রন্থাগার পরিসংখ্যান

আদিত্য ওহদেদার

গ্রন্থাগারের অস্তিত্ব সমষ্টিকে নিয়ে। জনপদে যেমন তার স্থান তেমনি জনমনেও। এবং যেখানে সমষ্টির সম্বন্ধ সেখানে পরিসংখ্যানও প্রয়োজনীয়। শস্য উৎপাদনের ওপর জনসমষ্টির প্রাণ নির্ভর করছে, তাই সে উৎপাদন পরিমাণের সংখ্যাটা জানা খুবই দরকার। তেমনি গ্রন্থাগারের মধ্য দিয়ে জনসমষ্টির মনের চাহিদা কিভাবে মিটছে তা জানবার কৌতূহল হ'লে গ্রন্থাগার পরিসংখ্যানের মূল্য স্বীকার করতে হয়। বস্তুত, গ্রন্থাগার পরিসংখ্যান মারফৎ দেশের ও দশের মনের খবরাখবর বহু পাওয়া যায়।

দ্বিতীয় মহা যুদ্ধবিরতির কিছুদিন পরে কাগজে একটা সংবাদ দেখা গিয়েছিল। তাতে এই জানান হয়েছিল যে ইংরেজরা এখন আগের চেয়ে অনেক বেশি বই পড়ছে, এবং শুধু তাই নয়, তারা এখন serious অর্থাৎ মননশীল বই পড়ার দিকে ক্রমশই বেশি ঝুঁকছে। দেশের বিভিন্ন গ্রন্থাগারিকগণ এই এক কথাই জানাচ্ছেন যে লোকে আজকাল গল্প-উপন্যাসের চাইতে অন্য বই যেমন আত্মজীবনী, ভ্রমণবৃত্তান্ত, প্রবন্ধ ও বিজ্ঞানের বই বেশি পড়তে চায়। নিছক রোমান্স ও ডিটেকটিভের বই পড়ার তাগিদ রীতিমতো কমে গেছে। শুধু একটা গ্রন্থাগারের বিবরণেই দেখা যায় যে এক বছরে উপন্যাস পড়ার সংখ্যা কমেছে ২১,৪০৫, এবং অন্য বইয়ের সংখ্যা যার মধ্যে ধর্ম ও দর্শন বিষয়ক বই যথেষ্ট আছে, বেড়েছে ২৯,২২২।

এর কারণ হিসেবে বলা হয়েছে যে যুদ্ধের ধাক্কায় লোকের মন থেকে কল্পনা-বিলাস ঘুচে যাচ্ছে, এবং তার জায়গায় স্থান নিচ্ছে বাস্তব বোধ। বহু কর্মচারি নিজেদের পদোন্নতির জন্যে কাজের শেষে রাত্রিবেলা গল্প উপন্যাস না প'ড়ে 'কাজের' বই পড়ছে। আবার আগের চাইতে এখন অনেক বেশি লোক বিদেশে যাচ্ছে, ফলে বিদেশী ভাষার বই ও বিদেশ সংক্রান্ত তথ্যবহুল বই পড়ার তাগিদ বেশি দেখা দিচ্ছে।

এই সংক্ষিপ্ত সংবাদ থেকে বেশ বোঝা যায় যে দেশের লোকমনের পরিচয় গ্রন্থাগার পরিসংখ্যানের ভেতর কতখানি প্রতিফলিত হ'তে পারে। কিন্তু দুঃখের বিষয় গ্রন্থাগার পরিসংখ্যানের গুরুত্ব সম্বন্ধে আমরা এখনো যথেষ্ট সচেতন নই।

ফলে পরিসংখ্যানের বিবরণ গ্রন্থাগার থেকে ঠিকভাবে পাওয়া যায় না। একটা প্রকাশিত বিবরণ থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া গেল নিচে :—

Libraries, Holdings and Circulations

Country	Year	Libraries Reporting		Holdings (thousands of volumes)	Actual circulations (thousands of volumes)
		Type	Number		
Canada	1947	Public	1,144	6,431	19,721
	1947	University	169	6,340	...
	1947	Govt., business technical	173	4,366	861
U. S.	1944	Public	7,409	124,675	333,305
	1943	University	1,340	94,301	58,166
India	1948	Unspecified	...	...	1,514
U. K.	1949	National	69	10,770	
	1949	Public	23,759	42,500	
	1949	University	274	10,660	
	1949	Research	348	7,230	

এই তালিকায় দেখছি আমাদের দেশের খবর হল সব চাইতে কম। শুধু এক বছরে ১,৫১৪ হাজার বই গ্রন্থাগার থেকে পঠিত হয়েছে, এইটাই জানা গেল, কিন্তু এখানে কি ধরণের কতো গ্রন্থাগার আছে, তাদের মধ্যে বই কতো আছে, কিছুই জানা গেল না। এসব তথ্য যেখানে অজানা রইল সেখানে শুধু পঠিত বইয়ের সংখ্যা জেনে কোন সত্যের পরিচয় পাওয়া যায় না। অন্য দেশের বিবরণ আমাদের চেয়ে বেশি আছে, কিন্তু সেখানেও ফাঁক রয়েছে, যেমন বিলেতের বেলায় দেখছি পঠিত বইয়ের সংখ্যা সংকলিত হয়নি, এবং আমেরিকার বেলায় শুধু সাধারণ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারের খবরই পাচ্ছি, অন্যান্য গ্রন্থাগার যেমন জাতীয় বা টেক্‌নিক্যাল গ্রন্থাগারের কোন তথ্য নেই।

সুতরাং দেখছি গ্রন্থাগার পরিচালনার পরিসংখ্যান সংকলিত করা সম্বন্ধে যথেষ্ট অবহেলা আছে। অথচ প্রয়োজন-ক্ষেত্রে এ তথ্য যে পরিপাটিভাবেই সংকলিত হতে পারে তারও নজির আছে। Times Educational Supplement

এর ১৯৭৩ সালের এই মার্চের সংখ্যায় একটা তালিকা ছাপা হয় যাতে দেখানো হয়েছে যে Durham বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী খবরের কাগজের কোন্ কোন্ অংশ কতখানি পড়ে। তালিকাটা এই রকম :—

	MEN		WOMEN
	Arts	Science	
News Items	85	87·8	95.9
Sports	59	84·8	34·7
Editorials	52	42·4	53·1
Criticisms and reviews ...	26	13·7	36·8
Crosswords	24	25·7	18·4
Special features	15	12·1	28·6
Advertisements	11	10·6	24·5
Letters	6	6·1	6·1

সুষ্ঠুভাবে সংকলিত এই পরিসংখ্যান তালিকার গুরুত্ব সহজেই বোঝা যায় সংবাদপত্র প্রত্যেক ছাত্র ও ছাত্রী প্রত্যহ পাঠ করে থাকে। কিন্তু ছেলেদের পাঠ ও মেয়েদের পাঠের মধ্যে কোনও পার্থক্য আছে কিনা, এবং অন্তপক্ষে আর্টসের ছাত্র ও বিজ্ঞানের ছাত্রের মধ্যেই বা পঠন-বৈচিত্র্য কতখানি এ প্রশ্নের উত্তর দিতে তালিকাটি বিশেষ সাহায্য করছে। এবং এ প্রশ্ন যে শিক্ষাবিদ্ ও সমাজতত্ত্ববিদ্গণই বিশেষ ভাবে করবেন ও তাঁদের বিচার আলোচনা এই পরিসংখ্যানকে নির্ভর করবে, তা সহজেই অনুমেয়।

মানুষের মস্তিষ্কচালনার ওপর মানুষের সভ্যতা নির্ভর করছে। এই মস্তিষ্ক চালনার গতিবিধি নির্ণয়ের কাজে গ্রন্থাগার-পরিসংখ্যানের মূল্য যে কতোখানি তা বোঝা যায় Ellisworth Huntington প্রণীত Mainsprings of Civilisation (1945) বইখানি পড়লে। গ্রন্থাগারের পঠিত বইয়ের সংখ্যার সাহায্যে Huntington সাহেব অনেক কৌতূহলোদ্দীপক তথ্য জানিয়েছেন, যেমন লোকে serious বই বেশি পড়ে তখন যখন তাদের মনে কর্মের উদ্দীপনা থাকে। আমেরিকার আটাশটী সহরের গ্রন্থাগারের সমস্ত সংকলিত পরিসংখ্যান বিবরণ থেকে জানা যায় যে এই সহরগুলিকে যদি অক্ষাংশ হিসাবে ভাগ করা হয় তাহলে দেখব যে দক্ষিণের উষ্ণ অঞ্চলের সহরে শতকরা ২৯টি serious বই পঠিত হয় আর উত্তরের নাতি-শীতোষ্ণ অঞ্চলের সহরে শতকরা ৫৩টি বই। পঠিত পত্রিকার সংখ্যাও ঠিক অনুরূপ

সাক্ষ্য দেয়। বিভিন্ন ঋতুতে গ্রন্থাগার পরিসংখ্যানেরও তারতম্য দেখা যায়। আবহাওয়া যখন ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা তখন মানুষের মেজাজও কাজকর্মে উৎসাহী হয়ে ওঠে, এবং উদ্দীপিত মস্তিষ্ক ভালো ভালো বই পড়তেও তাগিদ পায়—এবং এই রকম সময়ে বেশি serious বই গ্রন্থাগার থেকে বাইরে যায়। কিন্তু খুব বেশি ঠাণ্ডায় উল্টো ফল দেখা যায়; তখন সংখ্যা কমে যায়। গ্রীষ্মকালে দেখা যায় উপন্যাসজাতীয় বই বেশি পঠিত হচ্ছে। কারণ বোধহয় এই যে সে সময় আমাদের মন বিশ্রাম সম্ভোগের ভেতর দিয়ে সময় কাটাতে চায়। এরকম মেজাজ নিয়ে গল্প উপন্যাস জাতীয় হাল্কা বই পড়াই সম্ভবপর।

কোনও ব্যক্তি কি ধরণের বই পড়তে ভালবাসে এই থেকে যেমন তার চরিত্রের পরিচয় পাওয়া যায়, সেই রকম একটা গ্রন্থাগার থেকে কি ধরণের বই বেশি পঠিত হয় তার থেকে সে গ্রন্থাগার যে জনপদে অবস্থিত সে জনপদের চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করা যায়। "Give me your books and I tell you your character" এই কথার অনুসরণে একটি জনপদের উদ্দেশে বলতে পারি, "Give me your library statistics and I tell you your character"। এই কলকাতা সহরেই উত্তর কলকাতার অনুরূপ গ্রন্থাগারের পরিসংখ্যানের ও দক্ষিণ কলিকাতার অনুরূপ গ্রন্থাগারের পরিসংখ্যানের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য দেখা যাবে এবং সেই পার্থক্য প্রতিফলিত করবে এ দুই অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য।

দেশের অবস্থা ও সমস্যার বিবৃতি ও বিশ্লেষণের কাজে পরিসংখ্যান অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। সমাজ বিদ্যার পরিপুষ্টির সঙ্গে পরিসংখ্যান সংকলনের কাজও খুব তৎপরতা লাভ করছে। গ্রন্থাগার পরিসংখ্যানও যে অতি নিপুনতার সঙ্গে ও বিশদভাবে সংকলিত করা প্রয়োজন তা বোঝা যাবে এই পরিসংখ্যান নিয়ে সমাজবিদগণ যে সব প্রশ্ন করতে পারেন তা থেকে। একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। ২-৬-৫৪ তারিখে প্রকাশিত Amita Bazar Patrika-য় কলিকাতা জাতীয় গ্রন্থাগারের একটা পরিসংখ্যান তালিকা ছিল। তালিকাটি এইরূপ :—

		1948-49	1949-50	1950-51
Govt. Reports	...	1,003	1,269	3,763
Literature	...	1,604	1,114	5,868
Periodicals	...	231	1,050	3,469
Religion	...	912	942	269

তালিকাটিতে তিন বছরের তুলনামূলক পাঠসংখ্যা দেওয়া আছে। এখন প্রশ্ন হতে পারে কি ধরণের বই কি ধরণের লোক পড়ে? অর্থাৎ পাঠকের বৃত্তি

ও পেশার বিবরণ তালিকায় থাকা প্রয়োজন। তারপর কি ধরণের সরকারি রিপোর্ট পড়া হয়েছে, সাহিত্যের মধ্যে কোন ধরণের সাহিত্য, গল্প-উপন্যাস-প্রবন্ধ, ডিটেকটিভ গল্প, ইত্যাদি কি ধরণের সাহিত্য বেশি পড়েছে লোকে—এ সব প্রশ্নের উত্তর পাওয়া সম্ভব নয় তালিকাটি থেকে। যতোটুকু তালিকাটি দেওয়া হয়েছে তার থেকে সমাজবিদদের মনে নিশ্চয়ই এ প্রশ্ন উঠবে পঠিত বইয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি হয়েছে কেন? হঠাৎ সাময়িক পত্রিকার সংখ্যা এতো বেড়েছে কেন? ধর্মগ্রন্থ পাঠের তাগিদই বা সহসা এতো কমেছে কেন?

প্রশ্নগুলি কৌতূহলোদ্দীপক নয় কি? অবশ্য এসব প্রশ্নের উত্তর দেওয়া গ্রন্থাগারিকের কাজ নয়, একাজ সমাজবিদের। গ্রন্থাগারিক শুধু সমাজবিদের সহায়ক হবেন অতি সুচারু ও নিপুণভাবে পরিসংখ্যান সংকলিত করে।

গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের পরিভাষা

শ্রীবিজয়নাথ মুখোপাধ্যায়

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষৎ গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রসারের জন্য যে চেষ্টা করিতেছেন গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের তথ্যগুলি সাধারণে সুপরিজ্ঞাত না হইলে সেই চেষ্টা সম্পূর্ণ সার্থক হইতে পারে না। আবার বাংলা রাজ্যে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের প্রচার ও প্রসার কেবলমাত্র বাংলা ভাষায়ই যথোচিতভাবে হইতে পারে ইহা সর্ব্ববাদি-সম্মত। কিন্তু বাংলা ভাষায় গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের প্রসার সাধন করিতে হইলে বাংলা ভাষায় ঐ বিষয়ের পুস্তক রচিত ও প্রকাশিত হওয়া আবশ্যক। এ বিষয়ের সৌকর্য্য সাধনের জন্য বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষৎ বাংলা ভাষায় গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের পরিভাষা সমূহ রচনা ও প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে উপলব্ধি করিয়া Technical Advisory Committeeর উপর এই ভার অর্পণ করেন।

ঐ কমিটি গত কয়েক মাসে কয়েকবার মিলিত হইয়া নিম্নে প্রকাশিত ইংরাজি শব্দের প্রতিশব্দরূপে তাহাদের পার্শ্বে লিখিত পরিভাষাগুলি নির্ণয় করেন। কমিটি একথা বিশেষভাবে উপলব্ধি করেন যে এইরূপে রচিত পরিভাষাগুলি কখনও সর্ব্বজনগ্রাহ্য হয় না। বস্তুতঃ সাহিত্যিকদের রচনার মধ্য দিয়াই নূতন শব্দ জন্মিয়া

থাকে। যখন কোন বিষয়ের সাহিত্য সম্পন্ন হইয়া উঠে তখন সাহিত্যে ব্যবহৃত শব্দগুলির অনুসন্ধান করিয়া পরিভাষার যে তালিকা নির্মাণ করা যায় তাহাই প্রকৃত ব্যবহার্য্য ও ব্যবহৃত তালিকা। প্রয়োজনের তুষার শক্তিমান্ সাহিত্যিকের লেখনী-কিরণস্পর্শে বিগলিত হইলেই পরিভাষার নদীধারা প্রবাহিত হইয়া সমস্ত দেশকে আপ্লুত করিয়া থাকে। খনিকের খনিত্রে পুষ্করিণীই জন্ম হইতে পারে—মহাসমুদ্র নহে।

সুতরাং কমিটির প্রস্তাবিত পরিভাষাগুলি অনেক ক্ষেত্রেই রূপান্তর গ্রহণ করিতে বাধ্য—ইহা জানা থাকিলেও যতদিন তাদৃশ শক্তিমান্ সাহিত্যিক গ্রন্থাগার বিজ্ঞানকে বাংলা ভাষায় লিপিবদ্ধ করিতে আবির্ভূত না হন ততদিন গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের সমস্ত পুস্তকে ব্যবহৃত পরিভাষাগুলির মধ্যে যাহাতে একরূপতা বিদ্যমান থাকে এবং ঐরূপ পরিভাষা চিন্তার জন্য যাহাতে লেখকদিগের কথঞ্চিৎ সাহায্য হয় সেই জন্যই এই পরিভাষাগুলি রচনা করা হইয়াছে।

পরিভাষা রচনা করিবার সময় মোটামুটি নিম্নলিখিত নীতিগুলি মানিয়া চলিবার চেষ্টা করা হইয়াছে :—

১। পরিভাষাগুলি এরূপ হওয়া বাঞ্ছনীয় যাহাতে ইহা অপরিবর্ত্তিতভাবে একই আকারে বাংলা, হিন্দী ও সংস্কৃতে ব্যবহৃত হইতে পারে।

২। প্রচলিত অর্থব্যঞ্জক শব্দ থাকিলে তাহাই পরিভাষারূপে গ্রহণ করা বিধেয়—নূতন শব্দ গঠন করা বিধেয় নহে।

৩। পরিভাষাগুলি যতদূর সম্ভব সংক্ষিপ্ত ও শ্রুতিমধুর হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৪। পরিভাষাগুলি সম্পূর্ণরূপে বিষয়-প্রকাশক হওয়া একান্ত আবশ্যক।

৫। দেশীয় ভাষায় উপযুক্ত পরিভাষা নির্মাণ সম্ভব না হইলে প্রচলিত বিদেশী শব্দ গ্রহণ করা একেবারে নিষিদ্ধ নহে—তবে বিদেশী শব্দ ব্যবহারের পূর্ব্বে দেশীয় ভাষায় পরিভাষা নির্মাণের অসম্ভাব্যতা নিরূপিত হওয়া প্রয়োজন।

উল্লিখিত নিয়মগুলি অনুসরণ করিয়া নিম্নলিখিত পরিভাষাগুলি ইংরাজী পরিভাষার পর্য্যায়রূপে প্রস্তাব করা যাইতেছে। গ্রন্থাগার সম্বন্ধে আগ্রহান্বিত সকলকে এইগুলি বিশেষভাবে বিচার ও পরীক্ষা করিয়া দেখিতে ও তাঁহাদের মতামত জানাইতে অনুরোধ জানান যাইতেছে। তাঁহাদের মতামত পাইবার পর এবিষয়ে কমিটি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন।

Accession—পরিগ্রহণ
Accessioning—পরিগ্রহণ-সংলেখ
Added Entry—গৌণ সূচীলেখ
Alphabetical—বর্ণক্রমিক
Alternative—বিকল্প
Alternative title—বিকল্পাখ্যা
Analytical—বিশ্লিষ্ট
Author—গ্রন্থকার
Bibliography (systematic)—গ্রন্থপঞ্জী
Bibliography (analytical)—গ্রন্থবিবরণী
Bibliographical { গ্রন্থপঞ্জী বিষয়ক / গ্রন্থবিবরণী বিষয়ক }
Book Card—গ্রন্থপত্রক
Book Label—অঙ্কপট
Book Selection—গ্রন্থনির্বাচন
Borrower—গ্রাহক
Call-number—গ্রন্থ-সংলেখ
Card—পত্রক
Card-cabinet—পত্রকাধার
Catalogue—গ্রন্থসূচী
Cataloguer—সূচীকার
Cataloguing—সূচীকরণ
Caution-money—প্রতিভাব্য অর্থ
Charging—আরোপন
Chronological—কালানুক্রমিক
Circulation—সঞ্চালন
Class—বর্গ
Classification—বর্গীকরণ
Classified—বর্গীকৃত
Classified Catalogue—অনুবর্গ সূচী
Classifier—বর্গকার
Clientele—বিশেষ
Closed Access—{ রুদ্ধদ্বার / বাধিত / প্রবেশ }
Code—সংহিতা
Collation. { পত্রবিন্যাস / পত্রাঙ্কাদি নির্দেশ }
Colon—দ্বিবিন্দু
Colophon—পুষ্পিকা
Compilation—সংগ্রহ
Compound-name—যুক্ত-নাম
Co-operative—যৌথ
Copyright—স্বত্ববিধি
Cross Reference—অন্তর-সংযোজক
Date Guide—তিথি নির্দেশক
Date Label—তিথি-পত্র
Dictionary Catalogue—অনুবর্গ সূচী
Discharging—বিমোচন
Dummy—প্রতিভূ
Entry—সংলেখ
Filing—বিন্যাস
Forename—আদ্য নাম
Foreword—প্রাক্-পরিচয়
Frontispiece—পুরশ্চিত্র
Gangway—অন্তর্মার্গ
Generalia—সর্ববর্গ
Guide—নির্দেশক

Guide Card—সঙ্কেত-পত্রক
Half-title—সংক্ষিপ্তাখ্যা
Heading—শিরোনাম
Illustration—চিত্রাবলী
Impression—মুদ্রাঙ্কন
Imprint—প্রকাশন-বিবরণী
Index—নির্ঘণ্ট
Indexing—নির্ঘণ্টিকরণ
Introduction—উপক্রমণিকা / অবতরণিকা
Issue—পরিবেশন
Issue-counter—পরিবেশন কেন্দ্র
Legal Deposition—আবশ্যিক গ্রন্থার্পণ
Librarian—গ্রন্থাগারিক
Library—গ্রন্থাগার
Loan—ঋণ
Loose-leaf—অসংহত-পত্রক
Mnemonic—স্মারক
Notation—সঙ্কেত
Off-print—পুনর্মুদ্রণ
Open Acces—মুক্তদ্বার / অব্যাহত প্রবেশ
Ordering—ক্রয়ানুজ্ঞা
Pamphlet—পুস্তিকা
Periodical—সাময়িক পত্রিকা
Preface—ভূমিকা
Pseudonym—ছদ্মনাম
Reading Room—পাঠাগার
Recto—পত্রমুখ
Reference Service—সূত্রসন্ধান বিভাগ
Reprint—পুনর্মুদ্রণ
Rural—গ্রাম্য
Schedule—বর্গতালিকা
Scheme—পরিকল্পনা
Secondary—গৌণ
Serial—ক্রমিক
Series—ক্রমিক প্রকাশনমালা
Sequence—পৌর্বাপর্য্য
Sheaf Catalogue—শুচ্ছসূচী
Shelf—গ্রন্থাধান
Special—বিশিষ্ট
Stack—গ্রন্থভাণ্ডার
Standardisation—মানীকরণ
Subject—বিষয়
Surname—অন্ত্যনাম
Symbol—প্রতীক
Tab—পত্রক দর্শক
Title—আখ্যা
Tracing—যোগপত্র
Verso—পত্রপৃষ্ঠ
Weeding—নিষ্কাশন

গ্রন্থাগার আন্দোলনে শিক্ষা শিবিরের কল্পনা ও তাহার মূল্য বিচার

শ্রীফণিভূষণ রায় ও শ্রীশম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

মানব সমাজের অগ্রগতিকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে একসঙ্গে দুটো প্রতিপূরক শক্তি কাজ করে সমাজকে ক্রমোন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। তার প্রথমটি দেশ কালের মধ্য থেকে ছড়ানো মানুষকে নিকট হতে নিকটতর করে আনছে। অপেক্ষাকৃত অল্পজনকে আশ্রয় করে সৃষ্ট হওয়া সমাজ তার ক্রমবর্দ্ধমান পরিধির মধ্যে বহু হতে বহুতর জনকে গ্রহণ করে চলেছে। ফলে সমাজ জীবনে নানা ধরণের সমস্যার সৃষ্টি হয়ে চলেছে। অপরদিকে তার দ্বিতীয় শক্তিটি বারে বারে এই সৃষ্ট সমস্যার সমাধান করে সমাজকে আকৃতি এবং প্রকৃতি দুই দিক দিয়েই এক পরিবর্ত্তিত অবস্থার মধ্যে দিয়ে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। ফলে পূর্ব্বকালের সমাজকে উত্তর কালের সমাজ যে অতিক্রম করে চলেছে তা শুধু ভৌগলিক সীমার প্রসারেই সীমাবদ্ধ থাকে না, অন্তর্গত মানুষের সংখ্যার আধিক্যেই নির্দ্ধারিত হয় না, প্রকৃতিগত পার্থক্যেও দুটি সমাজের প্রভেদ সৃষ্ট হয়ে চলে।

সমাজের এই সমস্যা সৃষ্টির আর তার সমাধান প্রচেষ্টার ইতিহাস লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, যে কোনও সমস্যা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই এক বা একাধিক জনের মধ্য দিয়েই সমাজমন সেই সমস্যাকে বলাকৌশলে অতিক্রম করার কথা ভাবতে থাকে। এই সক্রিয় সমাজমনের সফল প্রচেষ্টার মধ্যেই নানা ধরণের যন্ত্রপাতি বা সুবিন্যস্ত কর্ম্মধারার জন্ম হয়। এই যন্ত্রপাতি বা কর্ম্মধারাকে পরিপূর্ণভাবে সমাজ জীবনে প্রয়োগ করতে হলে এই বিশেষ বিদ্যায় শিক্ষিত একদল শিল্পকুশলীর সৃষ্টি অপরিহার্য্য হয়ে পড়ে। যন্ত্রের বা কর্ম্মধারার বিন্যাসের জটিলতা যত বাড়তে থাকে এই শিল্পকুশলীদের অর্জিত বিদ্যা সাধারণ জ্ঞান হ'তে তত নির্দ্দিষ্ট ভাবে পৃথক হয়ে উঠতে থাকে। আর ততই তা তীক্ষ্ণমুখী আর আয়াসলভ্য হয়ে উঠতে থাকে। ফলে উপযুক্ত ফললাভ করতে হলে সার্থক কুশলীর পরিচালনায়ও তাঁর নির্দ্দেশমত চলা অবশ্য প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। না হলে যে কোনও যন্ত্রপাতি বা কর্ম্মধারাই হোক না কেন তা ব্যর্থ প্রয়োগের মধ্য দিয়ে অনার্থক বলেই প্রতিপন্ন হবে। জীবনের যে

সব ক্ষেত্রে শিল্পকৌশলের ব্যবহার যন্ত্রপাতি প্রমুখ জড় বস্তুর প্রয়োগনৈপুণ্যেই মুখ্যতঃ সীমাবদ্ধ থাকে সেখানে কুশলীদের ভূমিকা তাঁদের অধীত বিদ্যার চতুঃসীমার মধ্যেই কম বেশী নির্দ্ধারিত হয়। কিন্তু শিল্প কৌশলের প্রয়োগ যেখানে প্রধানতঃ মানব জীবনকে আশ্রয় করে, তাকে ব্যাপ্ত ক'রে বিদ্যমান থাকে সেখানে অধীত বিদ্যার প্রয়োগ সর্ব্ব সময়েই সামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করে চলার প্রয়োজন ঘটে। ফলে এ প্রয়োগ কিছুটা দুরূহ আর এ ক্ষেত্র মতবিরোধে অপেক্ষাকৃত মুখর।

শিল্প কৌশলকে সমাজজীবনে পরিচালন করার সঙ্গে কুশলী গোষ্ঠীর কাছে নূতন ধরণের নানা সমস্যা প্রকাশিত হয়ে উঠতে থাকে। শিল্পের উন্নতির পথে নানা চিন্তা, গবেষণার মধ্য দিয়ে কুশলীরাই সমাজকে অগ্রগমনের পথের ইঙ্গিত দিতে পারেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে তাঁদের সামাজিক ভূমিকা কেবলমাত্র যান্ত্রিকভাবে বিদ্যাপ্রয়োগের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। নেতৃবৃন্দের মত তাঁরা সমাজের অগ্রগমনকে সম্ভব করেন, সহজ করেন। তাই কুশলীবিদ্যা প্রাথমযুগের অস্পষ্ট রূপকে অতিক্রম করে একটা সুস্পষ্ট আকার ধারণ করলেই কুশলীদের পারস্পরিক সহযোগিতার চিন্তায় মিলিত হওয়ার সামাজিক প্রয়োজন দেখা দেয়। এই সহযোগিতার পথ যে সমাজের পক্ষে যত সহজ করে রাখা সম্ভব হয়, অগ্রগতির সম্ভাবনাও সেই সমাজের কাছে তত সহজ হয়ে উঠতে পারে। কাজেই সমাজের সমুখের সমস্যাটার সমাধানের চিন্তার মধ্য দিয়েই কুশলীবিদ্যার আর তার বিশেষজ্ঞদের জন্ম হয় বটে, কিন্তু তা শেষ পর্য্যন্ত এই প্রাথমিক নির্দ্দেশের গণ্ডীকে অতিক্রম করে একটি নূতন শক্তির রূপ পরিগ্রহ করে, সমাজের বিবর্ত্তনকে আরও বেগবান করে তোলে। তাই সমাজ ব্যবস্থায় কুশলীদের ভূমিকার সুরু হয় বর্ত্তমানের বিষয়কে অপসারণ করার মধ্য দিয়ে, কিন্তু তার সার্থকতা আসে ভবিষ্যতের সমাজের আবির্ভাবকে সহজ করায়। যে কোনও আন্দোলনই হোক না কেন যা বহুজনকে আশ্রয় করে বর্ত্তমান থাকে তার সামগ্রিক সাফল্য নির্ভর করে প্রতিটি অংশের উৎকর্ষ আর তাদের মধ্যকার সার্থক সহযোগিতার উপর। কাজেই কুশলীদের এই আন্দোলনেও তার ক্ষুদ্রতম অংশগুলি যত বেশী সচেতন হতে পারে আন্দোলনের গতিও ততই বেগবান ও লক্ষ্যাভিমুখী হয়ে উঠতে পারে।

বহুজনের বহুদিনের সাধনার ফলকে নিজের মধ্যে গ্রহণ করে মানব সমাজ অতীতের মধ্য দিয়ে বর্ত্তমানে এসে পৌঁছেছে। অঙ্গ অংশের মত সমাজের সাংস্কৃতিক জীবনেও বারে বারে নানা সমস্যার আবির্ভাব হয়েছে এবং বারে বারেই তা সামাজিক প্রচেষ্টার মধ্যে সমাধান লাভ করেছে। ভিতরের ঐ বিমুখী শক্তির সক্রিয়তায় সমাজে সমস্যার আবির্ভাব যেমন বিরত হয়ে যায় নি, সামাজিক সমাধান শক্তিও

তেমনি কখনোই নিঃশেষ হয়ে জীবনকে নির্বাসিত হতে দেয় নি। জীবনের অন্য অংশের মত সাংস্কৃতিক অংশেও একই কারণে কুশলী বিস্তার ও তার বিশেষজ্ঞদের আবির্ভাব ঘটেছে একথা আমরা সহজেই বুঝতে পারি। মানুষের সম্পূর্ণ সাংস্কৃতিক জীবনকে বিশ্লেষণ করে তার কার্যধারার উপরের পদ্ধতিতে বিচার করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। সে বিস্তার অংশীদার হয়ে আমরা সাংস্কৃতিক জীবনের একটি বিশেষ আন্দোলনের বাহকের রূপ গ্রহণ করেছি, তার অতীতকে বিশ্লেষণ করে, বর্তমানকে উপলব্ধি করে ভবিষ্যতের পথকে সকলের দৃষ্টিগোচর করে তোলার নৈতিক দায়িত্ব আমাদেরই উপর ন্যস্ত হয়েছে। সেই পথরেখাকে নির্ভুলভাবে নির্দ্ধারিত করবার জন্যই অগ্রগমনের মূলশক্তিগুলোকে উপলব্ধি করে, আমাদের বিশেষ ক্ষেত্রে তার কার্যধারাকে বিশ্লেষণ করে, উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রয়োজন আছে।

বহুজনকে আপনার বিস্তৃত পরিধির মধ্যে গ্রহণ করে বিবর্তনের মুখে বিংশ শতাব্দীর যে জটিল মানব সমাজের সৃষ্টি হয়েছে অন্যান্য চাহিদার মত তার শিক্ষা সংস্কৃতির চাহিদার ফলে এক নূতন সমস্যাময় পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। এ সমস্যা পূর্ব্ব পর্য্যন্ত অনুসৃত পন্থায় সমাধান করা সম্ভবপর হয় নি। এ চাহিদা শুধু সংখ্যার গুরুত্বেই উল্লেখযোগ্য নয়; প্রকৃতিগত পার্থক্যেও পূর্ব্ব যুগ হতে এ একটি নির্দ্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যে স্বতন্ত্র হয়ে উঠেছে। এই সাংস্কৃতিক চাহিদার এক অংশের যোগান দেওয়ার জন্য এক নূতন সামাজিক প্রতিষ্ঠানের রূপ নিয়েই সাধারণ গ্রন্থাগারের সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন দেশে তার বিকাশের ইতিহাসে হয়তো পার্থক্য আছে, কিন্তু তার সামাজিক ভূমিকা, বিশেষ করে বর্তমানের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করতে গেলে, প্রায় সর্ব্বত্রই এক। আকৃতিগত এবং প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য উজ্জ্বল এই নূতন চাহিদাকে পরিপূর্ণভাবে তুষ্ট করবার জন্যই গ্রন্থাগার ব্যবস্থারও এক শিল্প কৌশলের সৃষ্টি হয়। এ শিল্পকৌশলেরও মূল লক্ষ্য গ্রন্থাগারকে সার্থকভাবে তার সামাজিক দায়িত্ব পালনে সাহায্য করে ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যাওয়ার পথটাকে সহজ করে তোলা। বহুমুখী চাহিদাকে ঠিকমত মেটানোর চেষ্টায় এই শিল্পকৌশলে স্বাভাবিক জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে। ফলে একান্তভাবে মানুষ কেন্দ্রিক হলেও গ্রন্থাগার আজ সার্থক জীবনের জন্য শিল্পকুশলীদের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। সাধারণ মানুষের আশাআকাঙ্ক্ষাই তার কাছে কর্ম্মধারার প্রাথমিক নির্দ্ধারক হলেও কার্য্য পদ্ধতির রীতিনীতি নির্দ্ধারণে সাধারণ মানুষের অংশ আজ এক্ষেত্রেও সঙ্কীর্ণ হয়ে এসেছে। তাই শুধুমাত্র সাধারণ অভিজ্ঞতাকে অবলম্বন করে নিজের সামাজিক দায়িত্বকে সার্থকভাবে পালন করা আজ যে কোনও

গ্রন্থাগারের পক্ষেই অসম্ভব। দেশকাল পাত্রের প্রভেদে হয়তো শিল্পকৌশলের প্রয়োগ পদ্ধতির পরিবর্তন প্রয়োজন হতেই পারে, কিন্তু সে পরিবর্তনও অভিজ্ঞ কুশলীর তীক্ষ্ণ সামাজিক দৃষ্টির আর বুদ্ধিদীপ্ত বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে।

সমাজের অন্য সমস্ত জিনিষের মত গ্রন্থাগার ব্যবস্থাও ঐতিহাসিক অবস্থার মধ্য দিয়েই দেশে বিকশিত হয়ে ওঠে। ফলে ইতিহাসের ধারা হ'তে সংগৃহীত সমস্ত দোষ ত্রুটিই গ্রন্থাগার ব্যবস্থার মধ্যেও সঞ্চারিত হয়ে যায়। উত্তরকালে ঐ সমস্ত ত্রুটিকে অপসারিত করে গ্রন্থাগারকে সমাজ জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত করে তোলার দায়িত্ব উত্তরগামীদের উপরই এসে পড়ে। ভারতবর্ষের ইতিহাসকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় এদেশের বর্ত্তমান গ্রন্থাগার ব্যবস্থা য়ুরোপ বা আমেরিকার মত জনসাধারণের শিক্ষার দাবী মেটানোর অন্যতম সামাজিক প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে আবির্ভূত হয় নি। বিদেশী শিক্ষা বিতরণ পদ্ধতির সঙ্কীর্ণতার মধ্য দিয়ে দেশে যে বুদ্ধিজীবি শ্রেণীর সৃষ্টি হয় আমাদের দেশের গ্রন্থাগার মূলতঃ তাঁদের চিত্তবিনোদনের কেন্দ্র হিসাবেই সৃষ্টি হয়েছে। ইতিহাসের পট পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গেই ঐ গ্রন্থাগার-গুলির ভূমিকা পরিবর্ত্তনের দাবী সহজেই এসে পড়েছে। কিন্তু যে যাদুকরদের মায়াদণ্ডের স্পর্শে এ পরিবর্তন সম্ভব হ'তে পারে নানা কারণে তাঁদের মধ্যে প্রয়োজনীয় শক্তির সঞ্চয় হয়ে উঠ্‌তে পারে নি। সমস্ত দেশে উপযুক্ত গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সৃষ্টি করে তাকে সুপরিচালিত করতে হলে, দেশের প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে তাকে বিবর্ত্তিত করে তুলতে হ'লে, যে বিরাট শিল্পকুশল বাহিনীর প্রয়োজন দেশে আজও তার সৃষ্টি হয়নি। দেশের বিভিন্ন অংশের কতকগুলি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হ'তে প্রতি বৎসরই কিছু কিছু শিল্পকুশলীর সৃষ্টি হয়ে চলেছে বটে কিন্তু দেশের প্রয়োজনের তুলনায় তা' উল্লেখযোগ্য নয়। কুশলী সৃষ্টির সে পথ শম্বুকগতির পথ। শেষ পর্য্যন্ত মনে হয় যেন উভয় সঙ্কটের মধ্যে পড়ে সমস্যাটির পক্ষে সমাধান লাভ করা বিলম্বিত হয়ে যাচ্ছে। কারণ যাঁরা ঐ সব প্রতিষ্ঠান হতে শিক্ষা লাভ করেছেন দেশে উপযুক্ত গ্রন্থাগারের অভাবের জন্য তাঁদের পক্ষে অপেক্ষাকৃত প্রীতিকর চাকুরী পাওয়া সম্ভবপর হয়ে উঠছে না; অথচ প্রয়োজন মত শিল্পকুশলী লভ্য না হওয়ায় যে কোনও সুপরিকল্পিত গ্রন্থাগার ব্যবস্থার হাত দেওয়াও খুব সমীচীন হয়ে উঠ্‌চে না। যে গ্রন্থাগারগুলি দেশের সর্ব্বত্র ছড়ানো রয়েছে তাদের সমস্যাও একই ভাবে মর্ম্মন্তুদ হয়ে উঠ্‌ছে। জন্মলগ্নের সঙ্কীর্ণ শ্রেণীগত ভিত্তিকে অতিক্রম করে দেশের জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে হলে যে শিল্পকৌশলের প্রয়োজন তাকে মৌল্য মূল্যে ক্রয় করে কাজে লাগানো শতকরা ৯৯টি গ্রন্থাগারের সাধ্যের বাইরে। অথচ দেশের অষ্টমাংশেরও কম লোকের নর্ম্মসহচরী হয়ে আজ স্বাস্থ্যকে বাঁচিয়ে বা সম্মানকে টিকিয়ে রাখা

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সম্ভবপর হয়ে উঠ্‌ছে না। রৌপ্যমূল্যে স্বাস্থ্য-সম্মানকে ক্রয় করা আজ স্বপ্নের মত অলীক কল্পনা। জনসাধারণ বা তাঁদের প্রতিনিধিদের সহানুভূতি প্রধানতঃ মৌখিক দুঃখ প্রকাশের রূপ নিয়ে দুরবস্থার গুরুত্বকে এড়িয়ে চলেছে এ সত্যকে আজ অস্বীকার করে লাভ নেই।

কতকটা এই পরিপ্রেক্ষিতে চিন্তা করেই ভারতের অন্যান্য অনেক প্রতিষ্ঠানের মত বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদও অল্পমূল্যে শিল্পবিদ্যা বিতরণের ব্যবস্থা করেন। আজ বহু বর্ষ ধরে পরিষদ এই বিদ্যাকে যথাসম্ভব সহজ লভ্য করেই বিতরণ করে আসছেন। এ বিদ্যা বর্ত্তমানে অর্থকরী নয় এবং অর্থকরী হলেও তা যে বিশেষ লোভনীয় হবে না এ কথা পরিষদের নেতৃবৃন্দের সর্ব্ব সময়েই স্মরণ ছিলো এবং তা তাঁরা শিক্ষার্থীদের বহুবারই স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। তাঁরা বিশ্বাস করেছেন এবং আশা করেছেন যে শিক্ষার্থীদের এক অংশও যদি উত্তরকালে সমাজ সেবার আদর্শ নিয়েই দেশে গ্রন্থাগার প্রবর্ত্তনের জন্য কিছু উৎসাহ ও শ্রমদান করেন তাও বোধ হয় উপেক্ষার হবে না। দেশের বর্ত্তমান অবস্থাই স্মরণ করিয়ে দেয় যে আদর্শ বোধের সমস্ত প্রেরণা থাকা সত্ত্বেও তাঁদের সে বিশ্বাস ফলপ্রসূ হয় নি, তাঁদের সে আশা ব্যর্থই হয়েছে বলতে হবে।

স্বভাবতই মনে প্রশ্ন আসে যে এমন হয় কেন? সামাজিক অবস্থা, আদর্শবোধ কর্ম্মপদ্ধতি প্রভৃতি অনেকগুলো শক্তির হিসাব নিকাশ করেই কাজ করা গিয়েছিলো, কিন্তু কোন বিরুদ্ধ শক্তির হস্তক্ষেপে তার শেষ ফলটা আর আশানুরূপ হয়ে উঠ্‌লো না। এই বিরুদ্ধ শক্তি মূলতঃ দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা। সরকারী বা আধা সরকারী যে গ্রন্থাগারগুলো কিছু লোককে নিয়োগ করে থাকে গত তৃতীয় দশকের শেষের দিক থেকে সেখানে শিল্পকুশলীদের নির্ব্বাচন করার প্রথা অল্পবিস্তর প্রবর্ত্তিত হ'তে থাকে। সাধারণভাবে বিদ্যা বিতরণ ব্যবস্থার সঙ্গে জড়িত জীবনের ওপর বুদ্ধিজীবিদের একটি সহজাত আকর্ষণ আছে। তা ছাড়া চাকুরী লাভের অন্য অংশগুলো যখন প্রায় পরিপূর্ণভাবেই অন্ধকার হয়ে এসেছে তখন ঈষৎ আলোর ইঙ্গিতটুকুও অনেককে লুব্ধ করবে এও খুবই স্বাভাবিক। এই দুই শক্তিতে মিলে অনেক বিদ্যার্থীকেই গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষার দিকে টেনে এনেছে। উত্তরকালে ক্রমশঃ স্পষ্ট হয়ে ওঠা শিল্পকুশলীদের চাহিদা যেন ইন্ধন সংযোগ করে আলোর ইঙ্গিতকে দীপ্তিময় করে তুলেছে। ফলে যা ঘটবার তা স্বাভাবিকভাবেই ঘটেছে। সত্য না হলেও আপাতদৃষ্টিতে তাই আজ মনে হয় শিল্পকুশলীদের যোগান যেন বর্ত্তমান চাহিদাকে অতিক্রম করে গেছে। তবে এই শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে যে শিল্পকুশলীদের সৃষ্টি হয়েছে তাঁরা মূলতঃ চাকুরী প্রার্থী। চাকুরী যেখানে

পর্য্যাপ্ত নয় এবং চাকুরী মিললেও যেখানে লভ্য অর্থ সুস্থসহজ জীবন যাপনের পক্ষে যথেষ্ট হয়ে উঠ্‌ছে না সেখানে আদর্শবাদের সমস্ত অঙ্গীকারকে ব্যর্থ করে নিষ্করুণ জীবন সংগ্রামই কর্ম্মীদের সমস্ত শক্তিকে নিঃশেষ করে দিয়ে চলেছে। যতই স্থির করা হয়ে থাকুক না কেন যে গ্রন্থাগারের ভবিষ্যতের পথের অবরোধকে অপসারিত করতে না পারলে গ্রন্থাগারকর্ম্মীদের ভবিষ্যতও অবরুদ্ধ হয়েই থাকবে, তবুও বহু বিশ্লেষণ, শত শুভেচ্ছা সত্ত্বেও সে কাজ আজও অত্যন্ত দীর্ঘ দিনের ক্লান্তিকর ব্যাপার হিসাবেই পরিত্যক্ত হয়ে রয়েছে। তাই দেশের ছড়ানো গ্রন্থাগারগুলি আজও সেই সঙ্কীর্ণ ভিতের উপরই প্রতিষ্ঠিত থেকে পদে পদে সঙ্কটের মধ্য দিয়ে শুধুমাত্র অস্তিত্বকে টিকিয়ে রেখে চলেছে। গ্রন্থাগার ব্যবস্থার অনুকূল আবহাওয়ার সৃষ্টি করা আজও তাদের কল্পনার সামগ্রী মাত্র।

কর্ম্মশালার এই ক্রটি পরিবদ্ধ কর্ম্মীদের মনে চিন্তা জাগিয়ে তোলে, এই ক্রটিকে অপসারণ করার চিন্তার মধ্য দিয়েই বিভিন্ন কেন্দ্রে অল্প সময়ের শিক্ষাশিবির পরিচালনার কল্পনা রূপলাভ করে। শিক্ষাশিবিরের কল্পনা মূলতঃ দেশের বর্ত্তমান গ্রন্থাগারগুলির যুগোপযোগী বিবর্ত্তনে সহায়তা করার উপায় মাত্র। অল্প চিন্তা করলেই বোঝা যায় যে শিল্পকৌশলকে বাদ দিয়ে কোনও গ্রন্থাগারকেই বর্ত্তমানে সমাজজীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত ও সার্থক করে তোলা সম্ভব নয়। কিন্তু সোজা অর্থনৈতিক কারণেই লভ্য শিল্পকৌশলকে কাজে লাগানো আমাদের দেশের শতকরা ৯৯টি গ্রন্থাগারের সাধ্যের বাইরে। বিবর্ত্তনের পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে থাকা এই সমস্যার ক্রটিহীন সমাধান আপাততঃ সাধ্যের অতীত বলেই বোধ হয়। কিন্তু তার অস্তিত্বের গুরুভার যেন অগ্রগমনের সমস্ত শক্তিকে ক্ষণকালের জন্যও সম্পূর্ণভাবে প্রতিহত করে না রাখতে পারে, সে চিন্তার আবশ্যকতা নিশ্চয়ই আছে। শত্রুকে সম্মুখযুদ্ধে পরাজিত করার উপযুক্ত শক্তি সঞ্চয় না হয়ে থাকলে যুদ্ধের রীতি নীতির পরিবর্ত্তন প্রয়োজন হ'য়েই থাকে। এ ক্ষেত্রেও তাই সেনা সংগ্রহের একটি ধারাই শুধু বদলে গেল বা নূতন ধারা প্রয়োগ করা হোল আর কিছু নয়। হয়তো তাঁদের কৌশলশিক্ষার কিছু ক্রটি আপাততঃ প্রচ্ছন্ন হয়ে থাকলো, কিন্তু কাজের ধারা অব্যাহত থাকায়, কাজের গতি তীব্রতর হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিলো। যুদ্ধের মধ্যে থেকেই যুদ্ধকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জেনে নেওয়ার, শত্রুজয়ের সমস্ত কৌশলগুলোকে পরিপূর্ণভাবে আয়ত্তে আনার সুযোগ যে আসবেই এ কল্পনার বিন্দুমাত্রও অবাস্তবতা নেই। তবে সমস্ত শক্তিকে সাফল্যের দিকে পরিচালিত করবার জন্য প্রয়োজনের পটভূমিকায় বাহিনী সমেত বিবর্ত্তিত হয়ে ওঠার দায়িত্ব সেনাধ্যক্ষদেরই থাকলো এ কথা বলাই বাহুল্য।

বর্তমানের শিল্প শিক্ষার ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে যাঁরা শিক্ষিত হয়ে উঠ্‌ছেন তাঁরা প্রয়োজনের ক্ষেত্রে নানা কারণে উপস্থিত হ'তে পারছেন না। তাই প্রয়োজনের ক্ষেত্রে যাঁরা উপস্থিত আছেন তাঁদের শিল্পকৌশলের মূলধারাগুলোর সঙ্গে পরিচিত করিয়ে দিয়ে নূতন বাহিনী সৃষ্টি করার প্রথম প্রচেষ্টা হয় আলদহে। আলদহের বি, আর সেন পাব্‌লিক লাইব্রেরীর আতিথ্যে গত ২রা অক্টোবর ১৯৫৪তে পঁচিশ জন শিক্ষার্থীকে নিয়ে এই ধরণের শিক্ষাশিবিরের কাজ সুরু হয়। এই পঁচিশজনের উনিশজন জেলার বিভিন্ন সাধারণ গ্রন্থাগার হ'তে আসেন এবং ছ'জন আসেন কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হ'তে। স্কুল ফাইনালের মান হ'তে স্নাতকের মান পর্যন্ত বিস্তৃত শিক্ষিত বিভিন্ন পর্য্যায়ের শিক্ষার্থীই এতে সমবেত হয়েছিলেন। দিনে ছয়ঘণ্টার তত্ত্বমূলক শিক্ষা আর ছ'ঘণ্টার হাতে কলমে বি, আর, সেন পাব্‌লিক লাইব্রেরীর এক অংশ সংগঠন করার মধ্য দিয়ে শিক্ষা পদ্ধতিকে বিস্তৃত করে দেওয়া হয়।

কয়েকটি প্রাথমিক বক্তব্য বুঝিয়ে দেওয়ার পর শিক্ষার্থীদের ছ'টি দলে বিভক্ত করে গ্রন্থাগারে প্রবেশের পর হতে পাঠকের হাতে পৌঁছানোর আগের মুহূর্ত পর্য্যন্ত সাধারণ পাঠকের অজানিত গ্রন্থের গমনপথকে দেখিয়ে দেওয়া হয়। এর সর্ব স্তরেই রীতিনীতির জটিলতাকে যথাসম্ভব পরিহার করতে হয়েছিলো যাতে তা কোনও শ্রেণীর শিক্ষার্থীরই সহজবোধ্য হওয়ার প্রতিবন্ধক হয়ে না দাঁড়ায়। পুস্তক নির্ব্বাচনে তাই সাধারণ কলাকৌশলগুলো কি উপায়ে সার্থক ভাবে কাজে লাগান যেতে পারে সেই কথাই বোঝানোর চেষ্টা করা হয়েছিলো। (Accession) অংশে বইয়ের একান্ত প্রয়োজনীয় তথ্যাদি কি ভাবে লিখিত থাকা উচিত আর তার প্রয়োজন কোথায় তা বোঝানোর চেষ্টা হয়। শ্রেণীবিভাগের জন্য ডিউইর তিন সংখ্যক সংক্ষিপ্তসার আর প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের বাংলা দশমিক বর্গীকরণের মধ্যেই সমস্ত কিছুকে সীমাবদ্ধ করে রাখা হয়েছিলো। ক্যাটালগ প্রণয়নে Shelf List Card ব্যতীত গ্রন্থকার, বিষয় আর নামের কার্ড করেই বিষয়টিকে সীমিত করা হয়। এর পর বইটি কিভাবে তার প্রকৃত স্থানে রাখা হবে আর কার্ডগুলি তাদের জায়গা মত সন্নিবেশিত হবে তা দেখিয়ে দেওয়া হয়। সমস্ত ব্যবস্থাটি একটি চলমান গ্রন্থাগারকে কেন্দ্র করে করা হয় বলে পূর্ব্বের ব্যবস্থা হতে নূতন ব্যবস্থার বিবর্ত্তন যাতে গ্রন্থাগারের দৈনন্দিন পরিচালনার কোনও অসুবিধার সৃষ্টি না করে তার জন্য পূর্ব্বের ইঙ্গিতগুলো নূতন কার্ডে পেন্সিলে সাময়িক ভাবে লিখে রাখার উপায় দেখানো হয়। গ্রন্থাগারকে এই সংগঠিত অবস্থায় সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত করার জন্য গ্রন্থাগারের খাতাপত্রাদি বিষয়ানুযায়ী রাখার প্রয়োজনীয়তা সক্রিয় ভাবেই দেখানো হয়। কাগজ ছাপা,

বাঁধাই প্রভৃতির জ্ঞান কি ভাবে গ্রন্থাগারিককে গ্রন্থাগার বিস্তার সাহায্য করতে পারে সে কথাও জানানো হয়। গ্রন্থাগার-বিজ্ঞানের শিল্পকৌশলগুলিকে সংক্ষেপে গ্রামের গ্রন্থাগার কর্মীদের আয়ত্বাধীন করে তোলাই মূলতঃ এই শিক্ষাশিবিরের উদ্দেশ্য ছিল। পরিষদের কর্মীরা উপযুক্ত ক্ষেত্রেই তাঁদের বক্তব্য নিবেদন করতে পেরেছেন বলে বোধ হয়। তবে সে বক্তব্য কতদূর ফলপ্রসূ হয়ে তাঁদের উদ্যোগকে অভিনন্দিত করবে তা নির্ভর করবে শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যতের উৎসাহের উপর। ইতিমধ্যে পরিষদ অফিসে যে পত্রাদি এসে পৌঁচেছে তা আশ্বাস দেয় যে এ উৎসাহের অভাব হবে না।

মালদহের এই সার্থক অভিজ্ঞতার ফলে পরিষদের কাছে প্রশ্ন আসবে যে এর পর কি? কোনও গ্রন্থাগারের আধুনিক পদ্ধতিতে সংগঠনকে কেন্দ্র করে এই ধরণের শিক্ষাশিবিরের ব্যবস্থা পরিষদের নিয়মিত কাজের মধ্যে টেনে আনা হবে কিনা? শিল্পকুশলীদের শঙ্কে সমস্তার অনেক ক্ষেত্রেই পৌঁছানো যখন নানা কারণে সম্ভব হয়ে উঠ্‌ছে না, তখন সেই সব কার্যাক্ষেত্রের কর্মীদের মোটামুটি শিল্পকৌশলে অভিজ্ঞ করে তোলা গ্রন্থাগার আন্দোলনের ভবিষ্যৎকে প্রভাবিত করতে পারে কিনা এবং তার প্রয়োজন আছে কিনা?

শিল্পকৌশল যে সমাজের উদ্ভূত সমস্যাকে সমাধান করবার জন্যই জন্মলাভ করে এ কথা আমরা গোড়াতেই বলেছি। বর্তমান গ্রন্থাগারগুলির পক্ষেও শ্রেণীগত সঙ্কীর্ণতা হ'তে মুক্তিলাভের পথ, পারস্পরিক সহযোগিতার মধ্য দিয়ে পরিপূর্ণ সার্থকতা লাভের উপায়, এমন কি বর্তমানের চাহিদাকেও সুষ্ঠুভাবে সন্তুষ্ট করার সম্ভাবনা সমস্ত কিছুই আজ শিল্পকৌশলের মুখাপেক্ষী। গ্রন্থাগার সম্বন্ধে জনমনে যে সচেতনতার আবির্ভাব হ'লে দেশব্যাপী সার্থক গ্রন্থাগার ব্যবস্থার গোড়াপত্তন হ'তে পারে সে সচেতনতার উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করতে হলেও আজ সেই শিল্প কৌশলেরই সাহায্য প্রয়োজন। অর্থনৈতিক দুর্বিপাক আজ সহরের নিয়মিত কুশলীদের অন্নের সংস্থানেই ব্যস্ত রাখছে বলে দেশের ছড়ানো সাধারণ গ্রন্থাগারগুলির কর্মীদের এবিদ্যায় শিক্ষিত করে তোলার প্রয়োজন ঘটেছে। স্বল্পকালের হলেও এবিদ্যার মূল্য নির্দ্ধারিত হবে ব্যবহারিক জীবনে অবিলম্বেই তাকে প্রয়োগ করতে পারার সম্ভাবনায়। এ বিদ্যা গ্রন্থাগারগুলিকে সংগঠিত অবস্থার সমতলে এনে দেওয়ার সঙ্গেই গ্রন্থাগার আন্দোলনকেও নূতন ভাবে উদ্দীপিত করে তুলবে। দেশের এক প্রান্তের কোনও গ্রন্থাগার কর্মীর সমস্যা সুস্পষ্টভাবেই কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের কাছে প্রকাশিত হতে পারবে এবং কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের বক্তব্য দূরস্থ কর্মীর কাছে সহজ বোধ্য হয়ে উঠ্‌বে। দেশব্যাপী কোনও গ্রন্থাগার ব্যবস্থা যদি অবিলম্বে প্রবর্তিত

হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয় তবে সে গুরুভারকে বহন করে নিয়ে যাওয়ার মধ্যে যথেষ্ট সংখ্যক কুশলীর সৃষ্টি এর চেয়ে দ্রুততর আর কোনও ব্যবস্থায় সম্ভব বলে বোধ হয় না। পরিষদের গ্রীষ্মকালীন শিক্ষা ব্যবস্থা বা সাপ্তাহিক শিক্ষা ব্যবস্থার কয়েকটি অসুবিধাকে দেশের প্রয়োজনের পটভূমিকায় অপসারিত করার জন্যই এ ব্যবস্থার প্রবর্তনা। গ্রীষ্মকালীন বা সাপ্তাহিক শিক্ষার বিশদ ব্যবস্থা এক্ষেত্রে সম্ভব নয় কারণ এর উদ্দেশ্য ভিন্ন। কিন্তু তবুও শিল্পশিক্ষাকে বহু কর্মীর আয়ত্তাধীন করে ঐ ব্যবস্থা উপরের গুলির অনুপূরকের কাজ করবে। যদি ফলপ্রসূ হয় তবে এ ব্যবস্থা যে ভবিষ্যতের শিল্পকুশলীদের কৃতজ্ঞতা লাভের দাবী করতে পারবে এ কথা বলাই বাহুল্য।

বিজ্ঞানের কল্যাণে জলে স্থলে আকাশে আজ এত পথ খুলেছে, এত রথ ছুটেছে যে ভূগোলের বেড়া আজ আর বেড়া নেই। আজ, কেবল নানা ব্যক্তি নয়, নানা জাতি কাছাকাছি এসে জুটল, অমনি মানুষের সত্যের সমস্যাও বড়ো হয়ে দেখা দিল। বৈজ্ঞানিক-শক্তি যাদের একত্র করেছে তাদের এক করবে কে? মানুষের যোগ যদি সংযোগ হলো তো ভালোই, নইলে সে দুর্যোগ। সেই মহাদুর্যোগ আজ ঘটেছে। একত্র হবার বাহ্য-শক্তি হু-হু করে এগোল, এক করবার অন্তর-শক্তি পিছিয়ে পড়ে রইল।

আজ জাতিতে জাতিতে একত্র হচ্ছে অথচ মিলছে না। এরই বিষম বেদনায় সমস্ত পৃথিবী পীড়িত। এত দুঃখেও দুঃখের প্রতিকার হয় না কেন? তার কারণ এই যে, গণ্ডীর ভিতরে যারা এক হোতে শিখেছিল, গণ্ডীর বাহিরে তারা এক হোতে শেখেনি।

—রবীন্দ্রনাথ

শিশু গ্রন্থাগার

শ্রীবিজয়নাথ মুখোপাধ্যায়

গ্রন্থাগার আন্দোলনের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য গ্রন্থাগারের কার্য্য সম্প্রসারণকে বাস্তবিক পক্ষে ফলপ্রসূ করিয়া তুলিতে হইলে আজ আমাদিগের দৃষ্টি প্রধানতঃ দুইদিকে নিবদ্ধ করা একান্ত প্রয়োজন—প্রথম নিরক্ষর বয়স্কদিগের দিকে এবং দ্বিতীয় শিশু ও কিশোরদিগের দিকে। বস্তুতঃ গ্রন্থাগার প্রসারের এই দুইটি সম্ভাবনাপূর্ণ ক্ষেত্র আজও প্রায় অস্পৃষ্টই পড়িয়া রহিয়াছে। আমাদের দেশের নিরক্ষর বিপুল জনসমাজকে আজ যদি সাক্ষর করিয়া তোলা যায় এবং যদি প্রয়োজনীয়, চিত্তাকর্ষক, শিক্ষাপ্রদ পুস্তক দিয়া তাহাদিগকে গ্রন্থাগারের স্থায়ী পরিবেশ গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত করা যায় তবে আমাদের দেশে গ্রন্থাগার আন্দোলন কতদূর অগ্রসর হইয়া উঠিতে পারে ইহা ভাবিতেও উৎসাহ বোধ হয়।

এই সুবিস্তীর্ণ ক্ষেত্র ব্যতীতও গ্রন্থাগার সম্প্রসারণের আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থল আছে। তাহা হইতেছে আমাদের শিশু ও কিশোরের রাজ্য। আমাদের দেশে শিক্ষিতের সংখ্যা বা শতকরা হার যে একান্তভাবেই অসন্তোষজনক একথা অধিসম্বাদিত সত্য। কিন্তু ঐ স্বল্প সংখ্যক শিক্ষিতেরও কতজন আজ গ্রন্থাগার ব্যবহার করিয়া থাকেন, ইহা চিন্তা করিলে আমাদের আরও নিরুৎসাহিত হইতে হয়। বস্তুতঃ আমাদের দেশের স্বল্পসংখ্যক শিক্ষিতের মধ্যেও বিপুল অংশ বিদ্যানুরাগ অর্জ্জন করিতে পারেন না। জীবনের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের পক্ষে গ্রন্থ যে আজ কি বিপুল আনুকূল্য করে এই সংবাদ তাঁহারা রাখেন না। পূর্ব্বে কোনও শিল্পীর অধিগত বা আবিষ্কৃত প্রক্রিয়া সে সযতনে গোপন করিয়া রাখিত। কেননা তাহার প্রক্রিয়াটি প্রকাশিত হইয়া গেলে তাহার এত কষ্টে অর্জ্জিত বৈশিষ্ট্য জনসাধারণের আয়ত্তীভূত হইয়া যাইবে—সে আর আপন অলোকসামান্য প্রতিভার বা পরিশ্রমের উপযুক্ত মর্য্যাদা পাইবে না। পূর্ব্বের এই চিন্তাধারায় অতীতের কত জ্ঞানরাজি—জ্যোতিষ, ধনুর্ব্বেদ, আয়ুর্ব্বেদের কত অপরিজ্ঞাত মহৎ তত্ত্ব—বিস্মৃতির অতলান্তিকে নিমজ্জিত হইয়া গিয়াছে। আজ কিন্তু অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়াছে। আজ আবিষ্কৃত প্রক্রিয়াটি পণ্যের উৎপাদক মাত্র নহে আজ আবিষ্কৃত প্রক্রিয়া নিজেই পণ্যরূপে বিক্রীত হইয়া থাকে। যে পন্থা অবলম্বন করিলে পেনিসিলিন উৎপন্ন করা যায় সেই পন্থাটি গোপন করিয়া পেনিসিলিন উৎপন্ন করিবার একচেটিয়া অধিকার আয়ত্ত

করিয়া রাখিলে প্রতিযোগিতাহীন বাণিজ্যের দ্বারা প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করা যাইতে পারে একথা নিঃসন্দেহে সত্য, কিন্তু পেনিসিলিন প্রস্তুতের উপায় বর্ণনা করিয়া আজ যে পুস্তক রচিত হইল সেই পুস্তকও কি হাজারে হাজারে বিক্রীত হইবার সম্ভাবনা নাই? আর এই প্রক্রিয়া প্রচার করিলে অর্থের সঙ্গে সঙ্গে সম্মান, প্রতিষ্ঠা, প্রতিপত্তি সমস্তই কি লাভ করা যায় না? তাই প্রক্রিয়া গোপন করিয়া পণ্য বিক্রয়ের পরিবর্ত্তে আজ সর্ব্বত্র প্রক্রিয়াটিকেই পণ্যরূপে বিক্রয়ের প্রচেষ্টা দেখা দিতেছে। ফলে জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে যাঁহারা সাফল্য অর্জ্জন করিয়াছেন তাঁহারা আজ তাঁহাদের সাফল্যের মূল সূত্রটিকে পুস্তকাকারে প্রকাশিত করিতেছেন। সুতরাং আজ জীবন-সংগ্রামে সাফল্য অর্জ্জন করিতে হইলে পুস্তক আমাদিগকে বিশেষ সাহায্য করিতে পারে। কি শিল্পী, কি ব্যবসায়ী, কি বিজ্ঞাপন রচয়িতা সকলেই গ্রন্থের সাহায্যে আপনাদের জ্ঞানকে পরিবর্দ্ধিত করিয়া ঐ জ্ঞান জীবন সংগ্রামে প্রয়োগ করিতে পারেন। এই জ্ঞান সংগ্রহ করিয়া জীবনে প্রয়োগ করিবার শিক্ষা আমাদের দেশের জনসমাজের মধ্যে যথোচিতভাবে বিস্তৃত হয় নাই বলিয়াই গ্রন্থাগার আমাদের শিক্ষিত সমাজের ও জাতীয় জীবনে আপন স্থান অধিকার করিতে পারে নাই।

বস্তুতঃ জীবন সংগ্রামে গ্রন্থের স্থান যে কত গুরুত্বপূর্ণ তাহা সম্যকভাবে উপলব্ধ না হইলে কখনও গ্রন্থ-পাঠের জন্য যথোচিত আগ্রহ জন্মিতে পারে না। গ্রন্থ-পাঠ অবসর সময়ের চিত্তবিনোদনের উপায় মাত্র নহে—ইহা অবসরবিহীন কর্ম্মব্যস্ত লোকেরও সাফল্য অর্জ্জনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পন্থা এই জ্ঞানটি আমাদের শিক্ষার ও অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়া একান্তভাবে হৃদয়ে গ্রথিত হইয়া যাওয়া আবশ্যক। আর সারা জীবনের অভ্যাস ব্যতীত গ্রন্থপাঠে প্রকৃত অনুরাগ জন্মান সহজ নহে। তাই সদালাপ, সামাজিক ব্যবহার প্রভৃতি যেমন বাল্যেই শিক্ষণীয় গ্রন্থানুরাগও তেমনই শৈশব হইতেই অর্জ্জন করিবার চেষ্টা করা উচিত।

বস্তুতঃ ভবিষ্যতের আদর্শ নাগরিক গড়িয়া তুলিতে হইলে আমাদিগকে বয়স্ক ব্যক্তিদিগের চেয়ে শিশুদিগের প্রতি অধিকতর দৃষ্টি দিতে হইবে। শৈশব হইতে উপযুক্ত শিক্ষা পাইলে আমাদের শিশুরা একদিকে যেরূপ বলিষ্ঠ, কর্ম্মদক্ষ, জ্ঞানবান ও কুশলী হইয়া উঠিবে, তেমনই অধিকতর সংখ্যক শিশুদিগের মধ্যে জ্ঞানপিপাসা উদ্রিক্ত হওয়ায় আমাদের গ্রন্থাগারের পাঠক সংখ্যাও বহুগুণে পরিবর্দ্ধিত হইয়া উঠিবে। তাই জাতির স্বার্থের জন্য, অধিকতর জ্ঞানপিপাসু পাঠক সংখ্যা বৃদ্ধির দ্বারা গ্রন্থাগারের সম্প্রসারণ জন্য, আমাদিগকে শিশুদিগের জন্য গ্রন্থাগারের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

শিশুদিগের জন্য গ্রন্থাগার গঠন করা হউক ইহা একটি নির্দ্দোষ সাধু প্রস্তাব বলিয়া হয়ত বিনা প্রতিবাদে সকলেই ইহাকে সমর্থন করিবেন। কিন্তু শিশু-গ্রন্থাগার

গঠনের সঙ্গে এমন গোটাকয়েক জটিল প্রশ্ন জড়িত আছে যে তাহার সমাধান করিতে না পারিলে বাস্তবিকই শিশু গ্রন্থাগার স্থাপনের দ্বারা ফললাভ করবার আশা সুদূর পরাহত।

শিশু গ্রন্থাগার সম্বন্ধে সর্ব্বপ্রথম প্রশ্ন এই এখানে পাঠকদিগকে নির্ব্বাধ স্বাধীনতা ভোগ করিতে দেওয়া যাইবে কিরূপে। গ্রন্থাগারের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইতেছে স্বাধীনতা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সর্ব্বত্র শিক্ষার্থীকে সম্পূর্ণভাবে শিক্ষকের নিয়ন্ত্রণানুযায়ী চলিতে হয়। শিক্ষার্থীর যাবতীয় পাঠ অধ্যাপকের উপদেশ অনুসারেই নিয়মিত হইয়া থাকে। কিন্তু গ্রন্থাগারে পাঠকের থাকে অবাধ স্বাধীনতা, পাঠক সম্পূর্ণভাবে আপন ইচ্ছামত ইতিহাস ভূগোল বিজ্ঞান, গল্প-উপন্যাস কবিতা প্রভৃতির বই এখানে পড়িতে পারেন। রুচি ও প্রয়োজনবোধ মাত্রই তাঁহার পাঠ নিয়ন্ত্রিত করে। এমন কি কোন বিষয়ে গভীর অধ্যয়ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেও পাঠক পাঠ্য পুস্তকগুলির পৌর্ব্বাপৌর্য্য আপন সুবিধানুযায়ীই স্থির করিয়া লন—গ্রন্থাগারিক বা বিশেষজ্ঞ এই বিষয়ে তাঁহাকে সাহায্য করিতে পারেন—কিন্তু তাঁহার অধ্যয়ন নিয়ন্ত্রণ করিতে পারেন না। অধ্যয়নের এই স্বাধীনতার জন্যই ছাত্রদের নিকট গ্রন্থাগার স্কুল বা কলেজ অপেক্ষা অধিকতর প্রিয়।

তাহা ছাড়া গুরুমুখ হইতে আমরা যে বিদ্যা লাভ করি তাহা আমরা অর্জ্জন করিয়া আয়ত্ত করিনা—ঐ বিদ্যার ভার আমাদিগের উপর চাপাইয়া দেওয়া হয়। কিন্তু স্বকীয় অধ্যয়নের দ্বারা, গ্রন্থাগারে আমরা যে জ্ঞান লাভ করি তাহা আমাদের স্বকীয় উপার্জ্জন। আমাদের দেশে শিক্ষা প্রচারের যে পদ্ধতি ছিল তাহাতে লোকে প্রাচীন ঐতিহ্যকে অধিগত করিতে পারিত সন্দেহ নাই। কিন্তু কপকতা বা গুরু-মুখাগত শিক্ষা তাহাদের স্বকীয় অর্জ্জনক্ষমতা জাগ্রত করিতে বা বর্দ্ধিত করিতে পারে নাই। তাই প্রাচীন ঐতিহ্য—যে ঐতিহ্য আপন ভাব-গৌরবে আপন বিচিত্রতায়, আপন গভীরতা ও সূক্ষ্মতার গরিমায় সমস্ত জগতের শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রম আকর্ষণ করিয়া থাকে—সেই ঐতিহ্য যুগ যুগ ধরিয়া আমরা বহন করিয়া চলিয়াছি—কিন্তু তাহার যথোচিত উন্নতি সাধন করিতে পারিয়াছি কি? কিন্তু পারি নাই কেন? পারি নাই এই জন্য যে উন্নতি বা আবিষ্কার করিতে হইলে স্বকীয় উদ্যমের দ্বারা অর্জ্জনের অভ্যাস থাকা চাই। অপরের নিকট হইতে প্রাপ্ত বিদ্যাটুকু আমাদিগকে এই অভ্যাস দেয় নাই। তাই বিদ্যা আমাদের দেশে ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর হয় নাই।

এই স্বাধীন অর্জ্জনের অভ্যাস লাভ করিতে হইলে শিশুকাল হইতেই যাহাতে স্বতন্ত্রভাবে, নিজের চেষ্টায় জ্ঞানার্জ্জনের শিক্ষালাভ হয় সেইদিকে দৃষ্টি দিতে হইবে। বলা বাহুল্য এইরূপ স্বাধীনভাবে জ্ঞানার্জ্জনের একটিমাত্র কেন্দ্র হইতেছে গ্রন্থাগার।

সুতরাং শিশুকাল হইতেই গ্রন্থাগারের সদ্ব্যবহার শিক্ষা দেওয়া জাতীয় জীবনের উৎকর্ষ সাধনের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন।

কিন্তু গ্রন্থাগারে এই স্বাধীন পাঠের যে সুযোগ তাহা কি শিশু যথাযথভাবে গ্রহণ করিতে পারে? শিশু গ্রন্থাগার সংগঠকদিগের প্রথম চিন্তনীয় বিষয় হইতেছে শিশুদের যোগ্যতার সহিত গ্রন্থাগারের এই স্বাধীন পাঠ ব্যবস্থার সমন্বয় সাধন। শিশুদের যতই তীব্র কৌতূহল থাকুক্ না কেন, শিশুদের জিজ্ঞাসা যতই বিচিত্র হউক না কেন, একথা অনস্বীকার্য্য যে শিশুরা কাহারও বিনা সাহায্যে সঠিকভাবে আপনাদের পাঠ্য নির্ব্বাচন করিয়া সার্থকভাবে তাহা ব্যবহার করিতে পারে না। জাতদন্ত শিশু সর্ব্ববিষয়ক খাদ্যই আস্বাদন করিতে পারে বলিয়া কোন পিতামাতাই শিশুকে আপন খাদ্য নির্ব্বাচন করিতে দেন না। শিশুর শারীরিক পরিবৃদ্ধির সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া খাদ্য নির্ব্বাচন করা একান্ত আবশ্যক বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। ঠিক্ তেমনই শিশুদিগের মানসিক গঠন বিচার বিবেচনা করিয়া তাহাদিগের পাঠ্য নির্ব্বাচন করিতে হয়। সুতরাং গ্রন্থাগারের প্রধান যে বৈশিষ্ট্য পাঠ্য বস্তু নির্ব্বাচনের অবাধ স্বাধীনতা তাহাকে শিশুদিগের ক্ষেত্রে অনেকখানিই সঙ্কুচিত করিতে হয়। আর ইহার ফল হয় যে খেলার ছলে শিশুরা যে আগ্রহ লইয়া পাঠ করিতে পারে, অবাধ স্বাধীনতার মধ্যে তাহারা যেমনভাবে আপনাদিগের সমস্ত সত্তাকে নিয়োজিত করিতে পারে, আপন নির্দ্দিষ্ট কার্য্য সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করিয়া তাহারা যে আত্মনির্ভরতা লাভ করিতে পারে—সঙ্কুচিত অধিকারের মধ্যে তাহা কখনই সম্ভব হয় না। সুতরাং একদিকে যেমন পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করিয়া শিশুকে গ্রন্থাগার অরণ্যের মধ্যে ছাড়িয়া দিলে তাহার পক্ষে গন্তব্যপথ আবিষ্কার করিয়া লওয়া কঠিন হয়—সে কখনও গল্প, রূপকথার কিংশুক বৃক্ষের মোহ কাটাইয়া উঠিতে পারে না, তেমনই পরিপূর্ণ নিয়ন্ত্রণের মধ্যে তাহাকে গ্রন্থাগার ব্যবহার করিতে দিলেও যে আত্মনির্ভরতা যে গ্রন্থ-প্রীতি গড়িয়া উঠা প্রয়োজন তাহাও সম্ভব হয় না। তাই শিশু গ্রন্থাগারের প্রথম প্রশ্ন স্বাধীনতা ও নিয়ন্ত্রণের প্রশ্ন।

সার্থক পরিচালনার মধ্যেই এই জটিল সমস্যার সমাধান রহিয়াছে। শিশুকে বিনা পথনির্দ্দেশে গ্রন্থাগারে ছাড়িয়া দিবার অসুবিধা যথোচিত পরিচালনায় যেমন থাকে না তেমনই শিশু উপযুক্তভাবে পরিচালিত হইলে গ্রন্থাগারিক বা শিক্ষকের অভিপ্রায়ানুযায়ী গ্রন্থ পাঠ করিয়াও আপনার স্বাধীনতা নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে বলিয়া বুঝিতে পারে না। কিন্তু এই সার্থক পরিচালনার কাজ খুব সহজ নহে। শিশুদিগকে যাঁহারা স্বাভাবিকভাবেই ভালবাসিতে পারেন না, শিশু মনের বৈশিষ্ট্যকে যাঁহারা

P19374

সহানুভূতির সহিত দেখিতে পারেন না, তাঁহাদের পক্ষে এই পরিচালনা কার্য্যে সাফল্য-লাভ করিবার কোন সম্ভাবনাই নাই।

মনে রাখিতে হইবে শিশুরা সাধারণতঃ কর্মচাঞ্চল্য ভালবাসে। প্রাপ্তবয়স্ক গ্রন্থকীটদিগের মত একস্থানে নিশ্চল হইয়া বসিয়া দীর্ঘকাল অধ্যয়নরত থাকা তাহাদের কোষ্ঠীতে লেখে নাই। একটি ভাব যখন তাহাদের মনে উদিত হয়, তখন সেই ভাবটিরই নানাবিধ দিক্ লইয়া গভীরভাবে চিন্তা তাহারা করেনা—বরঞ্চ এইভাবের সহিত সম্বন্ধ নানাবিধ ভাব আসিয়া তাহার চিন্তাধারাকে বিক্ষিপ্ত করিয়া তুলে। তাহা ছাড়া চিন্তা অপেক্ষা কার্য্যের দিকেই শিশুদিগের সহজ প্রবণতা থাকে। সেইজন্য খুব কম ক্ষেত্রেই প্রকৃত পাঠ শিশুর সহজাতভাবে প্রিয় হইয়া থাকে।

উল্লিখিত কয়টি সহজাত প্রবৃত্তি শিশুর অধ্যয়ন—অভ্যাসের প্রতিকূলতা করে, শিশুকে যে অনেকক্ষেত্রেই প্রথম প্রথম অন্ততঃ জোর জবরদস্তি করিয়া পড়াইতে হয় তাহার কারণ এই সহজাত প্রবৃত্তি। এই সহজাত প্রবৃত্তিগুলির কথা স্মরণ রাখিলে অবশ্য শিশুকে অধ্যয়ন পথে পরিচালিত করা অসম্ভব হয় না কিংবা শিশুর অধ্যয়নে অনুরাগও দণ্ডার্হ বলিয়া বিবেচিত হয় না।

আমরা শিশুদিগের যে প্রবৃত্তিগুলির উল্লেখ পূর্ব্বে করিয়াছি তাহা ছাড়াও শিশুর আর কতকগুলি প্রবৃত্তি আছে। সেগুলির সাহায্য লইয়া আমরা শিশুমনের এই বিক্ষেপ ও চাঞ্চল্যকে বহুল পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারি। সার্থক গ্রন্থাগারিক ঐ প্রবৃত্তিগুলির পরিপূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিয়া থাকেন।

প্রথমতঃ শিশুমনের কৌতূহল অফুরন্ত। প্রাপ্ত বয়স্কব্যক্তি আপনার জ্ঞাতব্য বিষয়কে আপনার প্রয়োজনের মধ্যে সীমায়িত রাখে। যে বিষয়ে সে প্রয়োজন বোধ করে না, সেই বিষয়ের অনেক চমকপ্রদ সংবাদ সম্বন্ধেও তাহার কোন আগ্রহ থাকে না। শিশুর প্রয়োজন বলিয়া কিছু নাই। পৃথিবীর অকিঞ্চিৎকরতম পদার্থও তাহার পরম সম্পদ্। বস্তুতঃ কোথাও কোন কিছু নূতন ঘটনা ঘটিলেই শিশু তাহা জানিতে কৌতূহলী হইয়া উঠে। শুধু তাহাই নহে—বিশ্বপ্রকৃতির নিয়মটিকে নিঃশেষে বুঝিয়া লইবার জিজ্ঞাসায় সে অনবরতই তাহার পিতামাতা, শিক্ষক প্রভৃতিকে কী, কেন প্রশ্ন করিয়া থাকে। প্রয়োজনবোধের বেড়া শিশুমনের অনন্ত জিজ্ঞাসা ক্ষেত্রকে সঙ্কীর্ণ করিয়া তুলে না। বস্তুতঃ এই কৌতূহলকে জাগ্রত রাখিতে ও উদ্দীপিত করিতে পারিলে শিশুকে জ্ঞানের দিকে অনেকখানি অগ্রসর করিয়া দেওয়া যায়।

শিশুর দ্বিতীয় প্রবৃত্তি সংগ্রহপ্রিয়তা। আমার এত জিনিষ আছে এই অধিকারবোধে আপন প্রাধান্য উপলব্ধি করিতে শিশু বড় ভালবাসে। তাই উপলখণ্ড

হইতে তৃণখণ্ড পর্য্যন্ত সমস্ত কিছুকেই শিশু অত্যন্ত আগ্রহের সহিত সংগ্রহ করিয়া থাকে। এই সংগ্রহপ্রিয়তা প্রত্যক্ষভাবে জ্ঞানার্জ্জনের সহায়ক না হইলেও, সুপরিচালিত হইলে এই প্রবৃত্তিও জ্ঞানার্জ্জনের পক্ষে পরম্পরাভাবে সাহায্য করিয়া থাকে।

শিশুর সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান উপকারক প্রবৃত্তি হইতেছে কল্পনা-প্রবণতা ও গল্পপ্রিয়তা। এই গন্ধময় বাস্তব জগতের বহু পদার্থ শিশুর মনোজগতে আপন পরিপূর্ণ সত্তা হারাইয়া ফেলিয়া পদ্মময় হইয়া উঠে। "ঘটে যাহা সব সত্য নহে—সেই সত্য যা রচিবে তুমি," এই কথা ব্রহ্মা বাল্মীকিকে বলিয়াছিলেন কিনা জানিনা, কিন্তু এই কথা বিধাতাপুরুষ যে তাঁহার শিশু বন্ধুদিগকে বলিয়া দিয়াছিলেন, তাহা নিঃসন্দেহ সত্য। তাই বস্তুজগতের নিয়মের বন্ধন কাটাইয়া শিশু সহজেই বিশ্বাস করিতে পারে বার-হাত কাঁকুড়ের তের-হাত বিচির কথা, বিশ্বাস করিতে পারে জীয়ন-কাঠি মরণ-কাঠির অপ্রাকৃত তত্ত্ব, যাত্রা করিতে পারে মায়া নৌকায় চড়িয়া, সন্ধান করিয়া ফিরিতে পারে হীরাফলে ভর্ত্তি সোনার গাছের। প্রত্যক্ষ জগৎ হইতে বহুদূরে—যাহা অজ্ঞাত, যাহার সত্তা প্রকৃতির কঠোর নিয়মের দ্বারা নিরূপিত হইয়া নাই, প্রত্যক্ষ অনবরত যাহার স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করিয়া তাহার রহস্যকে নিঃশেষিত করিয়া দিতে পারে নাই, সেই অনাবিষ্কৃত দূর রাজ্যে বিচরণ করিয়া থাকে শিশুমন। তাই নিকটে তাহার আকর্ষণ নাই—আকর্ষণ তাহার দূরে। সাত সমুদ্র তের নদীর পারে পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চড়িয়া চলিয়া যাইতে সে সর্ব্বদাই প্রস্তুত। যেন সেই তাহার দেশ। সেইখানকার রাজ্যের মানুষদের দুঃখে দুঃখী ও সুখে সুখী হইতে তাহার কোনরূপ অসুবিধাই থাকে না। রূপকথা সেইজন্য শিশুদের এত প্রিয়। অভিনয়ের অবাস্তবতা এই জন্যই তাহাদিগকে এত আনন্দ দিতে পারে। বস্তুতঃ শিশুমনের এই গল্পপ্রিয়তা ও কল্পনা প্রবণতা আমাদিগকে শিশুদিগকে পরিচালনা করিবার ব্যাপারে অনেকখানি সাহায্য করিয়া থাকে।

শিশুদিগের আর একটি মাত্র প্রবৃত্তির উল্লেখ করিয়াই এ প্রসঙ্গের উপসংহার করা যাইবে। সমস্ত শিশুরই অধিনায়কত্ব করিবার একটি স্বাভাবিক প্রণবতা আছে। প্রতিযোগিতায় আর সকলকে পরাভূত করিয়া আপন শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিব এবং সকলকে আমার আজ্ঞানুবর্ত্তী করিব এই প্রবৃত্তিও শিশুদের সহজাত। এই প্রবৃত্তিকে সার্থক প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে কার্য্যকরী করিয়া তুলিতে পারিলে শিশু আপন ইচ্ছায়ই অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত একই কাজ করিয়া যাইতে ক্লেশ বোধ করে না।

বস্তুতঃ শিশু অপছন্দ করে কাজ—শিশু চায় খেলা। যাহা কাজ নয় খেলা মাত্র তাহাতে শিশুর ক্লান্তি নাই। কিন্তু খেলাও ত কাজ। নানাবিধ নিয়ম পালন করিয়া খেলিলেই খেলা পরিপূর্ণ আনন্দদান করিতে পারে। বস্তুতঃ খেলা আর কাজের

পার্থক্য আপন ইচ্ছায় সাধিত হওয়া আর পরের দ্বারায় নিয়ন্ত্রিত হওয়ার মধ্যে—কার্যের সঙ্গে সঙ্গে আনন্দপ্রাপ্তি আর কার্য সম্পাদনের বহুক্ষণ পরে ফল প্রাপ্তির মধ্যে। যদি অপরের দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করা হইতেছে এই তথ্যটিকে অজ্ঞাত রাখা যায়, যদি কার্যের সঙ্গে সঙ্গেই আনন্দ উৎপাদনের ব্যবস্থা করা যায়, তাহা হইলে কাজই খেলা হইয়া উঠে এবং উহার অনুষ্ঠানে শিশু অনুরাগই বোধ করিয়া থাকে—বিরাগ বোধ করে না।

বস্তুতঃ শিক্ষক এবং গ্রন্থাগারিক, পিতা-মাতা এবং পরিচালক সকলকেই লক্ষ্য রাখিতে হইবে, কেমন করিয়া শিশুর স্বাভাবিক কল্পনা প্রণবতা গল্প-প্রিয়তা, সংগ্রহ প্রিয়তা, কৌতূহল ও অধিনায়কত্বের স্পৃহাকে প্রয়োগ করিয়া তাহার স্বাভাবিক মানসিক চাঞ্চল্য ও বিক্ষেপকে জয় করা যায়। শিশু গ্রন্থাগারের গঠন প্রকৃতির দিকে আমাদিগকে নিশ্চয়ই লক্ষ্য রাখিতে হইবে। কিন্তু যতক্ষণ পর্য্যন্ত এই মূল প্রশ্নটি আমরা বুঝিতে না পারিতেছি ততক্ষণ বাহিরের আয়োজনের জন্য আমাদের যত্ন ও চেষ্টা পণ্ডশ্রম প্রতিপন্ন হইতে বাধ্য।

আমরা পূর্ব্বেই যাহা বলিয়াছি তাহাতেই প্রতিপন্ন হইয়াছে শিশু-গ্রন্থাগারে যেমন গ্রন্থের ব্যবস্থা থাকিবে, যেমন তাহাদের সুবিধাজনক অন্যান্য আয়োজন থাকিবে, তেমনই গ্রন্থপাঠে শিশুদের যাহাতে আগ্রহ জন্মে তাহারও বিস্তৃত ব্যবস্থা করিতে হইবে। শিশুদিগকে গল্প বলিতে হইবে, তাহাদিগকে গান শুনিতে দিতে হইবে, তাহাদিগকে প্রশ্ন করিতে দিতে হইবে। শিশুদিগকেও গল্প বলিতে উৎসাহিত করিতে হইবে, তাহাদের অভিনয় আবৃত্তি আলোচনার সুযোগ রাখিতে হইবে। তাহাদের আপনাপন কৃতিত্বের কাহিনী বর্ণনায় উৎসাহিত করিতে হইবে। এক কথায় শিশুগ্রন্থাগার হইবে শিশুদিগের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র। এখানে শিশুরা পাইবে আনন্দের পরিপূর্ণ আয়োজন, আপনাকে বিকাশ এবং প্রকাশ করিবার বিচিত্র সুযোগ ও ব্যবস্থা।

প্রশ্ন হইতে পারে, গল্প, সঙ্গীত অভিনয়ের সহিত গ্রন্থাগারের সম্পর্ক কী। ঐ সমস্তের দ্বারা শিশুকে পুরাতন জ্ঞানভাণ্ডারের যৎকিঞ্চিৎ মিষ্টান্ন উদরস্থ করাইয়া দেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু তাহাকে স্বকীয় জ্ঞান অর্জ্জনে উৎসাহিত করা গেল কিরূপে। পূর্ব্ব-প্রস্তাবিত আয়োজনে গ্রন্থাগারের যে প্রধান বৈশিষ্ট্য আপন চেষ্টার সাহায্যে পাঠকের বাস্তবিকই যদি ঐ আয়োজনগুলিকে ঠিক্ ঠিক্ পরিচালিত করা না যায়, তবে গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় বিফল হওয়ার পরিপূর্ণ আশঙ্কা থাকে। দাঁড় থাকিলে নৌকা অগ্রসর হইতে পারে একথা সত্য। কিন্তু কোন নৌকায় বহু সংখ্যক দাঁড়ি নিযুক্ত করিয়া যদি ঠিক্ মত হাল ধরা না যায় তবে কি ঐ নৌকা আপন গন্তব্য পথের

দিকে অগ্রসর হইতে পারে? বাড় প্রয়োজন, কিন্তু হাল অগ্রগতির পক্ষে অপরিহার্য্য। ঐ সমস্ত আয়োজন আবশ্যক, কিন্তু মূল লক্ষ্য বিস্মৃত হইলে ঐ আয়োজনগুলি সহায়ক না হইয়া বিপর্য্যয়ের কারণ হইয়া থাকে। উপযুক্ত গ্রন্থাগারিকের সার্থক পরিচালনাতেই এই সমস্ত আয়োজন সুফলপ্রসূ হইতে পারে। গ্রন্থাগারিককে মনে রাখিতে হইবে আমাদের মূল উদ্দেশ্য শিশুকে গ্রন্থের দিকে পরিচালিত করা। সে যাহাতে আপনিই বই লইতে পরে তাহার পরিবেশ প্রস্তুত করা। একটি সুন্দর গল্পের অর্ধেক খুব মনোরঞ্জন করিয়া বলিয়া দিয়া যদি বলা হয় অবশিষ্ট অর্ধেক অমুক পুস্তকে পাওয়া যাইবে—আর সেই পুস্তকও যদি শিশুর উপযুক্ত হয়—তবে শিশু শুধু যে ঐ গল্পটুকুই ঐ পুস্তক হইতে পড়িবে তাহা নহে, সে ঐ পুস্তকের অন্যান্য গল্পও পড়িবে বলিয়া মনে হয়। সুন্দর সুরে গাওয়া গানটি, শিশুর উপযুক্ত হইলে ঐ গান কোথায় আছে জানিতে পারিলে শিশুর পক্ষে ঐ গানটি আয়ত্ত করার পরিপূর্ণ সম্ভাবনা থাকে। অভিনয় ব্যবস্থা শিশুকে সাক্ষাৎভাবেই গ্রন্থপাঠে সাহায্য করিয়া থাকে। কোন শিশু যদি আপন শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করিতে চায় তবে সে নিশ্চয়ই আপন কার্য্যের ব্যাখ্যা করিবে। সে বলিবে তাহার পাখীকে সে কি সুন্দর পড়িতে শিখাইয়াছে, সে কেমন সুন্দর ভাবে আপন কুকুর বা খরগোসকে শিক্ষা দিয়াছে, মাছ ধরা খেলা-ধূলায় সে কিরূপ নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছে। তাহার বর্ণনার সমাপ্তি হইলে গ্রন্থাগারিক যদি অন্যান্য বালককে বলেন যে এই এই গ্রন্থে এই সমস্ত বিষয়ে উৎকর্ষ লাভের পন্থা বর্ণিত আছে তবে খুব সম্ভবতঃ অনুকরণ প্রিয় শিশুগণ ঐ সমস্ত গ্রন্থ পড়িবে। মোট কথা আয়োজন থাকিলে শিশুগণকে গ্রন্থপাঠের দিকে পরিচালিত করা খুব কঠিন নহে—আর এইভাবে পরিচালিত করিতে পারিলে শিশুরা আপন চেষ্টায় জ্ঞানার্জ্জন করিতে শিখিবে। বহুবিষয়ক পাঠের সংবাদ দিয়া তাহার মধ্য হইতে আপন ইচ্ছায় বাছিয়া লইবার অবসর থাকায় শিশুদের স্বাধীন চেষ্টা ইহাতে সঙ্কুচিত হয় না—আনন্দের পরিবেশের মধ্যে এই বহুবিষয়ক পাঠের সংবাদ পরিবেশিত হয় বলিয়া এই পাঠও খেলার অঙ্গ বলিয়াই বিবেচিত হইয়া থাকে, অথচ শিশুকে নিঃসহায় ভাবে পুস্তক অরণ্যের মধ্যে ছাড়িয়া দিবার ঝুঁকিও ইহাতে লইতে হয় না।

শিশু গ্রন্থাগারের মূল সমস্যাটি মীমাংসিত হইবার পর ইহার পরিচালনা সম্বন্ধীয় নানাবিধ প্রশ্ন আলোচনা করা প্রয়োজন। সর্ব্বপ্রথম আলোচ্য শিশু-গ্রন্থাগারের অবস্থিতি কিরূপ হওয়া উচিত? শিশুদের জন্য কি পৃথক গ্রন্থাগার করা উচিত, না সাধারণ গ্রন্থাগারের একটি বিভাগরূপেই শিশু গ্রন্থাগার পরিচালিত হওয়া উচিত? রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা লাভের পর আজ প্রতি শিশুর জন্য যে প্রাথমিক বা বুনিয়াদী শিক্ষার

বন্দোবস্ত করা আবশ্যক এ বিষয় আলোচনা নিরপেক্ষ ভাবেই সকলেই স্বীকার করিবেন। বিদ্যালয়েও আজ শিশুদিগের গ্রন্থাগারের সুযোগ দেওয়া সম্ভব নহে। কাজেই শিশু-গ্রন্থাগার কোথায় প্রতিষ্ঠিত হইবে এ আলোচনাও প্রাসঙ্গিক ভাবেই উঠিতে পারে।

শিশুদিগের জন্য স্বতন্ত্র গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করিতে পারিলে যে অনেকাংশে সুবিধা হইতে পারে—একথা নিঃসন্দেহে সত্য। এই ব্যবস্থায় বয়স্ক পাঠকদিগের অধ্যয়নে কোনরূপ ব্যাঘাত ঘটিবার সম্ভাবনা থাকে না, উপযুক্ত শিশু-গ্রন্থাগারিক তাঁহার পরিপূর্ণ চিন্তা ও যত্ন শিশুদিগের জন্য ব্যয় করিতে পারেন—এই দুইটি সুবিধা স্বতন্ত্র শিশু-গ্রন্থাগারের অনুকূলে প্রবল যুক্তি সন্দেহ নাই। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে শিশুদিগের খাদ্য বলিয়া পৃথক্ নির্দ্দিষ্ট খাদ্য খাইয়া শিশু যেমন পরিপূর্ণভাবে বাড়িতে পারে না, তেমনই মাত্র শিশুদের জন্য নির্দ্দিষ্ট গ্রন্থাগারের দ্বারা শিশুর যথোপযুক্ত উপকার সাধন করা যায় না। গ্রন্থাগারের সর্ব্বত্র সমস্ত ব্যবস্থাই হয় এক কাল্পনিক সাধারণ পরিবেশের জন্য। কিন্তু ঐরূপ পরিবেশের প্রকৃত অস্তিত্ব কোথায়ও থাকে না। কেহ বা তথাকথিত সাধারণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইয়া থাকেন, কেহ বা কিঞ্চিৎ ন্যূন হয়েন। ব্যবস্থা সাধারণের জন্য—অথচ যেখানে ব্যক্তির বিকাশ প্রধান লক্ষ্য সেখানে এই বিশেষকে কোন ক্রমেই অবহেলা করা যায় না। অথচ এই বিশেষের ব্যবস্থা করিতে গেলে আর শিশু-গ্রন্থাগারকে মাত্র শিশুজনোচিত করিয়া রাখা চলে না। বাস্তবিক কোন শিশু যথোচিত বয়ঃপ্রাপ্তির পূর্ব্বে এইরূপ জ্ঞানার্জ্জনের স্পৃহা ও ক্ষমতা অর্জ্জন করে যে তাহাকে বয়স্কদের সমান মনে না করিলে তাহার প্রতি অবিচার করা হইবে। বিদ্যালয়ের পাঠে অসাধারণ অগ্রগামী বালককেও সাধারণের স্বার্থে অনেকখানি পশ্চাৎপদ থাকিতে হয়, কিন্তু গ্রন্থাগার যাহা প্রতি ব্যক্তির যোগ্যতানুযায়ী সুযোগ দিবার জন্য স্বীকারবদ্ধ তাহাতে যদি ব্যক্তির পরিপূর্ণ বিকাশের সুযোগ না থাকে তাহা হইলে সে ব্যবস্থাকে কখনই সমর্থন করা যায় না। সুতরাং শিশু যাহাতে পরিবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বৃহত্তর পরিবেশের সুযোগ পাইতে পারে তাহার জন্য শিশু-গ্রন্থাগার সাধারণ গ্রন্থাগারের একটি অঙ্গ হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

তাহা ছাড়াও বিচার্য্য আছে। জ্ঞানের কোন পরিসীমা নাই। বস্তুতঃ মানুষ যতই জ্ঞানার্জ্জন করে, যতই অজ্ঞাত বিষয়ের সহিত জ্ঞাত বিষয়ের মিলনক্ষেত্রকে সুদূরপ্রসারিত করে ততই জ্ঞানরাজ্য কি বিশাল তাহা সে অনুভব করে। নিউটনের উপলখণ্ড ও জ্ঞানসমুদ্র সম্বন্ধীয় প্রসিদ্ধ উক্তিটী তাঁহার বিনয়ের নিদর্শন হিসাবেই সাধারণতঃ উল্লিখিত হইয়া থাকে। অথচ নিউটনের ঐ উক্তিটী একজন প্রকৃত তত্ত্বদর্শীর সত্যভাষণ মাত্র। বাস্তবিক যে শিক্ষালাভ করিতে গিয়া সব জানিয়া

ফেলিয়াছি বলিয়া বুঝিল, অথচ না জানা রাজ্যের বিপুল পরিধির কোন ধারণা আর লাভ করিতে পারিল না, সেই পণ্ডিতম্মন্য ব্যক্তির মত হাস্যাস্পদ ব্যক্তি আর কে আছে? গ্রন্থাগার আমাদের জ্ঞানরাজ্যের ইঙ্গিত দিবে এইটুকু নিশ্চয় ইহার নিকট আশা করা যাইতে পারে। সুতরাং গ্রন্থাগারকে কোন স্তরেই সম্পূর্ণ হইলে চলিবে না—ইহাকে স্বাভাবিক ভাবেই পাঠকদের পরবর্তী স্তরে লইয়া যাইতে হইবে। তাই স্বয়ংসম্পূর্ণ শিশু-গ্রন্থাগার অপেক্ষা সাধারণ গ্রন্থাগারের শিশু-বিভাগই অধিকতর বাঞ্ছনীয়।

বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার থাকা আবশ্যক একথা নিঃসন্দেহে সত্য। কিন্তু বিদ্যালয় গ্রন্থাগার দ্বারা শিশু-গ্রন্থাগারের কার্য্য চলিতে পারে না। প্রথমতঃ বিদ্যালয়ের পরিবেশ পরিপূর্ণ স্বাধীনতার স্বচ্ছন্দ সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের পক্ষে অনুকূল কিনা সন্দেহ; দ্বিতীয়তঃ, গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে পারদর্শী কর্মী বহুসংখ্যক নিযুক্ত করা সাধারণ গ্রন্থাগারের পক্ষে হয়ত কিছুটা সম্ভব—বিদ্যালয়ের পক্ষে একান্ত কঠিন। তৃতীয়তঃ বিদ্যালয় সময়ে গ্রন্থাগারের কার্য্য হইলে গ্রন্থাগার কার্য্যের গুরুত্ব অনেক কমিয়া যাইবে।

সুতরাং শিশুদিগের জন্য গ্রন্থাগার বা পৃথক্ শিশু-গ্রন্থাগার অপেক্ষা সাধারণ গ্রন্থাগারে শিশু-বিভাগ অধিকতর বাঞ্ছনীয়। বিশেষ করিয়া এই সাধারণ গ্রন্থাগারে যদি মহিলাদের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা থাকে তাহা হইলে অনেক ক্ষেত্রে মহিলাগণও শিশুদিগকে লইয়া গ্রন্থাগারে আসিবেন, এবং শিশুও আপন জননী বা ভগিনীর সহিত গ্রন্থাগারে আসিতে অধিকতর উৎসাহবোধ করিবে। ইহাও শিশু-গ্রন্থাগার পরিবেশ্য সংগ্রহের অনেকখানি সহায়ক হইতে পারিবে।

কিন্তু সাধারণ গ্রন্থাগারের অঙ্গ হিসাবে শিশু-গ্রন্থাগার গঠন করিলেও শিশুদিগের জন্য সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র স্থান থাকা প্রয়োজন। শিশুদিগের জন্য যথোপযুক্ত আয়োজন রাখা দরকার ইহা পূর্ব্বেই প্রতিপন্ন হইয়াছে। কিন্তু ঐ আয়োজন বয়স্ক পাঠকদিগের জন্য নির্দ্দিষ্ট স্থানের সন্নিকটে করা হইলে তাঁহাদিগের অধ্যয়নের নানাভাবে ব্যাঘাত ঘটিবে। এই জন্য বয়স্কদিগের পাঠকক্ষ হইতে যথেষ্ট দূরে শিশু গ্রন্থাগারের স্থান হওয়া উচিত। যে সব গ্রন্থাগারে স্বতন্ত্র মহিলা-বিভাগও থাকিবে সেখানে পুরুষ বয়স্ক পাঠক ও শিশু বিভাগের মধ্যে মহিলা বিভাগের স্থান নির্দ্দিষ্ট করিলে শিশু-বিভাগের গোলমাল আসিবার সম্ভাবনা বহুলাংশে কমিয়া যাইতে পারে।

শিশু-বিভাগের জন্য আসবাবপত্রও বয়স্কদের বিভাগের মত হইলে চলিবে না। বস্তুতঃ শিশু-বিভাগে মুক্ত-দ্বার (open access) প্রথা প্রবর্তন করা একান্ত ভাবে বাঞ্ছনীয়। প্রথমতঃ মুক্তদ্বার প্রথায় শিশুদিগকে পুস্তকের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসিতে দেওয়া যাইবে—ইহাতে পাঠকের আগ্রহ সমধিক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়া সম্ভব।

দ্বিতীয়তঃ দেখা গিয়াছে শিশুদিগকে দায়িত্ব দিলে তাহারা দায়িত্বের অপব্যবহার কদাচিৎ করিয়া থাকে—বরঞ্চ নানাভাবে তাহারা দায়িত্ব পালন করিবারই চেষ্টা করিয়া থাকে। অতএব মুক্তদ্বার প্রথা প্রবর্তন করিয়া শিশুদিগকে বিশ্বাস করিলে, শিশুদের দায়িত্ব জ্ঞান ও নাগরিক কর্ত্তব্য বোধ জাগ্রত হইবে; শিশুবিভাগে মুক্তদ্বার প্রথা প্রবর্তন করিতে হইলে শুধু চেয়ার টেবিল নহে, আলমারী বা পুস্তকাধার গুলিকেও শিশুদিগের উপযোগী করিয়া নির্মাণ করিতে হইবে। চেয়ারগুলি ১৪½ ইঞ্চির চেয়ে বা আলমারীগুলি ৫ ফুটের চেয়ে উঁচু হইলে চলিবে না।

শিশু বিভাগেরও তিনটি পৃথক শাখা থাকা বাঞ্ছনীয়। বয়স্কদের ন্যায় শিশুদিগের জন্যও একটি Reference, একটি lendlug ও একটি সাময়িক পত্রের বিভাগ থাকা উচিত। Reference শাখা শিশু-বিভাগের একটি অতি প্রয়োজনীয় অঙ্গ। বস্তুতঃ নানাবিধ কোষ গ্রন্থ ব্যবহারের শিক্ষা শিশুদিগকে দিতে হইবে। শিশুমনে যে সমস্ত বিচিত্র জিজ্ঞাসার উদয় হয় সেইগুলি নিবারণের আকরগুলি শিশুর হস্তগত করিয়া দেওয়া গ্রন্থাগার স্বার্থের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন।

Reference শাখায় সমস্ত শিশুর অবাধ প্রবেশাধিকার থাকলেও Lending শাখায় সমস্ত শিশুকেই পরিবেষ্ট শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা যায় কিনা সন্দেহ। শিশুদের পক্ষে ভ্রম এবং অনবধানতা স্বাভাবিক ধর্ম। যাহারা যত কল্পনাপ্রবণ হয় তাহারা বাহ্য জগৎ সম্বন্ধে ততই অমনোযোগী হইয়া থাকে এবং নানা বিষয়ে ভুল করিয়া থাকে। তাই শিশুদিগকে বাড়ীতে ব্যবহার করিবার জন্য বই দিলে যাহাতে গ্রন্থাগারের ক্ষতি না হয় সেইজন্য শিশুরা Lending Libraryর সুবিধার জন্য আবেদন করিলে প্রতি ক্ষেত্রেই সেই আবেদন তাহাদের অভিভাবকদের অনুমোদিত হওয়া আবশ্যক।

শিশুদিগের পুস্তক নির্ব্বাচনের জন্য গ্রন্থাগারিকের ব্যক্তিগত সাহায্য সর্ব্বদাই প্রয়োজন ইহা বিশ্বাস করিয়া অনেকে বলেন যে যদি শিশু-গ্রন্থাগারের পরিবেষ্ট সংখ্যা অনেক হইয়া যায় তবে প্রতিদিনই সকলকে পুস্তক আদান-প্রদানের সুযোগ না দিয়া সপ্তাহের এক বা দুই দিন কয়েকজনের জন্য পুস্তক আদান-প্রদানের দিন বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া উচিত। গ্রন্থাগারিকের সাহায্যের নামে পুস্তক নির্ব্বাচনে হস্তক্ষেপ বাঞ্ছনীয় নয় বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস—তথাপি শিশু-গ্রন্থাগারে উপযুক্ত গ্রন্থাগারিক তত্ত্বাবধায়ক থাকিলে শিশুরা আনন্দে তাঁহার সাহায্য লইতে চাহিবে এবং তাঁহার অবকাশ খুব প্রচুর থাকিবে না বলিয়াই মনে হয়। অতএব গ্রন্থাগারে হয়ত কখনও কখনও পাঠকের পুস্তক আদান-প্রদানের দিন নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিবার প্রয়োজন হইতে পারে। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে ইহা কখনই আদর্শ ব্যবস্থা নহে।

অধিক সংখ্যক কর্মী নিযুক্ত করিয়া প্রতি পাঠককে সর্ব্বাধিক সুযোগ সুবিধা দেওয়াই গ্রন্থাগারের লক্ষ্য। সঙ্কোচনের মধ্যে নহে উৎসাহদানের মধ্যেই গ্রন্থাগারিকের যোগ্যতা ও কৃতিত্ব নির্ভর করে।

/ Lending Library আলোচনা প্রসঙ্গে আরও দুইটি বিষয় বিবেচ্য আছে। শিশুদিগকে একসঙ্গে একাধিক পুস্তক দেওয়া উচিত কিনা—শিশুদিগের কথা সাহিত্য সম্বন্ধীয় পুস্তক গ্রহণে কোনরূপ বাধা নিষেধ থাকা বাঞ্ছনীয় কিনা।

প্রথম প্রসঙ্গ সম্বন্ধে বলা হইয়া থাকে যে শিশুরা তুলনামূলক অধ্যয়ন করিতে পারে না। সুতরাং তাহাদের পক্ষে একটি বিষয় পড়িবার জন্য একসঙ্গে একাধিক পুস্তকের প্রয়োজন হয় না। আবার যদি একসঙ্গে একাধিক পুস্তক দেওয়া হয় তবে শিশুরা ঐ সমস্ত পুস্তক পড়িয়াই অনেক সময় অপব্যয় করিয়া ফেলিবে আপনাদের পাঠ্যপুস্তক অভ্যাস করিবে না। এই যুক্তির মধ্যে কিছুটা সত্য আছে অস্বীকার না করিলেও, শিশুদিগকে কখনও কোন অবস্থায়ই একাধিক পুস্তক দেওয়া উচিত নহে একথা সমর্থন করা চলে না। অনেক সময় বিতর্কে যোগদানের জন্য শিশুরা প্রস্তুত হইতে চাহে—তাহাদিগের প্রবন্ধাদি লিখিবার প্রয়োজন হয়। গ্রন্থাগারিক বা শিক্ষক যদি কোন গ্রন্থের অংশ বিশেষ নির্দ্দিষ্ট করিয়া পড়িবার নির্দ্দেশ দিয়া দেন তবে শিশু কেন একাধিক পুস্তক তুলনা করিয়া পড়িতে পারিবেনা বলা দুঃসাধ্য। শিশুপাঠ্য ইতিহাসের পুস্তকেও একই ঘটনা সম্বন্ধে বিরুদ্ধ মতগুলি উল্লিখিত থাকে। যদি এক একটি মতের সমর্থনে সহজ ভাষায় পুস্তক রচিত থাকে তবে ঐ সমস্ত পুস্তক শিশুরা তুলনা করিয়া পড়িতে পারিবে না একথা নিশ্চয় করিয়া বলা কঠিন। তবে সাধারণতঃ কাহিনীমূলক গ্রন্থ শিশুদিগকে এক সঙ্গে একাধিক দিলে তাহাদের স্কুলের পাঠ্য অবহেলিত হইবার পরিপূর্ণ আশঙ্কা আছে। আমার মনে হয় বিশেষ প্রয়োজন প্রতিপন্ন করিতে না পারিলে শিশুদিগকে একসঙ্গে একখানিমাত্র পুস্তক পড়িতে দিবার নিয়মই অবলম্বনীয়।

শিশুরা যাহাতে কাহিনীমূলক পুস্তক মাত্র না পড়িতে পারে এইজন্য অনেকে বলেন যে পুস্তক আদান-প্রদান বিষয়ে এইরূপ নিয়ম করা উচিত যে একখানি অন্য বিষয়ক গ্রন্থ না পড়া হইলে পুনরায় কাহিনীমূলক গ্রন্থ দেওয়া হইবে না। অর্থাৎ পর পর দুইখানি কাহিনীমূলক গ্রন্থ দেওয়া উচিত নহে।

আমি নীতি হিসাবে ইহা সমর্থন করিনা। গ্রন্থাগারিক তাঁহার বিবিধ আয়োজন, অনুষ্ঠানের দ্বারা যদি পাঠককে কাহিনীতর বিষয়ক পুস্তকে অনুরাগ জন্মাইতে না পারেন, তবে সেই ব্যর্থতার জন্য শিশুকে দায়ী করিয়া তাহার পুস্তক নির্ব্বাচনে অযথা হস্তক্ষেপ করা গ্রন্থাগার নীতির বিরোধী বলিয়াই আমার বিশ্বাস।

মনে রাখিতে হইবে স্বাধীন পাঠের সুযোগ কাড়িয়া লইলে গ্রন্থাগার গ্রন্থাগার থাকিবে না—মূলের প্রসারিত শাখা মাত্র হইয়া উঠিবে এবং ইহার সমস্ত আকর্ষণ চলিয়া যাইবে।

শিশু গ্রন্থাগারের পুস্তক নির্ব্বাচন প্রসঙ্গ আলোচনা করিতে গেলে আমাদের এই জাতীয় পুস্তকের দৈন্যের কথাই মনে পড়ে। বস্তুতঃ শিশুদের উপযোগী বই দুর্লভ। প্রচুর ছবির রঙিন রঙের মধ্য দিয়া শিশুমনকে আকৃষ্ট করিবার মত পুস্তক আমাদের দেশে প্রায় প্রকাশিত হয় না। কোন কোন পুস্তকের মলাটের উপর যদিও বা ভাল ছবি থাকে, কিন্তু ভিতরের কাগজ যতদূর সম্ভব নিকৃষ্ট হইয়া থাকে। শিশুদের পুস্তকের অক্ষর হওয়া প্রয়োজন বড় রকমের। শিশুদের পুস্তকে বিষয় বস্তুর সহিত যথেষ্ট কল্পনার ক্ষেত্রও থাকা প্রয়োজন। শিশুদের জন্য বৃহদাকারের পুস্তক না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। একথা মিথ্যা যে শিশুরা গল্প ছাড়া কিছুই পড়ে না বা শিশুর জীবনে এমন কোন সমস্যা নাই যে বিষয়ে অধ্যয়নে তাহাকে সাহায্য করিতে পারে। বস্তুতঃ ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বিষয়কে মূল করিয়া এবং প্রচুর দৃষ্টান্ত দিয়া লেখা সরল বিজ্ঞান, ইতিহাসের পুস্তক শিশুরা আনন্দেই পড়িয়া থাকে। অবশ্য একথা সত্য তাত্ত্বিক আলোচনা শিশু-মনের উপযোগী নহে—বরঞ্চ যে অবস্থায় তত্ত্বটি আবিষ্কৃত হইল সেই কাহিনীর বর্ণনা তাহাদের রুচিকর ও উপযোগী। শিশুদের বই হওয়া প্রয়োজন একান্ত ভাবেই পরিচ্ছন্ন ও সুন্দর। এমন কি দুষ্প্রাপ্য, মহোপকারী পুস্তকও জীর্ণ হইয়া গেলে শিশু পাঠাগারে তাহার আর স্থান হইতে পারে না। বিখ্যাত পুস্তকের সাধারণ ধারণা শিশুদিগের দেওয়া উচিত মনে করিয়া অনেক প্রকাশক বিখ্যাত পুস্তকের অতি অকিঞ্চিৎকর সার সঙ্কলন প্রকাশ করেন। মনে রাখিতে হইবে শিশুরা গম্ভীরভাবে অনেকক্ষণ চিন্তা করিতে কষ্টবোধ করিলেও একেবারে চিন্তা করিতে অক্ষম নহে। অসার বস্তু লঘু বলিয়াই শিশুর অধ্যয়নের উপযুক্ত নহে। এই অসার পুস্তককেই শিশুপাঠ্য পুস্তক বলিয়া বলা হয় বলিয়াই মার্গারেট শ' ক্লেব করিয়া বলিয়াছেন উৎকৃষ্ট শিশু-গ্রন্থাগারে শিশুপাঠ্য পুস্তক থাকে না।

শিশু-গ্রন্থাগার সংগঠকদিগকে একটি বিশেষ বিষয় মনে রাখিতে হয় তাহা হইতেছে শৈশবেই গ্রন্থাগার ব্যবহারের নিয়ম পদ্ধতি শিক্ষা দিবার প্রয়োজন। কেমন করিয়া পুস্তকাধার হইতে পুস্তক নামাইতে হয়—পুস্তকের কাগজগুলি যদি ঘটনাক্রমে না কাটা হইয়া থাকে, তবে উহা কেমন করিয়া কাটিতে হয়, হাতে থুথু লাগাইয়া পাতা উল্টাইবার দোষ, পঠিত অংশে পাতা মুড়িয়া রাখার ক্ষতি, গ্রন্থাগারে নীরব থাকার প্রয়োজনীয়তা প্রভৃতি বিষয়ক শিক্ষা শিশু-পাঠাগারেই দেওয়া একান্ত কর্ত্তব্য। তাহা ছাড়া কেমন করিয়া গ্রন্থ-সূচী (Catalogue) হইতে পুস্তকের সূচনা

বাহির করিতে হয়, কোষগ্রন্থ হইতে কীভাবে আবশ্যক তথ্য সংগ্রহ করিতে হয় এই সব শিক্ষাও এই সময় হইতেই দেওয়া উচিত। এক কথায় পাঠাগার ব্যবহার করিতে হইলে যে সমস্ত নিয়ম শৃঙ্খলা পালন করা প্রয়োজন তাহা এই সময়েই শিশুকে অভ্যাস করাইয়া দিতে হইবে। পাঠাগার যে সমস্ত উপকরণের দ্বারা আমাদের সহায়তা করে তাহার যথোপযুক্ত ব্যবহারও এই সময়েই শিখাইয়া দেওয়া আবশ্যক।

স্থূল কথা সুগঠিত, সুপরিচালিত, সার্থক শিশু-পাঠাগার আমাদের দেশে এমন পাঠক সৃষ্টি করিতে পারে যাহারা গ্রন্থাগার-আন্দোলনের প্রধান স্তম্ভ হইয়া উঠিবে, আমাদের জাতির ভরসা-স্থল হইবে, আমাদের প্রাচীন ঐতিহ্যকে বহন করিতে পারিবে এবং নব নব আবিষ্কারের দ্বারা আমাদের জাতীয় গৌরবকে বিশেষভাবে বর্দ্ধিত করিতে পারিবে।

বর্ত্তমান যুগের সাধনার সঙ্গেই বর্ত্তমান যুগের শিক্ষার সঙ্গতি হওয়া চাই। স্বাজাত্যের অহমিকা থেকে মুক্তিদান করার শিক্ষাই আজকের দিনের প্রধান শিক্ষা। কেন না কালকের দিনের ইতিহাস সার্ব্বজাতিক সহযোগিতার অধ্যায় আরম্ভ করবে। যে-সকল রিপু, যে-সকল চিন্তার অভ্যাস ও আচার-পদ্ধতি এর প্রতিকূল তা আগামীকালের জন্যে আমাদের অযোগ্য ক'রে তুলবে। স্বদেশের গৌরব-বুদ্ধি আমার মনে আছে, কিন্তু আমি একান্ত আগ্রহে ইচ্ছা করি যে সেই বুদ্ধি যেন কখনো আমাকে এ-কথা না ভুলায় যে, একদিন আমার দেশে সাধকেরা যে মন্ত্র প্রচার করেছিলেন সে হচ্ছে ভেদবুদ্ধি দূর করবার মন্ত্র।

—রবীন্দ্রনাথ

দশমিক বর্গীকরণ

শ্রীচিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

দশমিক বর্গীকরণের প্রবর্তক মেলভিল ডিউই (১৮৫১—১৯৩২) ছিলেন আমেরিকার ম্যাসাচুসেটের অন্তর্গত আমহার্ষ্ট কলেজের সহকারী গ্রন্থাগারিক। ১৮৭৩ সালে তিনি দশমিক বর্গীকরণের পদ্ধতি প্রণয়ন করেন। সে সময় গ্রন্থাগারে বই সাজাবার জন্য সর্ব্বত্র স্থির-বিন্যাস রীতি (Fixed System) ব্যবহার করা হতো। এই রীতির জন্যে সময়ের অপব্যবহার ঘটত এবং নতুন বই শেলফে রাখতে গিয়ে প্রতিবারই মুস্‌কিল দেখা দিত। ডিউই ব্যক্তিগতভাবে এসব অসুবিধা অনুভব করেছিলেন। তাই তাঁর উদ্দেশ্য হলো পুঁথি-পত্র সাজাবার এমন এক পদ্ধতি বের করা যার সাহায্যে অতি সত্বর এবং অতি সহজে শেলফে কোন বিশেষ পুস্তকের জন্য স্থান নির্দ্দেশ করা যেতে পারে। এবং এই স্থান নির্দ্দেশ খেয়ালখুশী হিসাবে হবেনা, হবে একটা সুযৌক্তিক নিয়ম অনুসরণ করে। দশমিক বর্গীকরণের পদ্ধতি ডিউইর মৌলিক আবিষ্কার নয়। ১৬০৫ সালে বেকন (Bacon) আমাদের জ্ঞানের রাজ্যের একটা নক্সা প্রস্তুত করেন। একে আদর্শ করে ডব্‌লু, টি, হ্যারিস ১৮৭০ সালে সেন্ট লুই সাধারণ স্কুল গ্রন্থাগারে ব্যবহারের জন্য এক বর্গীকরণ পদ্ধতির প্রবর্ত্তন করেন। ডিউই হ্যারিসের বর্গীকরণ পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে তাঁর নিজস্ব পরিকল্পনার রূপ দিয়েছেন।

আমহার্ষ্ট কলেজ গ্রন্থাগারে ডিউইর পদ্ধতি অবলম্বন করে পুস্তক বর্গীকরণ আরম্ভ হয় ১৮৭৩ সালে। এর তিন বৎসর পরে, অর্থাৎ ১৮৭৬ সালে ডিউইর উদ্ভাবিত পুস্তক বর্গীকরণের নিয়মাবলী মুদ্রিত হয়ে প্রকাশিত হয়। বর্ত্তমানের তুলনায় প্রথম সংস্করণ ছিল একটি অত্যন্ত ক্ষীণ কলেবর গ্রন্থ। এতে ছিল বার পৃষ্ঠার ভূমিকা, বারো পৃষ্ঠার তপশীলে (Tables) মোটামুটি এক হাজার শব্দ (term) এবং আঠারো পৃষ্ঠার নির্ঘণ্ট (Index)। প্রত্যেক সংস্করণে পরিবর্দ্ধিত হতে হতে ১৪শ সংস্করণে ভূমিকা ব্যতীত হয়েছে তপশীল (Tables) ১১২৮ পৃষ্ঠা, ৭৪৮ পৃষ্ঠার সম্বন্ধসূচক নির্ঘণ্ট (Relative Index) এবং ৫১ পৃষ্ঠার পরিপূরক তালিকা (Supplementary Tables)। পঞ্চদশ সংস্করণে এই আয়তন অনেকটা হ্রাস পেয়েছে।

ডিউইর দশমিক বর্গীকরণ আধুনিক বর্গীকরণ পদ্ধতিগুলির মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন এবং পরবর্ত্তী পদ্ধতিগুলির উপর এর প্রভাব যথেষ্ট। পৃথিবীর সর্ব্বত্র আজ

দশমিক বর্গীকরণ প্রচলিত হয়েছে, এবং প্রতিদিন এর ব্যবহার বেড়েই চলেছে। বিভিন্ন দেশের ভাষায় অনুবাদ হয়েছে ডিউইর পদ্ধতি। ১৮৭৬ সাল থেকে ১৯৫১ সাল পর্যন্ত পনেরোটি সংস্করণ হওয়া বিশেষ জনপ্রিয়তার প্রমাণ। পঞ্চদশ (১৯৫১) সংস্করণের একটি সংশোধিত সংস্করণও বেরিয়েছে ১৯৫২ সালে।

যে কোন পুস্তক বর্গীকরণ পদ্ধতি কার্যকরী হতে হলে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি থাকা চাই :—

(১) সাধারণ শ্রেণী বা Generalin class

(২) আঙ্গিক প্রধান শ্রেণী বা Form class

(৩) প্রকার বিভাগ বা Form division

এ ছাড়া নিম্নোক্ত সাহায্যকারী দুটি না থাকলেও পুস্তক বর্গীকরণ কার্যতঃ সম্ভব হয় না :—

(১) সংকেত চিহ্ন বা Notation

(২) নির্ঘণ্ট বা Index

ডিউইর বর্গীকরণ পদ্ধতিতে এই সবগুলি বৈশিষ্ট্যই পাওয়া যাবে। তিনি জ্ঞানের রাজ্যকে নয় ভাগে ভাগ করে তার সঙ্গে যোগ করেছেন একটি সাধারণ শ্রেণী (Generalia class)। নয়টি ভাগের কোন একটি ভাগে যে বই শ্রেণীবদ্ধ করা যাবে না সে বই যাবে সাধারণ শ্রেণীতে। ডিউইর শ্রেণীগুলি এই :

০০০ সাধারণ শ্রেণী (General works)
১০০ দর্শন
২০০ ধর্ম
৩০০ সমাজ বিজ্ঞান
৪০০ ভাষাতত্ত্ব
৫০০ বিজ্ঞান
৬০০ ব্যবহারিক বিদ্যা
৭০০ ললিত কলা
৮০০ সাহিত্য
৯০০ ইতিহাস
ভূগোল
জীবন চরিত

উপরোক্ত শ্রেণীগুলি কোন বিবর্তনের ধারা হিসাবে সাজান হয়নি। প্রকৃতপক্ষে এদের পারম্পর্যের পশ্চাতে কোন সহজাগ নিয়মানুবর্তিতা নেই। থাকলে সমাজ বিজ্ঞান

ও ইতিহাসের এবং ভাষাতত্ত্ব ও সাহিত্যের পৃথকীকরণ ঘটত না, কিন্তু শ্রেণীর অন্তর্গত বিষয়গুলি সাধারণতঃ যুক্তিসঙ্গতভাবে পর পর সাজান হয়েছে। বিশেষ করে বিজ্ঞান বর্গের বিষয় বিন্যাস প্রায় ত্রুটিহীন।

ডিউইর দশটি বর্গের মধ্যে সাধারণ, ভাষা ও সাহিত্য এবং ইতিহাস বর্গগুলি উল্লেখযোগ্য। সাধারণ বর্গে গ্রন্থসূচী গ্রন্থাগার সম্বন্ধীয় পুস্তকাবলী, একাধিক বিষয় সম্পর্কিত কোষ গ্রন্থ, সাময়িক পত্রিকা, সংবাদপত্র, দুষ্প্রাপ্য বই ও পুঁথি ইত্যাদি রাখবার ব্যবস্থা হয়েছে। অর্থাৎ যে-সব বই পত্রে একাধিক বিষয় আলোচিত হয়, কোন একটি বিশেষ শ্রেণীতে যাদের স্থান দেওয়া যায় না তারাই এই বর্গে পড়বে। একমাত্র ব্যতিক্রম ০৯০ বিভাগটি। এটি দুষ্প্রাপ্য বই ও পুঁথির স্থান। এদের বিষয়কে উপেক্ষা করা হয়; এদের মূল্য, ছাপা, বাঁধাই, ছবি প্রভৃতি কোনো একটি বিষয়ের বিরল নিদর্শন হিসাবে।

ভাষা ও সাহিত্যের সম্পর্ক এত ঘনিষ্ঠ যে এদের পৃথকীকরণের কথা কল্পনা করা যায় না। তথাপি ডিউই তাঁর এমন সুন্দর পদ্ধতিতে এই দু'টি বর্গকে কেন যে দূরে রেখেছেন তার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই। ডিউইর নিজের বর্গীকরণ থেকেই দেখা যায় এদের যোগাযোগ কত ঘনিষ্ঠ; যেমন ৪৯১'৭ রাশিয়ান ভাষা; এবং ৪ এর জায়গায় শুধু ৮ বসালেই হয়ে যাবে রাশিয়ান সাহিত্য (৮৯১'৭)। এই ত্রুটি সম্বন্ধে ডিউই সচেতন ছিলেন। তাই স্বাভাবিক পারম্পর্য লঙ্ঘন করে ভাষা ও সাহিত্যকে পাশাপাশি আনবার পরামর্শ দিয়েছেন। ডিউইর বর্গীকরণ পদ্ধতিতে সাহিত্যকে ভাষা, আঙ্গিক (form) ও কালানুক্রমিকতা দিয়ে পর পর ভাগ করা হয়। সাহিত্যকে কাব্য, নাটক, উপন্যাস প্রভৃতি আঙ্গিক সূচক ভাগে ভাগ করলে একই লেখকের বই বিভিন্ন স্থানে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে। রবীন্দ্রসাহিত্য যে পাঠক পাঠ করতে চাইবেন তিনি তাঁর সকল গ্রন্থ এক জায়গায় পাবেন না। এই অসুবিধা দূর করবার জন্য ডিউই প্রসিদ্ধ লেখকদের বই যাতে এক জায়গায় থাকে তার জন্য লেখক তালিকা (Special author table) করছেন; যেমন শেক্সপীয়ারের নিজের লেখা বই এবং তাঁর সম্বন্ধে লেখা সব বই পাওয়া যাবে ৮২২'৩৩এ। সাহিত্যই আঙ্গিক-প্রধান বর্গ (Form class) যেখানে লেখকের অনুভূতিপ্রকাশের রীতিটা প্রধান বিবেচ্য। লেখক কাব্যে, নাটকে, উপন্যাসে অথবা রম্য রচনায় তাঁর মনোভাব প্রকাশ করেছেন তারই উপর জোর দেওয়া হয়। এদিক থেকে সাধারণ বর্গেও আঙ্গিকের প্রভাব পড়ে। জ্ঞান কোন্ আকারে রূপ পেয়েছে তার উপরে গ্রন্থের স্থান নির্দেশ নির্ভর করে; বিশ্বকোষ চলে যাবে ০৩০, সাময়িক পত্রিকা চলে যাবে ০৫০ তে।

ডিউই ইতিহাস, ভূগোল ও জীবনচরিত একই বর্গে (৯০০) স্থান দিয়েছেন ; ইতিহাসকে প্রথম ভাগ করা হয়েছে দেশ এবং পরে কালানুসারে। ইতিহাস বর্গের ৯১০এ রাখা হবে ভূগোল ও ভ্রমণের বই। ভূগোলকেও আবার বিভিন্ন দেশ হিসেবে ভাগ করা হয়েছে। কোন দেশের ইতিহাস ও ভূগোলকে আলাদা করা সঙ্গত কি না সে বিষয়ে অনেকে সন্দেহ পোষণ করেন। ডিউই তাঁর মূল তপশীলে এবং একটি পরিশিষ্টে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের ভৌগলিক চিহ্ন নির্দেশ করেছেন। এগুলি সকল বিষয়েরই বই বর্গীকরণের জন্যই ব্যবহৃত হয়। যেমন বৃটেনের পাখী ৫৯৮'২৯৪২ ; রাশিয়ার পাখী ৫৯৮'২৯৪৭ ; ইংলণ্ডে রাজনীতির ইতিহাস ৩২০'৯৪২ ; রাশিয়ার রাজনীতির ইতিহাস ৩২০'৯৪৭। এখানে ৪২ বৃটেনের এবং ৪৭ রাশিয়ার ভৌগোলিক চিহ্ন হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে।

জীবন চরিত ব্যক্তির ইতিহাস বলে চরিত গ্রন্থাবলী ইতিহাস বর্গের ৯২০ বিভাগে স্থান পাবে। জীবনী যার সে ব্যক্তি যে বিষয়ে বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছেন সেই বিষয়ের সঙ্কেত চিহ্ন যোগ হবে ৯২০র সঙ্গে। যেমন রসায়নবিদের জীবনীর সঙ্কেত চিহ্ন হবে ৯২০+রসায়নের চিহ্ন (৫৪০)। ডিউই জীবনী বর্গীকরণের জন্য চারিটির বেশী সংখ্যা ব্যবহার অনুমোদন করেন না। সুতরাং রসায়নের চিহ্ন ৫৪০ থেকে ০ বাদ দিয়ে রসায়নবিদের জীবনীর চিহ্ন হবে ৯২৫'৪। যে সব ব্যক্তি কোন বিষয়েই প্রতিষ্ঠা লাভ করেন নি তাদের জীবনী থাকবে ৯২০ বিভাগে এবং যার জীবনী তার নামানুসারে অক্ষরানুক্রমিক বিন্যাস হবে চরিত গ্রন্থগুলির। বইটি যদি জীবনী-সংগ্রহ হয় তাহলে চরিতকারের নাম অনুসারে সাজান হবে। জীবনচরিত বর্গীকরণের বিকল্প প্রস্তাবও অনেকে করেছেন। কিন্তু উপরোক্ত পদ্ধতিটি সর্বাপেক্ষা প্রশস্ত।

বর্গের বিভাগ

প্রত্যেক প্রধান বর্গের নয়টি বিভাগ এবং প্রত্যেক বিভাগের আবার নয়টি উপবিভাগ আছে। এই উপবিভাগও আবার নয় ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। এমনি করে প্রত্যেক ভাগকেই প্রয়োজন হ'লে ক্রমান্বয়ে ভাগ করা যায়। জ্ঞানের ছোট বড় সকল অংশকে শুধু নয়টি ভাগেই ভাগ করতে হবে এমন নিয়ম নেহাত অযৌক্তিক মনে হয়। তাই ডিউই ব্যবস্থা করেছেন যে অপেক্ষাকৃত অধিক প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি রাখা হবে ১ থেকে ৮ ভাগের মধ্যে এবং আর সকল বিষয় রাখা হবে ৯ "অন্যান্য" এই দলে। ডিউইর তপশীলে দেখা যাবে যে অনেক নগণ্য বিষয় প্রাধান্য লাভ করেছে। কারণ তিনি লক্ষ্য রেখেছেন এদের চাহিদার

উপর। পুঁথিগত গুরুত্ব তার মাপকাঠি ছিল না। অনেক বিভাগ ও উপবিভাগে যুক্তি ও স্পষ্টতার অভাব আছে, যার ফলে বর্গীকরণের সময় বিভ্রান্তি দেখা দেয়। দর্শন বর্গটিতে এমনি গোলযোগের দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে। এই বর্গের ১৩০=দেহ ও মন এবং ১৫০=মনোবিজ্ঞান এই দুটি বিভাগের মধ্যে প্রকৃত পার্থক্য কি তা বোঝা কঠিন। এরূপ ১৪০=দার্শনিক মতবাদ সমূহ এবং ১৮০=প্রাচীন দর্শন ও ১৯০ আধুনিক দর্শনের মধ্যে বিভিন্নতা স্পষ্টীকৃত হয় নি। অনেক ভাগ শুধু আমেরিকার প্রয়োজনের দিকে দৃষ্টি রেখেই করা হয়েছে। ৩২৮ (আইন প্রণয়ন) ও ৩২৯ (রাজনৈতিক দল) উপবিভাগগুলি এর দৃষ্টান্ত। প্রাচ্যের গ্রন্থাগারগুলির বিশেষ প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে কোন বর্গই বিশ্লেষিত হয়নি।

সাংকেতিক চিহ্ন (Notation)

ডিউইর সাংকেতিক চিহ্ন (notation) অবিমিশ্র (pure); দশমিক চিহ্ন সহযোগে তিনি একমাত্র আরবী সংখ্যাই ব্যবহার করেছেন; কোন কোন বর্গীকরণ পদ্ধতির মতো সংখ্যার সঙ্গে অক্ষর যোগ করা হয় নি। ডিউইর সাংকেতিক চিহ্নে সর্বত্রই ন্যূনকল্পে তিন সংখ্যা থাকা চাই। যেমন, বিজ্ঞান সর্বত্র ৫০০ দ্বারা চিহ্নিত হবে, ৫০ বা ৫ দিয়ে কখনো নয়। ডিউইর সাংকেতিক চিহ্ন সংখ্যা দ্বারা গঠিত বলে লেখা সহজ, এবং অক্ষর সমষ্টির চেয়ে মনে রাখাও সুবিধাজনক। কিন্তু সবচেয়ে বড় গুণ হলো এই যে ডিউইর সাংকেতিক চিহ্ন অশেষরূপে প্রসারণীয় (expansible); যদি এমন কোন নতুন বিষয়ের বই বর্গীকরণের প্রয়োজন হয় যে বিষয়ের উল্লেখ ডিউইর তপশীলে নেই তাহলে নিকটতম বিভাগচিহ্নের পরে দশমিক বিন্দু দিয়ে এর জন্য স্থান করা যেতে পারে। এই ব্যবস্থাটি প্রমাণ করে যে ডিউইর বর্গীকরণ পদ্ধতি ইচ্ছানুযায়ী প্রসারণীয় এবং বিশেষ অতিথি-পরায়ণ। নতুনকে সে অতি সহজে গ্রহণ করতে পারে। ডিউইর ১৪শ সংস্করণে পাকিস্থানের কোন স্থান ছিল না। ১৫শ সংস্করণে তার সাংকেতিক চিহ্ন হয়েছে ৯৫৪'৯। ভারতের সঙ্গে পাকিস্থানের যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ বলে ভারতের চিহ্নের পরে দশমিক বিন্দু দিয়ে পাকিস্থানের জন্য স্থান করা হয়েছে।

প্রত্যেক বর্গের জন্য সম পরিধি নির্দিষ্ট করা ডিউই পদ্ধতির একটি ত্রুটি। দর্শন বর্গে যত বিভাগ উপবিভাগ প্রয়োজন বিজ্ঞানে তার চেয়ে নিশ্চয় বেশী। কারণ বিজ্ঞানের ক্ষেত্র বৃহত্তর এবং নিত্য নতুন বিষয় নিয়ে এখানে আলোচনা চলে। কিন্তু সাংকেতিক চিহ্ন ব্যবহারের সুযোগ সকল বর্গে এক রকম হওয়ায় বিজ্ঞান এবং অপর বড় বর্গগুলির সাংকেতিক চিহ্ন দীর্ঘতর হয়ে অসুবিধা ঘটায়। এ ছাড়া

বলবিদ্যা, স্বাস্থ্যতত্ত্ব প্রভৃতি আধুনিক জীবনের প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি প্রথম এক শত বিভাগের মধ্যে স্থান না পাওয়ায় এদের সঙ্কেত চিহ্ন অনাবশ্যকরূপে দীর্ঘ হয়ে পড়েছে। বর্তমান যুগে বেতার একটি প্রধান বিষয় কিন্তু তপশীলে এর জন্য গুরুত্ব অনুযায়ী স্থান নির্দেশ না করায় সঙ্কেত চিহ্ন অসুবিধাজনক ভাবে দীর্ঘ হয়েছে; ৬২১'৩৮৪১৯৩। সূক্ষ্ম বর্গীকরণ করতে গেলে অনেক সময় চৌদ্দসংখ্যার সঙ্কেত চিহ্ন ব্যবহার করতে হয়।

ডিউইর সঙ্কেত চিহ্ন স্মৃতি সহায়ক (mnemonic)। এটি একটি মস্ত বড় গুণ। ভূগোল, ভাষা, প্রকার বিভাগ প্রভৃতির একই চিহ্নগুলি তপশীলে বার বার ব্যবহার করায় মনে রাখবার সুযোগ পাওয়া যায়। যথা :—

৭০০ ললিতকলা	৩০০ সমাজ বিদ্যা
৭০১ ললিতকলার তত্ত্ব	৩০১ সমাজ বিদ্যার তত্ত্ব
৭০৩ অভিধান	৩০৩ অভিধান
৭০৯ ইতিহাস	৩০৯ ইতিহাস

আবার পুস্তক প্রকাশ ও বিক্রয়—৬৫৫'৪। ইংল্যাণ্ডে পুস্তক প্রকাশ ও বিক্রয়—৬৫৫'৪২; জার্মানীতে ৬৫৫'৪৪৩ ইত্যাদি।

প্রকার বিভাগ

প্রকার বিভাগ (Form division) আঙ্গিক প্রধান বর্গ (Form class) হতে পৃথক। শেষোক্ত ক্ষেত্রে লেখক যে আঙ্গিকের সাহায্যে মনোভাব প্রকাশ করেছেন তার উপর নির্ভর করে বই সাজানো হবে। পুস্তকের বিষয় এখানে আলোচ্য নয়। কিন্তু প্রকার বিভাগ হচ্ছে বই সাজাবার দ্বিতীয় ধাপ, পুস্তকের বিষয়টা মুখ্য। প্রথম পুস্তকের বিষয়টি স্থির করে তপশীলে তার স্থান নির্দেশ করতে হবে। তারপর বিচার করা যেতে পারে লেখক ঐ বিষয়টি কোন আকারে প্রকাশ করেছেন। দর্শন সম্বন্ধে একটি প্রকাশন নানা দৃষ্টিভঙ্গী ও আকার দিয়ে লেখা হতে পারে। যথা এটি দর্শনের চুম্বক বা ভূমিকা, অভিধান, প্রবন্ধ, পত্রিকা, ইতিহাস প্রভৃতি যে কোন একটি আকার লাভ করবে। মূল সাংকেতিক চিহ্নের পর প্রকার বিভাগের চিহ্ন যোগ হলে পাঠক এবং গ্রন্থাগারিক সহজেই বুঝতে পারবেন বইটি কোন আকারে লেখা। ডিউইর প্রকার বিভাগ এই :—

- ০১ দর্শন, তত্ত্ব (কোন বিষয়ের)
- ০২ চুম্বক, সংক্ষিপ্তসার
- ০৩ কোষ, অভিধান
- ০৪ প্রবন্ধ, বক্তৃতা

০৫ সাময়িকী, সাময়িক পত্রিকা

০৬ সমিতি

০৭ শিক্ষা, পাঠ ও শিক্ষণ

০৮ সংকলন, সংগ্রহ

০৯ ইতিহাস

যেমন, বিজ্ঞানের কোষগ্রন্থ=৫০৩; এখানে ৩ কোষগ্রন্থের চিহ্ন। অর্থাৎ, বিজ্ঞান কোষগ্রন্থের আকারে উপস্থাপিত করা হয়েছে।

প্রত্যেকটি বিষয় শুধু নয়টি আকারেই উপস্থাপিত করা যায় এমন পরিকল্পনা অযৌক্তিক। ব্রাউন একটি বিষয়কে ৯৭৫টি দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করা যায় বলেছেন। ডিউই নিজেও তাঁর প্রকার বিভাগের দুর্বলতা সম্বন্ধে সচেতন হয়ে একটি অতিরিক্ত দৃষ্টিকোণের তালিকা দিয়েছেন পরিশিষ্টে। ডিউইর নয়টি বর্গেই উপরোক্ত প্রকার বিভাগ ব্যবহার করা যায় বলে একে সাধারণ প্রকার বিভাগও বলা হয়।

সম্বন্ধসূচক নির্ঘণ্ট

ডিউই গ্রন্থের ভূমিকায় বলেছেন যে সম্বন্ধসূচক নির্ঘণ্ট তাঁর বর্গীকরণ পদ্ধতির সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। তপশীলে যে সব প্রসঙ্গ (topic) উল্লেখ করা হয়েছে নির্ঘণ্টে তাদের বর্ণানুক্রমিক তালিকা পাওয়া যাবে। দেশ, শহর, জীব-জন্তু এবং গাছের নাম ছাড়া অন্যান্য শব্দের (terms) প্রতিশব্দ দেওয়া হয়েছে। যে সকল প্রসঙ্গগুলি মূল তপশীলে বিশ্লেষিত হয়েছে নির্ঘণ্টতে তাদের মোটা হরফে ছাপিয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়।

একটি প্রসঙ্গের নামের নীচে সেই প্রসঙ্গকে মূল তপশীলে যত বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করা হয়েছে তার তালিকা পাওয়া যাবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ 'ডিম' প্রসঙ্গটির উল্লেখ করা যেতে পারে। ডিউইর নির্ঘণ্টে 'ডিম' এইভাবে দেখানো হয়েছে :—

রান্না—৬৪১·৬৬৫

পথ্য—৬১৩·২৮

প্রাচ্যদেশীয় উপকথা—৩৯৮·৩৩২১২

ডিম তত্ত্ব—৫৯৮·২

পাখীপালন—৬৩৬·৫

পাখীপালন ডিমের জন্য—৬৩৬·০৮৮৩

উপরোক্ত তালিকা থেকে দেখা যাবে যে বিভিন্ন প্রয়োজনে ডিমকে বিভিন্নরূপে আলোচনা করায় একটি প্রসঙ্গ ৩০০, ৫০০ ও ৬০০ বর্গে ছড়িয়ে পড়েছে। নির্ঘণ্ট

এদের এক জায়গায় এনে পারস্পরিক সম্বন্ধ দেখিয়ে দেওয়ায় বর্গীকরণ করতে বিশেষ সুবিধা হয়। পুস্তক বর্গীকরণ পদ্ধতিতে ডিউই সর্বপ্রথম সম্বন্ধসূচক নির্ঘণ্ট যোগ করেছেন এবং এই বৈশিষ্ট্য যে তাঁর পদ্ধতির একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য গুণ সে সম্বন্ধে সন্দেহ নেই।

ডিউইর বর্গীকরণ পদ্ধতির গুণ ও ত্রুটি দুই-ই আছে। তুলনামূলক আলোচনা করলে দেখা যাবে যে এর গুণই বেশি।

গুণ

১। একটি কার্যকরী বর্গীকরণ পদ্ধতির যে সব বৈশিষ্ট্যগুলি থাকা অত্যাবশ্যক তার সবই ডিউইতে পাওয়া যাবে :— যথা (ক) সাধারণ ও আঙ্গিক প্রধান বর্গ ; (খ) প্রকার ও ভৌগলিক বিভাগ ; (গ) কার্যকরী সংকেতিক চিহ্ন ; (ঘ) সম্বন্ধসূচক নির্ঘণ্ট।

২। ডিউইর পরিকল্পনা ও সংকেত চিহ্ন উভয়েই প্রসারণীয়।

৩। প্রকার ও ভৌগলিক বিভাগ এবং ভাষা বিভাগ প্রভৃতি ব্যবহার করায় ডিউইর সংকেত চিহ্ন বিশেষরূপে স্মৃতি-সহায়ক হয়েছে।

৪। ডিউইর তপশীল সহজে ব্যবহারের উপযোগী করে মুদ্রিত অর্থাৎ বিভিন্ন আকারের হরফ ব্যবহার করে এবং প্রসঙ্গগুলি সুন্দরভাবে সাজাবার ফলে পারস্পরিক সম্বন্ধটা উপলব্ধি করবার সুবিধা হয়।

৫। ডিউইর পদ্ধতি কিছুদিন পর পরই সংশোধন করা হয়। ১৮৭৬ সাল থেকে ১৯৫১ সালের মধ্যে পনেরোটি সংস্করণ বেরিয়েছে। অন্য কোনো বর্গীকরণ পদ্ধতি এরূপ ব্যাপক সংশোধনের দাবী করতে পারে না।

৬। ডিউইর বর্গীকরণ পদ্ধতির বিশেষ শাখাগুলি বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতদের সাহায্যে সংশোধন করা হয়। এর সংশোধন ও নতুন সংস্করণ প্রকাশ করার জন্য একটি সংস্থা আছে। জ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে এই সংস্থা তপশীলে প্রয়োজনানুরূপ সংশোধনের ব্যবস্থা করে। তাই গ্রন্থাগারিকদের আস্থা আছে যে ডিউইর পদ্ধতি পুরাতন অব্যবহার্য হয়ে যাবে না।

৭। বিস্‌কো (Biscoe) সমর বিভাগের সংখ্যা, বিশেষ লেখক তালিকা ইত্যাদি সাহায্যকারী উপায়গুলি ডিউইর পদ্ধতি ব্যবহারে সহায়তা করে।

৮। ডিউইর বর্গীকরণ প্রণালী সকল আকারের গ্রন্থাগারের পক্ষেই উপযোগী। কারণ বড় গ্রন্থাগারে এর সাহায্যে সূক্ষ্ম বর্গীকরণ করা যেতে পারে, এবং ছোট

গ্রন্থাগারে মোটামুটি বর্গীকরণ করা যায়। ডিউইর সংক্ষিপ্ত সংস্করণ ছোট গ্রন্থাগারে ব্যবহার করা চলে।

৯। ডিউই যেখানেই প্রয়োজন হয়েছে সেখানেই আদর্শ পন্থা ত্যাগ করেও ব্যবহারিক প্রয়োজনকে বড় করে দেখেছেন। পুস্তক ব্যবহারে সহায়তা করাই তাঁর পদ্ধতির মুখ্য উদ্দেশ্য, শুধু আদর্শ বলেই কোন প্রণালীকে অনুসরণ করা হয়নি।

১০। তপশীলে বর্গীকরণকারীর প্রতি চমৎকার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। এই নির্দেশগুলি তপশীলের সঙ্গে মুদ্রিত হওয়ায় কোনো ভুল ব্যাখ্যার অবকাশ নেই।

ত্রুটি

১। আমেরিকান প্রসঙ্গগুলি বিস্তৃত ভাবে দেওয়া হয়েছে। ইংলণ্ড ও ইউরোপের প্রয়োজনীয় বিষয়গুলিও তপশীলে স্থান পেয়েছে। প্রাচ্যদেশীয় এবং বিশেষ করে ভারতের পক্ষে যে সব প্রসঙ্গ দরকার, তাদের কথা বলা হয়নি।

২। ভাষা ও সাহিত্য এবং ইতিহাস ও সমাজবিজ্ঞানের পৃথকীকরণ ডিউইর পদ্ধতির একটি বড় ত্রুটি।

৩। সাহিত্য বর্গের বই কাব্য, উপন্যাস, নাটক প্রভৃতি শ্রেণীতে ভাগ করায় রবীন্দ্রনাথের মতো বহুমুখী লেখকের রচনা নানা জায়গায় ছড়িয়ে পড়বে।

৪। বিভাগ ও উপবিভাগগুলি সমান ভাবে বিশ্লেষিত হয়নি। ওয়াই, এম্, সি, এর মতো অপ্রয়োজনীয় শব্দ প্রসারিত হয়েছে অথচ গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ বেতারের সংকেতচিহ্ন হয়েছে অনাবশ্যকরূপে দীর্ঘ।

৫। একটি বিষয় শুধু নয়টি দৃষ্টিকোণ থেকেই আলোচনা করা চলে একথা যুক্তিসহ নয়।

৬। প্রত্যেক বর্গকে সম পরিমাণ ব্যাপ্তির সুযোগ দেওয়া হইয়াছে। দর্শন ও বিজ্ঞান বর্গ সমপরিমাণ বিশ্লেষণের সুযোগ পাওয়া যায়; অথচ বিজ্ঞান জগতের পরিধি দর্শন অপেক্ষা অনেক বেশী বৃহত। বলবিদ্যা, স্বাস্থ্যতত্ত্ব প্রভৃতি আধুনিক কালের প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি প্রথম একশত বিভাগে স্থান না পাওয়ায় সংকেতচিহ্ন অসুবিধাজনকরূপে দীর্ঘ হয়ে পড়ে।

৭। শব্দানুগ (phonetic) যানান ব্যবহার করায় বর্গীকরণকারীর অনেক সময় বিভ্রান্ত হবার আশঙ্কা থাকে।

সিদ্ধান্ত

দোষ গুণ দেখবার পর একথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে ডিউইর পদ্ধতি কার্যতঃ ব্যবহারের উপযোগী। পৃথিবীর সর্ব্বত্র এর প্রচার হয়েছে এবং দিন দিনই

তা বেড়ে চলেছে। গ্রন্থাগারিকেরা যে সময় সূক্ষ্ম বর্গীকরণের প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন তখনই এলেন ডিউই। তা ছাড়া পাঠকদের সরাসরি পুস্তকমঞ্চ থেকে বই বেছে নেবার স্বপক্ষে আন্দোলন গড়ে উঠছিল। বর্গীকরণ ভালো না হলে পাঠকদের নিজ হাতে বই বেছে নেওয়া সম্ভব নয়। এই কারণে ডিউইর পদ্ধতি প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই জনপ্রিয়তা অর্জন করল। ব্রাউনের পদ্ধতির মধ্যে একক প্রচেষ্টার যে সব দোষ ত্রুটি ও সংকীর্ণতা থাকা স্বাভাবিক তা রয়েছে এবং সেজন্য সফল প্রয়োগের পথে হয়েছে বাধাস্বরূপ। ডিউইর দশমিক বর্গীকরণ বহু বিশেষজ্ঞের সাহায্যে সঙ্কলিত। কার্টারের বর্গীকরণ পদ্ধতি অসম্পূর্ণ এবং ব্যবহার প্রায় নেই বললেই চলে। লাইব্রেরী অব কংগ্রেসের বর্গীকরণ পদ্ধতি একটি বিপুল আকারের গ্রন্থাগারের বিশেষ প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে রচিত; সুতরাং সাধারণ গ্রন্থাগারে ব্যাপক প্রচলনের উপযোগী নয়। শ্রীরঙ্গনাথনের কলোন বর্গীকরণ ভারতীয় চিন্তাধারার উপর প্রতিষ্ঠিত বলে পাশ্চাত্যে আদর পায়নি। ইউনিভার্সাল ডেসিম্যাল বর্গীকরণ সাধারণ গ্রন্থাগারে ব্যবহার করা চলে না। বিশেষ গ্রন্থাগারের পক্ষে এটি উপযোগী।

নির্দিষ্ট প্রণালী অনুসারে পুস্তক বর্গীকরণের উপকারিতা সম্বন্ধে ডিউই আমাদের সর্ব্বপ্রথম সচেতন করেছেন। সংকেতচিহ্নে দশমিকের ব্যবহার, স্মৃতিসহায়ক উপায়গুলির সুযোগ গ্রহণ এবং পুস্তক বর্গীকরণের জন্য সম্বন্ধ-সূচক নির্ঘণ্টের ব্যবহার ডিউই সর্ব্ব প্রথম করেন কিন্তু ডিউইর সাফল্যের সবচেয়ে বড় কারণ হলো তাঁর প্রতিশ্রুতি যে বর্ত্তমান সংকেতচিহ্নের কোনো আমূল পরিবর্তন ঘটবে না এবং তাঁর পদ্ধতিকে যুগোপযোগী পরিবর্তন সাধনের জন্য একটি সংস্থার প্রতিষ্ঠা। ডিউইর বিরুদ্ধ সমালোচনা সত্ত্বেও বলা যায় যে বর্গীকরণের ক্ষেত্রে এর স্থান প্রায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী। শীগ্‌গীর অন্য কোনো নতুন প্রণালী এসে একে হটিয়ে দেবে এমন লক্ষণ দেখা যায় না।

প্রমাণ (Standard) সংস্করণ ১৯৫১

উপরে আমরা ডিউইর ১৪শ সংস্করণের আলোচনা করেছি। ১৯৫১ সালে একটি নতুন প্রমাণ সংস্করণ বেরিয়েছে। গত চল্লিশ বছরের মধ্যে এটিকেই একমাত্র সম্পূর্ণরূপে সংশোধিত সংস্করণ বলা যেতে পারে। যে সব সাধারণ গ্রন্থাগারে দু' লাখ পর্য্যন্ত বই আছে তাদের প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে বর্গীকরণ পদ্ধতি সংশোধন করা হয়েছে। এই ধরণের বৃহৎ গ্রন্থাগারের পক্ষে প্রয়োজনীয় অতি বিস্তৃত উপবিভাগ ও

শাখা-প্রশাখাগুলি এখানে পাওয়া যাবে না। ১৪শ সংস্করণ ও প্রমাণ সংস্করণের মধ্যে মোটামুটি পার্থক্য এই :

১। প্রমাণ (১৫শ) সংস্করণে উপবিভাগগুলি যথাসম্ভব ছাঁটাই করা হয়েছে। তার ফলে সংকেতচিহ্ন সাধারণতঃ পাঁচ সংখ্যার বেশী হয় না। ১৪শ সংস্করণে বেতার যোগাযোগ ৬২১'৩৮৪ ছয় পৃষ্ঠা জুড়ে আছে এবং ৬২১'৩৮৪১৩১৬, ৬২১'৩৮৪১৩৫৬, ৬২১'৩৮৪১৩৬৬২৩৩ এবং দীর্ঘ সংকেতচিহ্ন আছে। কিন্তু প্রমাণ সংস্করণে এই প্রসঙ্গটি মাত্র চারটি উপবিভাগে বিশ্লিষ্ট হয়েছে : যেমন ৬২১.৩৮৪১, ৬২১.৩৮৪৩, ৬২১'৩৮৪৫ এবং ৬২১'৩৮৪৯।

২। প্রমাণ সংস্করণের অনেক স্থানে দেখা যাবে যে একটি প্রসঙ্গ পূর্ব্বে যে স্থানে ছিল তার বদলে নতুন জায়গায় রাখবার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। যেমন পরিবহন ৬৫৬২ নীচে মন্তব্য রয়েছে ৩৮৫—৩৮৮ উপবিভাগ ব্যবহারের জন্য। এই বিকল্প ব্যবস্থার পরামর্শ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সঙ্গত মনে হয়।

৩। পুরাতত্ত্বকে (Antiquities) এখন আর পৃথক ভাবে ৯১৩তে রাখবার প্রয়োজন নেই। গ্রেটবৃটেনের পুরাতত্ত্বের স্থান আগে ছিল ৯১৩'৪২ ; এখন প্রমাণ সংস্করণ অনুসারে হবে ৯৪২। কোনো দেশের পুরাতত্ত্ব সে দেশের ইতিহাসের সঙ্গে থাকবে, আলাদা করে অন্য স্থানে রাখা হবে না। পুরাতত্ত্বকে দেশের ইতিহাস থেকে পৃথক করায় যে বিরুদ্ধ সমালোচনার অবকাশ ছিল এবার তা দূর হলো।

৪। অনেক ভৌগলিক বিভাগ উপবিভাগ বাদ দেওয়া হয়েছে,—বিশেষ করে গ্রেট বৃটেনের।

৫। সাহিত্য বর্গে (৮০০) অনেকগুলি কালানুক্রমিক বিভাগও লোপ করা হয়েছে।

৬। পূর্ব্ববর্তী সংস্করণের শব্দানুসারী বানান এবার তুলে দেওয়া হয়েছে।

৭। সম্বন্ধ-সূচক নির্ঘণ্ট এবার অনেক সংক্ষিপ্ত।

৮। জীবনী বিভাগটি সুষ্ঠুরূপে সংশোধিত হয়েছে।

৯। ১৪শ সংস্করণের নিম্নলিখিত পরিশিষ্টের তালিকাগুলি আর নেই :—

(ক) ভৌগোলিক বিভাগ ; (খ) দৃষ্টিকোণের তালিকা ; (গ) সাহিত্যের ও ভাষার তালিকা ; ভাষা বর্গের বিভাগ ও উপবিভাগ।

১০। পূর্ব্ববর্তী সংস্করণ গুলিতে তপশীলের পৃষ্ঠাসংখ্যা ছিল না। বর্ত্তমান সংস্করণে তা দেওয়া হয়েছে।

১৯৫১ সালের প্রমাণ সংস্করণ ১৯৫২ সালে সংশোধিত হয়েছে। ৩০০—৩০৯

এবং ৯২০—৯২৭ বিভাগগুলি ছাড়া তপশীলের জন্য কোথাও কোনরূপ পরিবর্তন করা হয় নি। ১৯৫১ সালের সংস্করণের সম্বন্ধ-সূচক নির্ঘণ্ট অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছিল। পর বৎসর এই নির্ঘণ্ট পরিবর্ধিত করে প্রকাশ করা হয়। ১৯৫১ ও ১৯৫২ সালের সংস্করণের প্রধান পার্থক্য এই নির্ঘণ্ট নিয়ে।

ভারতীয় গ্রন্থাগারিকের সমস্যা (১)

শ্রীবিনয়েন্দ্র সেনগুপ্ত, (জাতীয় গ্রন্থাগার, কলিকাতা)

ভারতীয় গ্রন্থাগারিকের সমস্যাগুলির তালিকা করিতে গেলে একখানি পুস্তিকার আকার ধারণ করিবে। এই প্রবন্ধে গ্রন্থসূচী নির্মাণ ব্যাপারে কয়েকটী প্রধান সমস্যার কথা উল্লেখ করিতেছি মাত্র। এককভাবে সমাধানের প্রচেষ্টা করিবার উৎসাহস আমার নাই।

প্রথমতঃ, গ্রন্থাগারের সম্পদ পাঠকদের সম্মুখে ধরিতে গেলে সুষ্ঠুভাবে গ্রন্থসূচী প্রণয়নের প্রয়োজন হয়। য়ুরোপীয় ভাষায় লেখা পুস্তকের গ্রন্থসূচী প্রণয়নে বিশেষ বেগ পাইতে হয় না। সূচী প্রণেতার জন্য যথেষ্ট Reference বই ও Guide আছে, যথা, Anglo-American Code (or, Joint Code) কিম্বা, আরও আধুনিক A. L. A. Cataloguing Rules; Author and Title Entires (1949 ed.); Library of Congress Rules for Descriptive Cataloguing; Library of Congress Subject Headings, কিম্বা, Sears List of Subject Headings; A. L. A. Rules for Filing Catalogue Cards; Chambers' Biographical Dictionary, কিম্বা, Websters' Biographical Dictionary প্রভৃতি। কিন্তু, মুস্কিল হয় ভারতীয় লেখকদের লেখা ইংরাজী ও দেশী ভাষায় লেখা বই এর সূচী (Catalogue) প্রস্তুত করিবার সময়। ভারতীয় ছাপাখানায় ছাপান বইও কম সমস্যার সৃষ্টি করে না।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝির পর ভারতীয় লেখকেরা নিজের নাম য়ুরোপীয় ধাঁচে লিখিতে সুরু করেন—ব্যক্তিগত নাম ও বংশগত নাম (Surname) উভয় নামই। যথা, "অম্বিকাচরণ" = Umbeeka Churn; "বঙ্কিমচন্দ্র" = Bunkim Chunder; "নীলবরণ" = Nell Baron; "আলি খাঁ" = Aly Chawn. Surname গুলিও একই ভাবে বিভিন্ন রূপ ধারণ করিল; যথা "ঠাকুর" = Tagore;

"মিত্র" = Mitter, Mittra, Mitra ; "বানার্জী" = Bonnerjee, Banerjee, Banerji ; "মুখার্জী"র ত কথাই নাই. উনিশ বা ততোধিক বানানে লেখা হইতে লাগিল ; "দত্ত" = Dutt, Datta, Dutta প্রভৃতি। এখন প্রশ্ন হইতেছে এই যে ইংরেজী ভাষায় লেখা ভারতীয়দের ইংরেজী ধরণের নামগুলি গ্রন্থ-সূচীতে কেমন ভাবে লেখা হইবে ? Surname এ যদি entry করিতে হয় তাহা হইলে বিভিন্ন রকম বানানের Surname গুলি প্রত্যেকটাই বিভিন্ন লেখকের জন্য ব্যবহার করিতে হইবে, না একটা সাধারণ ব্যবহৃত বানান বা standardised form ব্যবহার করিয়া অন্য বানান গুলি (variants) হইতে refer করিতে হইবে। আমার বিবেচনায় standardised form এই রাখা সুবিধাজনক। এই যে, পাঠক জানিবেন না, কোন বানান লেখক ব্যবহার করিয়াছেন। কোন নির্দ্দিষ্ট 'মুখার্জী' লেখককে খুঁজিতে গিয়া উনিশ বা ততোধিক বানানে খুঁজিতে গিয়া সময় নষ্ট না করিয়া একটা standardised বানান "Mukharji"র underএ যদি সব "মুখার্জী" লেখককে পান তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে যথেষ্ট সুবিধা। যাঁহারা ভারতীয় লেখকদের নাম ব্যক্তিগত (personal name) বা আদ্য নামে (forename) লেখা অনুমোদন করেন তাঁহাদের সমস্যাও কম নয়। Title page (আখ্যা-পত্র) অনুযায়ী বানানে entry করিলে পাঠকদের বিপদ। পাঠক হয়ত কেবল লেখকের নামটী জানেন। কোন্ ইংরেজী বানানে পাঠক নিজের নাম লেখেন হয়ত তাহা জানেন না। এক্ষেত্রে "Hurry Churn" কিম্বা "Harry Churn" লেখকের বই স্বাভাবিক বানানে ("Hari Charan") এ পাবেন না। অবশ্যি যদি বিভিন্ন বানান হইতে লেখক ব্যবহৃত বানানে refer করা হয় তাহা হইলে কিছুটা সুবিধা হয় বটে তবে পাঠকের সময় নষ্ট হয়। তাহা ছাড়া forename এর সংখ্যা surname হইতে যথেষ্ট বেশী এবং বানানের সংখ্যাও অসংখ্য। Forenameকে standardise করার বিপদ আছে। কারণ লেখকের ব্যক্তিগত নামকে ইচ্ছামত standardise করার অধিকার Cataloguer এর নাই। জাতিগত বা বংশগত surnameকে standardise করা চলে। অনেকে বলিবেন, transliterate করিলে ত গোলমাল চুকিয়া গেল। কিন্তু, এখানেও মহা বিপদ। Transliterate করার ফলে লেখকের নামের যে রূপ ধারণ করে লেখক নিজেই চিনিতে পারিবেন না ; যথা, "Kursoudas Madowdas" এর transliterated রূপ হইল "Krsnadasa Madhavadasa", কিম্বা "Brijbhikhen Doss Nagin Doss" এর রূপ হইল Vrajabhusanadasa Nagendadasa'. এসব ক্ষেত্রে লেখক স্বয়ং কি নিজের নাম চিনিতে পারিবেন ? সাধারণ দৃষ্টান্ত ধরা যাক, 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর Ravindranatha Thakura ; মুজতবা আলি"—'Mujatava Ali'

আবার মুস্কিল, দেশীয় ভাষায় লেখকের নাম এক ভাবে লেখা হয়, ইংরেজী বানানে আর এক ভাবে। ফলে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাংলা বই থাকে 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর" বা "ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ" এই শিরোনামায়, আর তাঁর ইংরেজী বই বা ইংরেজীতে অনুবাদ করা বই থাকে "Tagore, Rabindranath" এই শিরোনামায়। যদি সব ভাষায় লেখা একই লেখকের বই একই cabinet এ রাখা যায় (ভাষার একটা সঙ্কেত জুড়িয়া) তাহা হইলে card cabinet এর কি অবস্থা হয় সহজেই অনুমেয়।

'ভারতীয় নাম ও তাহার রূপ নিয়ন্ত্রণ' সম্বন্ধে পূর্ব্ব প্রবন্ধে আলোচনা করিয়াছি। এখানে তাহার পুনরাবৃত্তি করিব না।

Imprint ও Collation এর ব্যাপারে দেশীয় ছাপাখানায় ছাপান বই লইয়া Cataloguer এর যথেষ্ট মুস্কিল হয়। কোন বই এ প্রকাশন স্থান লেখা আছে "প্রয়াগ", কোন বইএ আছে "ইলাহাবাদ", কোনও বইএ "এলাহাবাদ"। এসব ক্ষেত্রে একটা Standardised নাম স্থির করিয়া লেখাই যুক্তিযুক্ত। Geographical নাম লইয়া অনেক গোলমালের সৃষ্টি হয়, বিশেষতঃ শিরোনামায়। Library Association এর তরফ হইতে একটা Standard Table of Geographical Names এর প্রণয়ন বাঞ্ছনীয়।

দেশীয় ভাষায় ছাপান বইএ মূল গ্রন্থের আদি ও অন্ত পত্রাঙ্ক নানা ভাবে ও নানা Sequence এ প্রায়ই দেওয়া হইয়া থাকে। একই বই এ এরূপ দেখা যায়: ৵০,৶০,....৸৵০ ; তার পর (ক), (খ)....."৬", তারপর (১), (২)....(৯) তারপর ১....৩৬৮ (মূলপুস্তক), তারপর পরিশিষ্ট ৵০ ৶০....৸০ এক্ষেত্রে কর্ত্তব্য আদ্য (Preliminary) পাতাগুলি সব গুণিয়া লইয়া যোগ করিয়া Square bracketএ Roman বা ঐ জাতীয় numeral এ লেখা, তার পর মূল পুস্তকের পাতাগুলি Arabic numeral এ লেখা যুক্তিযুক্ত। Appendixএও ভিন্ন ভিন্ন পত্রাঙ্কের চিহ্ন থাকিলেও অনুরূপ ব্যবস্থা (বাঞ্ছনীয় মধ্যে Roman numeralএ লেখা) বাঞ্ছনীয়। উপরোক্ত দৃষ্টান্তে [৩০], ৩৬৮, [১২] লিখিলেই চলিবে ; ইংরেজীতে লেখা পুস্তকে [xxx], 368, [xii] লিখিতে হইবে।

ভারতীয় লেখকদের সমগ্র ও নির্ভরযোগ্য কোন জীবনী-সংগ্রহ বা সংক্ষিপ্ত জীবনী-অভিধানের অভাবে Catalogueগণ অনেক সময় একই নামের দুই বা ততোধিক প্রায় একই শ্রেণীর পুস্তক লেখকদের মধ্যে পার্থক্য করিতে পারেন না। নির্ভরযোগ্য Author Bibliographyরও অভাব।

তার পর সমস্যা Dictionary Catalogue কিম্বা Alphabetical Subject Catalogue তৈরী করার ব্যাপারে ভারতীয় ভাষায় লেখা বই সম্বন্ধে। দুঃখের

বিষয়, ভারতীয় ভাষায় লেখা Standard Subject Heading এর কোনও তালিকা নাই—ইংরেজী Sears' List of Subject Headings, বা Library of Congress Subject Headings এর মত। এইরূপ Standard list এর প্রণয়ন আশু প্রয়োজন।

উপরোক্ত সমস্যাগুলির সমাধান Indian Library Association ও States Library Associations এর সমবেত প্রচেষ্টায় সম্ভব হইবে, আশা করা যায়। (ক্রমশঃ)

গ্রন্থ সমালোচনা

ইতিহাস : বঙ্গীয় ইতিহাস পরিষদের ত্রৈমাসিক মুখপত্র ; সম্পাদক : শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার ও শ্রীনরেন্দ্র কৃষ্ণ সিংহ ; কার্য্যালয় : ৪৭এ, একডালিয়া রোড ; কলিকাতা—১৯ ; বার্ষিক চাঁদা ৫৲ টাকা।

বাঙলা ভাষায় বিশেষ বিষয়ক পত্রিকার একান্ত অভাব। অথচ বিশেষ-বিষয়ক পুথিপত্র প্রকাশিত না হলে শিক্ষার মান উন্নত হওয়া সম্ভব নয়। গল্প উপন্যাস ছাড়া অন্য বিষয় পড়তে হলে ইংরেজী ভাষার আশ্রয় নিতে হবে, এটা জাতীয় সংস্কৃতির পক্ষে অপমানকর। বঙ্গীয় ইতিহাস পরিষদ বাঙলা ভাষায় ইতিহাস আলোচনার আয়োজন করে বাঙালীর এক মহৎ উপকার সাধন করেছেন। বাঙালা দেশের প্রত্যেক গ্রন্থাগারে এই পত্রিকাটি স্থান পাওয়া উচিত।

বর্তমান সংখ্যা (৫ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা) শ্রীরমেশচন্দ্র সরকার, শ্রীভবতোষ দত্ত, শ্রীনরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ প্রভৃতির রচনায় সমৃদ্ধ।

চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

গ্রন্থাগার দিবস

গতবৎসরের ন্যায় এবৎসরও পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবস ১২শে আগষ্ট দিবসটিকে গ্রন্থাগার দিবস হিসাবে পালন করিবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। পরিষদের কার্য্যকরী সংসদ গত ১২শে জুন ১৯৫৪ তারিখের সভায় উক্ত মর্ম্মের এক প্রস্তাব গ্রহণ করেন ও এ সম্বন্ধে খুটিনাটি ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য পরিষদ সম্পাদকের উপর ভার ন্যস্ত হয়। দিবসটি যাহাতে সারা পশ্চিমবঙ্গে একই ভাবে সাড়ম্বরে পালিত হয় সেজন্য পরিষদ উক্ত দিবসের জন্য একটি খসড়া প্রস্তাব, কেন্দ্রীয় নির্দ্দেশ ও প্রাচীর পত্র অনুমোদিত গ্রন্থাগারগুলিকে প্রেরণ করেন। গত মালদহ সম্মেলনের আলোচনা ও সিদ্ধান্তগুলিকে ভিত্তি করিয়াই এই প্রস্তাব রচিত হয়। এই প্রস্তাবে বলা হয় যে "সরকার গ্রন্থাগারকে দেশব্যাপী শিক্ষা বিস্তারের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মাধ্যম হিসাবে অবিলম্বে স্বীকার করিয়া লউন এবং জনমতের ভিত্তিতে সমস্ত সরকারী ও বেসরকারী প্রচেষ্টাকে সংঘবদ্ধ করিয়া সমগ্র দেশের গ্রন্থাগার ব্যবস্থাকে আরও সক্রিয় ও ব্যাপক করিবার এবং বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে পরিচালনায় সহায়তা করুন।" প্রস্তাবের দ্বিতীয় অংশে বলা হয় যে "রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকার অফলন্থ অভিজ্ঞ গ্রন্থাগারিক এবং বিচক্ষণ বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিবর্গের প্রতিনিধি লইয়া উপযুক্ত উপদেষ্টা সভা গঠন করিয়া, এবং প্রয়োজনীয় সুচিন্তিত আইনাদি প্রণয়ন পূর্ব্বক দেশের গ্রন্থাগার ব্যবস্থাকে যুগোপযোগী করিয়া তুলুন।"

পরিষদের সহিত সংশ্লিষ্ট নহেন এরূপ গ্রন্থাগারগুলির ও ব্যাপক জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য পরিষদ সম্পাদক স্থানীয় সংবাদপত্র প্রতিনিধিদের এক সভা পরিষদের সাল্কা কার্য্যালয়ে আহ্বান করেন। এই সভায় সংবাদপত্র সমূহে প্রকাশার্থ একটি স্মারক লিপি পেশ করিয়া পরিষদ সম্পাদক পরিষদের বিগত ও বর্ত্তমান কার্য্যাবলীর দ্বারা বিবৃত করেন। তিনি দেখান যে পরিষদের সমস্ত কার্য্যাবলীই একটি লক্ষ্যের উপর দৃষ্টি রাখিয়াই নিয়ন্ত্রিত হইতেছে এবং তাহা হইতেছে রাজ্যব্যাপী জাতীয় গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন। গত মালদহ সম্মেলনকে সামগ্রিকভাবে বিচার করিলে দেখা যায় যে দেশের গ্রন্থাগারিকগণ ও গ্রন্থাগার সংশ্লিষ্ট জনসাধারণ ইহাই চাহেন। সেইজন্য এ বৎসরের গ্রন্থাগার দিবসের খসড়া প্রস্তাবে জাতীয় গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের দিকে সরকার ও জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষিত হয়। পরিশেষে সম্পাদক মহাশয় পরিষদকে তাহার গুরুদায়িত্ব পালনে

সংবাদপত্রসমূহের সহযোগিতা লাভের আশা প্রকাশ করেন। সংবাদপত্রসমূহে পরিষদের গ্রন্থাগার দিবস পালনের আহ্বান যথোপযুক্ত ভাবে প্রকাশিত হয়, এজন্য পরিষদ স্থানীয় সংবাদপত্র সমূহকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন।

ইহা ছাড়া উক্ত দিবসের গুরুত্বকে ব্যাপক প্রচারের নিমিত্ত পরিষদ বিভিন্ন সংবাদপত্রকে উক্তদিবস গ্রন্থাগার ক্রোড়পত্র প্রকাশের অনুরোধ করেন। 'যুগান্তর' সংবাদপত্রের কর্তৃপক্ষ পরিষদের অনুরোধ রক্ষা করিতে সম্মত হন এবং পরিষদের সহায়তায় গ্রন্থাগার দিবসে একটি মনোজ্ঞ গ্রন্থাগার ক্রোড়পত্র প্রকাশ করেন। পরিষদ এজন্য 'যুগান্তরের' কর্তৃপক্ষকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন। নিখিল ভারত বেতার সংস্থার কলিকাতা কেন্দ্র গ্রন্থাগার দিবসের কার্যবিবরণী তাঁহাদের স্থানীয় সংবাদ প্রচারের সহিত প্রচার করিয়া পরিষদকে সহায়তা করেন। পরিষদ কলিকাতা বেতারকেন্দ্র কর্তৃপক্ষকেও এজন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন।

সারা পশ্চিম বাংলায় 'গ্রন্থাগার দিবস' প্রতিপালনের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া পরিষদ কেন্দ্রীয়ভাবে ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউট গ্রন্থাগার হলে ঐদিন একটি জনসভা আহ্বান করেন। রাজ্যসরকারের শিক্ষামন্ত্রী মাননীয় শ্রীপান্নালাল বসু মহাশয় সভার উদ্বোধন করিতে ও 'যুগান্তর' সম্পাদক শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় সভার সভাপতিত্ব করিতে সম্মত হন। অনিবার্য্য কারণে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী উপস্থিত হইতে না পারায় শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়কে সভাপতি করিয়া সভার কার্য্য সন্ধ্যা ৬৪০টায় নির্দ্দিষ্ট স্থানে আরম্ভ হয়। প্রথমেই সভাপতির অনুরোধে জাতীয় গ্রন্থাগারিক ও পরিষদের সহঃ সভাপতি শ্রীবি, এস কেশবন পরিষদের পক্ষ হইতে বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন যে কেবলমাত্র নির্দ্দিষ্ট দিবস পালন করিয়া বা সম্মেলন করিয়া গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গড়িয়া উঠিবে না। গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সারা রাজ্যব্যাপী গড়িয়া তুলিবার জন্য দরকার নিরলস কর্মীর, যাঁহারা দেশের দূরতম স্থানে গমন করিয়া জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করিতে পারিবেন। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যসরকারের গ্রামাঞ্চলে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের সাম্প্রতিক প্রচেষ্টার সাফল্যও এইরূপ কার্য-পদ্ধতির উপরই নির্ভর করিবে।

অতঃপর সভাপতির আহ্বানে শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম্, এল, সি বক্তৃতা করিতে উঠিয়া বলেন যে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ গ্রন্থাগার দিবস পালন করিবার জন্য যে প্রস্তাব রচনা করিয়াছেন তাহা সুচিন্তিত ও আমাদের সংবিধানের সহিত সামঞ্জস্য-পূর্ণ। সংবিধানে, সংবিধান প্রচলনের দশ বৎসরের মধ্যে যে আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের কথা বলা হইয়াছে তাহা সফল করিতে হইলে এই প্রস্তাব অনুযায়ী কাজ করার প্রয়োজন আছে। গ্রন্থাগারের সাথে জনশিক্ষার সংযোগ স্থাপনের

যে প্রয়াস এই প্রস্তাবের মধ্যে আছে তাহা সংবিধানের উদ্দেশ্য পরিপূরণের জন্য অপরিহার্য্য। সফল গণতন্ত্রের উদ্দেশ্য হইতেছে জনসাধারণকে সর্ব্ববিষয়ে অবহিত রাখা এবং তাঁহাদের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় দায়িত্ববোধ বাড়াইয়া তোলা। ব্যাপক গ্রন্থাগার ব্যবস্থা ছাড়া ইহা সম্ভব নয়। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় খাদ্যের পরই শিক্ষার গুরুত্ব স্বীকার করা হয়েছে কিন্তু শিক্ষার জন্য যে অর্থ বরাদ্দ হইয়াছে তাহা অকিঞ্চিৎকর। এই পরিকল্পনায় গ্রন্থাগারের জন্য বরাদ্দ হইয়াছে ১০ লক্ষ টাকা।

গ্রন্থাগার গড়িয়া উঠে সাধারণতঃ জনসাধারণের সাহায্যে। শুধু গ্রন্থাগার আইন পাশ করাইয়া ইংলণ্ড বা আমেরিকার গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সুসংবদ্ধ হয় নাই, তথাপি কেবলমাত্র জনসাধারণের সাহায্য ছাড়াও গ্রন্থাগার আইনের প্রয়োজন আছে। অতঃপর বক্তা গ্রন্থাগার সম্বন্ধে যে আইন রাজ্যসভায় উপস্থাপিত করিতে যাইতেছেন তাহার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেন।

অতঃপর মূল প্রস্তাব উত্থাপন করেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক ও পরিষদের অন্যতম সহঃ সভাপতি শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসু। প্রস্তাব উত্থাপন করিতে উঠিয়া শ্রীবসু ভারতবর্ষে ও তথা বঙ্গদেশে গ্রন্থাগার আন্দোলনের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণী দেন। তিনি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে প্রথম প্রতিষ্ঠা হইতে বর্ত্তমান পর্য্যন্ত গ্রন্থাগার আন্দোলনে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ভূমিকা বিশ্লেষণ করেন। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে যে সব গ্রন্থাগার আছে সেগুলিকে সঙ্ঘবদ্ধ করার জন্য চেষ্টা করেন এবং এই বিষয়ে সকলকে অনুপ্রাণিত করিবার জন্যই গ্রন্থাগার দিবস পালনের ব্যবস্থা। গ্রন্থাগার পরিষদের আদর্শ হইতেছে গ্রন্থাগারের উন্নতির জন্য সকলকে অনুপ্রাণিত করা ও বর্ত্তমান যুগের প্রয়োজন অনুযায়ী গ্রন্থাগারগুলিকে গঠনের জন্য জনমত সৃষ্টি করা। বিদেশী সরকারের শাসনে ইহা হওয়া কঠিন ছিল কিন্তু আজিকার স্বাধীন দেশে ইহা সহজসাধ্য হওয়া উচিত। সরকারও গ্রন্থাগারের দিকে কিছু দৃষ্টি দিয়েছেন কিন্তু তাঁহাদের চেষ্টা যেন বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন। যে বলিষ্ঠ সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিষ্ঠান জনসাধারণকে সাহায্য করিতে পারে সরকারের নীতিতে তাহা গঠিত হইবে বলিয়া মনে হয় না। আজ গ্রন্থাগার মুষ্টিমেয় কয়েকজনের জন্য হইলে চলিবে না। জনসাধারণের অবাধ অধিকার থাকিবে আজিকার গ্রন্থাগারে প্রবেশের—এইটাই প্রকৃত জনসাধারণের গ্রন্থাগার বা Public Library। অতঃপর বক্তা বলেন যে তাঁহার বিশ্বাস যেহেতু রাষ্ট্রীয় শক্তিই দেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শক্তি সেইজন্য রাষ্ট্রীয় শক্তি দেশের জনশক্তির সঙ্গে মিলিত হইলে গ্রন্থাগার আন্দোলন সাফল্যলাভ করিবে।

পরিষদ সম্পাদক শ্রীপ্রমোদচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রস্তাব সমর্থন করেন। অতঃপর প্রস্তাবটি সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

সভাপতির অভিভাষণ প্রদান করিতে উঠিয়া শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় বলেন গ্রন্থাগারের মূল্য এখনও আমরা সম্যক উপলব্ধি করিতে পারি নাই। রাজনৈতিক আন্দোলনের ন্যায় গ্রন্থাগার আন্দোলনে উত্তেজনা না থাকায় গ্রন্থাগার আন্দোলনে লোকের ভিড় কম। কিন্তু আমাদের গ্রামাঞ্চলে যেখানে শিক্ষাব্যবস্থার সমাক সুযোগ নাই সেখানে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা আজ কত প্রয়োজনীয়। সরকার, গ্রন্থাগার পরিষদ, গ্রন্থাগারিক সকলেরই এবিষয়ে অনেক কিছু করিবার আছে। বক্তা আশা করেন অন্যান্য পরিকল্পনার ন্যায় আমাদের প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহেরু গ্রন্থাগারের উন্নতির একটি পরিকল্পনা করিবেন। সব দেশেই বৈষয়িক উন্নতির সাথে সাথে সাংস্কৃতিক উন্নতির চেষ্টা হইয়াছে এবং ইংলণ্ড, ফ্রান্স, রাশিয়া প্রভৃতি দেশের উদাহরণ এ সম্বন্ধে যথেষ্ট। এই সাংস্কৃতিক উন্নতি না হইলে আমাদের বৈষয়িক উন্নতির পরিকল্পনা ব্যর্থ হইবে। ভারতের প্রাচীন সভ্যতার এই দুই উন্নতির সমন্বয় হইয়াছিল বলিয়াই ভারতীয় সভ্যতা এত বিপর্য্যয়ের মধ্যেও বাঁচিয়া আছে। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের আজিকার যে প্রস্তাব তাহা সর্ব্বনিম্ন প্রস্তাব। এ বিষয়ে সরকার, কর্পোরেশন ও অন্যান্য পৌর প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব রহিয়াছে। গ্রন্থাগার আইনের সঙ্গে কর ধার্য্যের কথা উঠিয়াছে। কর ধার্য্য না করিয়া আমাদের দেশের ধনীদের অর্থসাহায্যেও এ কাজ করা যায়। ভারতের ব্যবসায়ী সম্প্রদায় ধর্ম্মের জন্য বহু অর্থ ব্যয় করেন। তাঁহারা জ্ঞানের জন্য গ্রন্থাগার স্থাপনে অর্থ ব্যয় করুন। গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য্য। বক্তা আশা করেন শ্রীনির্ম্মল ভট্টাচার্য্য কর্তৃক আনীত গ্রন্থাগার আইন দেশের গ্রন্থাগার ব্যবস্থাকে গড়িয়া তুলিবে।

অতঃপর শ্রীঅমলেন্দু বসু কর্তৃক ধন্যবাদ জ্ঞাপনের পর সভার কার্য্য শেষ হয়। সভার শেষে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের তথ্য সরবরাহ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক লিণ্ড গ্রন্থাগার সম্বন্ধীয় একটী চিত্তাকর্ষক চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়। পরিষদ গ্রন্থাগার দিবসের সভায় সাহায্য করার জন্য ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউট কর্তৃপক্ষ ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র তথ্য সরবরাহ প্রতিষ্ঠানকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন।

বিভিন্ন স্থানের গ্রন্থাগার দিবস পালনের অনুষ্ঠান

পশ্চিম বঙ্গের বহু স্থানেই গ্রন্থাগার দিবস পালনের সংবাদ পরিষদ কার্য্যালয়ে আসিয়াছে। স্থানাভাবে সমস্ত অনুষ্ঠানের বিবরণ দেওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং কিছু কিছু অনুষ্ঠানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে দেওয়া হইল। যাঁহাদের অনুষ্ঠানের

বিবরণ আমরা প্রকাশ করিতে পারিলাম না তাঁহাদের মার্জনা কামনা করি।

১। উত্তরপাড়া সাধারণ গ্রন্থাগার, উত্তরপাড়া, হুগলী :—২০শে আগষ্ট ১৯৫৯ তারিখে সন্ধ্যা ৭৪০ ঘটিকায় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন উত্তরপাড়া সারস্বত সম্মেলনের সম্পাদক শ্রীললিত মোহন মুখোপাধ্যায়। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ কর্তৃক প্রেরিত প্রস্তাব আলোচিত ও গৃহীত হয়।

২। ত্রিবেণী হিতসাধন সমিতি সাধারণ গ্রন্থাগার, ত্রিবেণী, হুগলী :—গত ২১শে আগষ্ট উপরোক্ত গ্রন্থাগারের উদ্যোগে ত্রিবেণী বাজারে গ্রন্থাগার দিবস পালনের জন্য এক জনসভার আয়োজন হয়। ইহাতে সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় শিক্ষক শ্রীরামগোপাল বৈরাগী এবং প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকেন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সম্পাদক শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। যে সমস্ত বক্তা বক্তৃতা করেন তাঁহাদের মধ্যে ছিলেন পাঠাগার সম্পাদক শ্রীবিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পাঙ্গী গ্রন্থাগারের প্রতিনিধি শ্রীমনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গীয় গ্রন্থাগারের সহঃ সম্পাদক শ্রীশম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযোগকেশ মজুমদার এম, এল, এ, শ্রীবৈদ্যনাথ দত্ত প্রভৃতি। সভায় বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ কর্তৃক প্রেরিত প্রস্তাব উত্থাপিত ও গৃহীত হয়। সভার শেষে একটি আকর্ষনীয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

৩। বীরভূম জেলা গ্রন্থাগার পরিষদ, সিউড়ী, বীরভূম :—২৯শে আগষ্ট ১৯৫৯ সন্ধ্যা ৬৪০টায় রামরঞ্জন পৌর ভবনে জেলার বিদ্যালয় পরিদর্শক শ্রীসুধীর চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, এম, এ, বি, টি মহাশয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়।

৪। মহামায়া সাহিত্য মন্দির, সেওড়াফুলী, হুগলী :—গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে গ্রন্থাগারের সদস্য সমর্থক ও শুভানুধ্যায়ীদের এক সভা ১৯শে আগষ্ট ১৯৫৯ সন্ধ্যা ৬৪০টায় গ্রন্থাগার ভবনে অনুষ্ঠিত হয়। ডাক্তার বি, বি বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতিত্ব করেন। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ কর্তৃক প্রেরিত প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। স্থানীয় সমস্যার উপর অন্যান্য প্রস্তাবও গৃহীত হয়।

৫। শান্তি সঙ্ঘ, শিবপুর, হাওড়া :—গ্রন্থাগার দিবস ১৯শে আগষ্ট ১৯৫৯ তারিখে প্রভাত ফেরী, পুস্তক প্রদর্শনী, সভানুষ্ঠান প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন সঙ্ঘের সহঃ সভাপতি শ্রীরাধাবিনোদ বসু।

৬। প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ গ্রন্থাগার, চন্দননগর :—প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ গ্রন্থাগারের উদ্যোগে ১৯শে আগষ্ট ১৯৫৯ তারিখে চন্দননগর গোস্বামী মাঠে চন্দননগর কলেজের অধ্যাপক শ্রীসুধাংশু শেখর দত্তের সভাপতিত্বে একটি অনুষ্ঠান হয়। দেশশ্রী শ্রীহরিহর শেঠ, শ্রীললিতচন্দ্র দত্ত, শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্ত ও স্বামী প্রজ্ঞানন্দ বক্তৃতা করেন। সভায় বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ কর্তৃক প্রেরিত প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

৭। গালিয়া জাতীয় গ্রন্থাগার, গালিয়া, বাঁকুড়া :—১২শে আগষ্ট ১৯৫৪সন্ধ্যা ৬টায় গ্রন্থাগার ভবনে শ্রীমন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ কর্তৃক প্রেরিত প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

৮। যুব সঙ্ঘ গ্রন্থাগার, তারকেশ্বর, হুগলী :—শ্রীবেণীমাধব রায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে ১২শে আগষ্ট ১৯৫৪, অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকায় গ্রন্থাগার দিবস পালন উপলক্ষে গ্রন্থাগার ভবনে এক সভার আয়োজন হয়। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ কর্তৃক প্রেরিত খসড়া প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

৯। কালীঘাট তরুন সঙ্ঘ, কলিকাতা-২৬ :—১২শে আগষ্ট ১৯৫৪ তারিখের সভায় গ্রন্থাগার দিবস পালিত হয় ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ কর্তৃক প্রেরিত খসড়া প্রস্তাব গৃহীত হয়।

১০। সুতাগড় আনন্দ সম্মেলন, সুতাগড়, নদীয়া :—১২শে আগষ্ট ১৯৫৪ তারিখে পাঠাগার ভবনে গ্রন্থাগার দিবস পালিত হয় ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ কর্তৃক প্রেরিত খসড়া প্রস্তাব গৃহীত হয়।

১১। দেশবন্ধু গ্রন্থাগার, আলমবাজার, কলিকাতা-৩৫ :—গ্রন্থাগার ভবনে ১২শে আগষ্ট তারিখে এক সভায় গ্রন্থাগার দিবস উদ্‌যাপিত হয় এবং বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ কর্তৃক প্রেরিত খসড়া প্রস্তাব গৃহীত হয়।

১২। সঙ্ঘবদ্ধ নেতাজী গ্রন্থাগার, বাঁকুড়া :—বিশেষ আড়ম্বরের সহিত গ্রন্থাগার দিবস প্রতিপালিত হয় ১২শে আগষ্ট ১৯৫৪ তারিখে। প্রভাত ফেরী, পতাকা উত্তোলন, দীপসজ্জা, সভা প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সদস্য শ্রীপ্রকাশচন্দ্র হাজরা। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ কর্তৃক প্রেরিত খসড়া প্রস্তাব সভায় গৃহীত হয়।

১৩। বালি সাধারণ গ্রন্থাগার, বালি, হাওড়া :—১২শে আগষ্ট ১৯৫৪ তারিখে গ্রন্থাগার ভবনে অনুষ্ঠিত সভায় বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ কর্তৃক প্রেরিত খসড়া প্রস্তাব গৃহীত হয়।

১৪। কীর্ণাহার রবীন্দ্র স্মৃতি সমিতি, কীর্ণাহার, বীরভূম :—১২শে আগষ্ট ১৯৫৪ তারিখে গ্রন্থাগার দিবস প্রতিপালিত হয়।

১৫। প্রিন্স ভিক্টর নৃত্যেন্দ্র নারায়ণ ক্লাব, হলদিবাড়ি, কোচবিহার :—ক্লাবের নিজস্ব হল ভবনে স্থানীয় স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রী বি, সিংহাসনগুপ্তের সভাপতিত্বে ১২শে আগষ্ট ১৯৫৪ তারিখে গ্রন্থাগার দিবস প্রতিপালিত হয়। সহরের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ সভায় উপস্থিত ছিলেন। স্থানীয় শিক্ষাবিদ শ্রীমনোমোহন সরকার ও ক্লাবের

সম্পাদক শ্রীরমাপ্রসন্ন নিয়োগী সভায় বক্তৃতা করেন। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ প্রেরিত খসড়া প্রস্তাব সভায় গৃহীত হয়। গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে ক্লাবের গ্রন্থাগারে জনসাধারণের পক্ষ হইতে ১৫০ খানি পুস্তক দান করা হয়।

১৬। বাসুদেবপুর সাধারণ পাঠাগার, বেলঘরিয়া, ২৪পরগণা :—১৯শে আগষ্ট ১৯৫৪ তারিখে পাঠাগার ভবনে গ্রন্থাগার দিবস পালনার্থে যে সভার আয়োজন হয় তাহাতে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ কর্তৃক প্রেরিত খসড়া প্রস্তাব গৃহীত হয়।

১৭। সিদ্ধেশ্বর বিদ্যোৎসাহী পাঠাগার নস্করপুর, হাওড়া :—১৯শে আগষ্ট তারিখে সিদ্ধেশ্বর শিবতলায় শ্রীপশুপতি করের সভাপতিত্বে গ্রন্থাগার দিবস পালন উপলক্ষে সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ কর্তৃক প্রেরিত খসড়া প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

১৮। সপ্তম এডওয়ার্ড এ্যাংগলো সংস্কৃত গ্রন্থাগার, নবদ্বীপ :—উক্ত গ্রন্থাগারের ১৯শে আগষ্ট তারিখের কার্যকরী সমিতির সভায় বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ কর্তৃক প্রেরিত খসড়া প্রস্তাব গৃহীত হয়।

১৯। দারাপুর বিবেকানন্দ পাঠ ভবন, দারাপুর বাঁকুড়া :—১৯শে আগষ্ট তারিখে পাঠ ভবনের গ্রন্থাগারিক শ্রীনাগরচন্দ্র নন্দী মহাশয়ের সভাপতিত্বে গ্রন্থাগার দিবস পালনার্থ এক সভার আয়োজন হয়। এই সভায় বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ কর্তৃক প্রেরিত খসড়া প্রস্তাব গৃহীত হয়।

২০। বজ বজ সাধারণ গ্রন্থাগার, বজ বজ, ২৪ পরগণা :—উক্ত গ্রন্থাগারের ১৯শে আগষ্ট ১৯৫৪ তারিখের কার্যকরী সমিতির এক বিশেষ অধিবেশনে গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ কর্তৃক প্রেরিত খসড়া প্রস্তাব গৃহীত হয়।

২১। জনাই পাঠাগার জনাই, হুগলী :—পাঠাগারের ১৯শে আগষ্ট তারিখের অনুষ্ঠিত সভায় বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ কর্তৃক প্রেরিত খসড়া প্রস্তাব গৃহীত হয়।

২২। সুরভী পাঠাগার, ধনিয়াখালি, হুগলী :—শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ দত্তের সভাপতিত্বে ১৯শে আগষ্ট ১৯৫৪ গ্রন্থাগার দিবস উদ্‌যাপনের জন্য এক সভা আহূত হয়। সভায় গ্রন্থাগার আন্দোলন সম্বন্ধে এক মনোজ্ঞ আলোচনা হয়। পরে পরিষদ কর্তৃক প্রেরিত খসড়া প্রস্তাব সভায় গৃহীত হয়।

২৩। তালা প্রদীপ সংঘ, তালা, পোঃ দামুড্যা, হুগলী :—১৯শে আগষ্ট ১৯৫৪ তারিখে শ্রীপ্রমথনাথ হাজরার সভাপতিত্বে এক সভায় গ্রন্থাগার দিবস পালিত হয়। পরিষদ কর্তৃক প্রেরিত খসড়া প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

২৪। বিষ্ণুপুর সাধারণ গ্রন্থাগার, পোঃ বিষ্ণুপুর বাঁকুড়া :—১৯শে আগষ্ট

১৯৫৪ তারিখে গ্রন্থাগার দিবস প্রতিপালিত হয় এবং পরিষদ কর্তৃক প্রেরিত খসড়া প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

২৫। সুভাষ পাঠাগার, শান্তিপুর, নদীয়া :—শ্রীহরিদাস দের সভাপতিত্বে ১৯শে আগষ্ট ১৯৫৪ তারিখে এক সভায় গ্রন্থাগার দিবস প্রতিপালিত হয়। ঐ সভায় পরিষদ কর্তৃক প্রেরিত খসড়া প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

২৬। আলো পল্লী সেবক সঙ্ঘ, পো: হারিয়া, মেদিনীপুর :—১৯শে আগষ্ট তারিখে পাঠাগার ভবনের সম্মুখে 'গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে এক জনসভা আহূত হয়। ঐ সভায় পরিষদ কর্তৃক প্রেরিত খসড়া প্রস্তাব গৃহীত হয়।

২৭। রামনগর গোলাপ সুন্দরী সাধারণ পাঠাগার, পো: সালেমপুর :—গ্রন্থাগার দিবস পালন উপলক্ষে ১৯শে আগষ্ট ১৯৫৪ তারিখে সারাদিন ব্যাপী এক অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়। ঐদিন বৈকাল ৪ ঘটিকায় এক জনসভা আহূত হয় এবং সভায় পরিষদ কর্তৃক প্রেরিত প্রস্তাব গৃহীত হয়।

২৮। সরলা জাগৃতি গ্রন্থাগার, পো: সোনাখালী, মেদিনীপুর :—আনুষ্ঠানিক সভা ছাড়াও 'গ্রন্থাগার দিবস' ১৯শে আগষ্ট ১৯৫৪ তারিখে দাসপুর থানা গ্রন্থাগার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় এবং স্থানীয় নয়টি গ্রন্থাগারকে লইয়া আঞ্চলিক সংস্থা গঠিত হয়।

২৯। শান্তি ইনষ্টিটিউট, ৩ কলিকাতা-১২ :—শ্রীজ্যোতীষচন্দ্র বিশ্বাসের সভাপতিত্বে ১৯শে আগষ্ট ১৯৫৪ তারিখে সন্ধ্যা ৭-১৫ মিঃ গ্রন্থাগার ভবনে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সভায় পরিষদ কর্তৃক প্রেরিত খসড়া প্রস্তাব গৃহীত হয়।

৩০। সিঁথি বনমালী বিপিন সাধারণ গ্রন্থাগার, পো: কাশীপুর, কলিকাতা-১২ :—১৯শে আগষ্ট ১৯৫৪ তারিখে সন্ধ্যা ৮-১০ মিঃ গ্রন্থাগার ভবনে এক সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং সভায় পরিষদ কর্তৃক প্রেরিত খসড়া প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

৩১। অজিত স্মৃতিমিলন সংঘ, আঙ্গাপুর, বর্দ্ধমান :—১৯শে আগষ্ট ১৯৫৪ তারিখে গ্রন্থাগার ভবনে 'গ্রন্থাগার দিবস' পালন উপলক্ষে এক সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং পরিষদ কর্তৃক প্রেরিত খসড়া প্রস্তাব গৃহীত হয়।

৩২। নিজি আগে চলো সাধারণ পাঠাগার, পো: হাটসেরান্দি, বোলপুর, বীরভূম :—পাঠাগার গৃহে শ্রীহরিদাস গোস্বামীর সভাপতিত্বে গ্রন্থাগার দিবস পালন উপলক্ষে ১৯শে আগষ্ট ১৯৫৪ তারিখে এক সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং পরিষদ কর্তৃক প্রেরিত খসড়া প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। পাঠাগারের ভবানীপুর ও বেহুড়া শাখা পাঠাগারগুলিতেও গ্রন্থাগার দিবস পালিত হয়।

৩৩। অপূর্বপুর কিশোর পাঠাগার, পো: সিঙ্গুর, হুগলী :—শ্রীবিমলকান্তি ঘোষ

মহাশয়ের সভাপতিত্বে ১২শে আগষ্ট ১৯৫৪ তারিখে পাঠাগার ভবনে গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়।

৩৪। গোহিলা যোকই যুবক সংঘ, পোঃ যোকই, মালদহ :—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মণ্ডল মহাশয়ের সভাপতিত্বে ১২শে আগষ্ট ১৯৫৪ তারিখে যোকই মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে বৈকাল ৩ ঘটিকায় গ্রন্থাগার দিবস পালন উপলক্ষে এক সভা আহুত হয় এবং পরিষদ কর্তৃক প্রেরিত খসড়া প্রস্তাব গৃহীত হয়।

৩৫। ভারতীয় প্রগতি সংঘ, কলিকাতা—২৬ :—সংঘের বিবেকানন্দ রোডস্থিত উঃ কলিকাতা শাখা দপ্তরে গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে ১২শে আগষ্ট ১৯৫৪ তারিখে একটি সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় পরিষদ কর্তৃক প্রেরিত খসড়া প্রস্তাব গৃহীত হয়।

৩৬। বড়িশা পাঠাগার, কলিকাতা-৮ :—শ্রীশিশিরকুমার রায়চৌধুরীর সভাপতিত্বে পাঠাগার গৃহে গত ১২শে আগষ্ট ১৯৫৪ তারিখে একটী সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ কর্তৃক প্রেরিত খসড়া প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

৩৭। শ্রীখণ্ড চিত্তরঞ্জন পাঠা মন্দির, শ্রীখণ্ড, বর্দ্ধমান :—১২শে আগষ্ট ১৯৫৪ তারিখে এক অনুষ্ঠিত সভায় বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ প্রেরিত খসড়া প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

৩৮। গয়লগাছা পাব্‌লিক লাইব্রেরী, গয়লগাছা, হুগলী :—১২শে আগষ্ট ১৯৫৪ তারিখে কার্য্যকরী সমিতির সদস্য ও সাধারণ সদস্যদের উপস্থিতিতে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সভায় বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ প্রেরিত খসড়া প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

৩৯। মুদিয়ালী লাইব্রেরী, কলিকাতা-২৪ :—গত ২২শে আগষ্ট তারিখে শ্রীঅজিতকুমার ঘোষের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় 'গ্রন্থাগার দিবস' প্রতিপালিত হয়। সভায় বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ কর্তৃক প্রেরিত খসড়া প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

৪০। বাঁশবাড়ী পাঠাগার, মালদহ :—১২শে আগষ্ট ১৯৫৪ তারিখে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় গ্রন্থাগার দিবস উদ্‌যাপিত হয়। সভায় বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ কর্তৃক প্রেরিত খসড়া প্রস্তাব গৃহীত হয়।

শ্রীএডওয়ার্ড কার্টারের সম্বর্দ্ধনা

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সম্মিলিত উদ্যোগে গত ২০শে নভেম্বর ১৯৫৪ তারিখে জাতীয় গ্রন্থাগারে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের অর্থকরী ও সামাজিক সংস্থার (UNESCO) গ্রন্থাগার বিভাগের অধিকর্ত্তা শ্রীএডওয়ার্ড কার্টারের এক সম্বর্দ্ধনা সভার আয়োজন হয়। শ্রীকার্টারের সঙ্গে ছিলেন ভারতে বৃটিশ কাউন্সিলের গ্রন্থাগারিক শ্রী এফ, বি, হারগুসন ও অষ্ট্রেলিয়ার জাতীয় গ্রন্থাগারের উপগ্রন্থাগারিক শ্রী কী। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সভাপতি শ্রীপ্রভাত মুখোপাধ্যায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। প্রথমেই ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সভাপতি শ্রী বি, এস, কেশবন অতিথিদের স্বাগত জানান। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সম্পাদক শ্রীপ্রমোদ বন্দ্যোপাধ্যায় অতিথিদের উদ্দেশে এক লিখিত অভিভাষণ পাঠ করেন। শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় ভারতবর্ষে তথা বঙ্গদেশের প্রাচীন গ্রন্থাগার ব্যবস্থার এক সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বর্ণনা করেন এবং উহার পরিপ্রেক্ষিতে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কার্য্যাবলীর বর্ণনা করেন।

সম্বর্দ্ধনার উত্তর দান প্রসঙ্গে শ্রীকার্টার বলেন যে আন্তর্জ্জাতিক ঐক্য গঠনের জন্য গ্রন্থাগারিকদের দায়িত্ব রহিয়াছে। নিজ গ্রন্থাগারকে সুপরিচালিত করা ছাড়াও সমস্ত জগতের জ্ঞানভাণ্ডারকে নিজ পাঠক মণ্ডলীর মধ্যে পরিবেশন করা গ্রন্থাগারিকের অন্যতম কর্ত্তব্য। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের আর্থিক ও সামাজিক সংস্থার মাধ্যমে জগতের জ্ঞানভাণ্ডারের সহিত যোগাযোগ রাখা সম্ভব। আন্তর্জ্জাতিক পুস্তক বিনিময়, জাতীয় গ্রন্থপঞ্জী প্রকাশন প্রভৃতি কার্য্যের মাধ্যমেই আন্তর্জ্জাতিক জ্ঞানের সামগ্রিক ব্যবহার সম্ভব। বক্তা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের আর্থিক ও সামাজিক সংস্থার প্রচেষ্টায় দিল্লী সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় যে পরীক্ষামূলক পরিবল্পনা চালু করা হইয়াছে, তাহার বর্ণনা করেন। বক্তা আগামী কয়েক মাসের মধ্যে দিল্লীতে গ্রন্থাগার সম্বন্ধীয় এক আন্তর্জ্জাতিক আলোচনা সভা আহ্বানের কথা ঘোষণা করেন। ইহার পর শ্রীহারগুসন ও শ্রীকী নিজ নিজ সংগঠনের পক্ষ হইতে সময়োচিত ভাষণ দেন।

সভার সভাপতি শ্রীপ্রভাত মুখোপাধ্যায় অতঃপর সমাপ্তি অভিভাষণ দেন।

অতিথিদের সম্মানার্থে চা-পানের আয়োজন করা হয়। সভার শেষে "দিল্লী সাধারণ গ্রন্থাগার পরীক্ষামূলক ব্যবস্থা" সম্বন্ধীয় একটি চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়।

পরিষদ সংবাদ

কার্য্যকরী সংসদ :—গত ১৯৫৪ সনের সেপ্টেম্বর মাস হইতে ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত এই সংস্থার ৪টি অধিবেশন হয়। গত ২৩. ৯. ৫৪ তারিখের সভায় মালদহ বি. আর. সেন গ্রন্থাগারে ৮পূজা অবকাশে গ্রন্থাগারিক শিক্ষণ শিক্ষা শিবির পরিচালনা করিবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। গত ১৬. ১১. ৫৪ তারিখের এক সভায় ৮শশী খাঁ এম, এল, এ মহাশয়ের আকস্মিক মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিয়া এক প্রস্তাব গৃহীত হয়। প্রস্তাবটির অনুলিপি এই সংখ্যার অন্যত্র দ্রষ্টব্য। ঐ একই সভায় সম্মিলিত জাতি সংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক সংস্থার গ্রন্থাগার বিভাগের প্রধান মিঃ এডওয়ার্ড কার্টার মহোদয়কে এক সম্বর্দ্ধনা সভায় সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এই সম্বর্দ্ধনা সভার বিবরণ এই সংখ্যার অন্যত্র দ্রষ্টব্য। ১৮. ১২. ৫৪ তারিখের এক সভায় সংস্থা অন্যান্য সিদ্ধান্ত ছাড়াও গত মালদহ সম্মেলন গৃহীত জেলা সংগঠন সম্বন্ধীয় প্রস্তাবের ব্যাখ্যা প্রদান করেন। ২৩. ১২. ৫৪ তারিখের এক সভায় ১৯৫৫ সালের অনুমিত আয় ব্যয়ের এক হিসাব গৃহীত হয়।

সাধারণ সংসদ :—গত ডিসেম্বর মাসে সাধারণ সংসদের এক সভার অধিবেশন হয় জাতীয় গ্রন্থাগার ভবনে। সভার প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল আগামী বৎসরের আয় ব্যয়ের হিসাব। আর্থিক সংস্থা কর্তৃক প্রেরিত ও কার্য্যকরী সংস্থা কর্তৃক অনুমোদিত আয় ব্যয়ের উক্ত হিসাব গৃহীত হয়। ইহা ছাড়া উপরোক্ত মালদহ প্রস্তাব সম্বন্ধীয় কার্য্যকরী সংস্থার ব্যাখ্যা গৃহীত হয়।

গ্রন্থাগার সংযোগ ও সংগঠন সংস্থা :—গত সেপ্টেম্বর মাস হইতে গত ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত এই সংস্থার সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য কার্য্য মালদহ গ্রন্থাগারিক শিক্ষণ শিবিরের পরিচালনা। আলোচ্য সংস্থা পরিষদের শিক্ষণ সংস্থার সহযোগিতায় মালদহ বি. আর. সেন গ্রন্থাগারে গত ১ই অক্টোবর ১৯৫৪ হইতে ১২শে অক্টোবর ১৯৫৪ পর্য্যন্ত এক শিক্ষা শিবির পরিচালনা করেন। এই শিক্ষা শিবির সম্বন্ধীয় বিস্তৃত বিবরণ ও আলোচনা এই সংখ্যার অন্যত্র লিপিবদ্ধ হইল। এই শিক্ষণ শিবির পরিচালনায় মালদহ জেলা গ্রন্থাগার পরিষদ ও বি. আর. সেন গ্রন্থাগারের কর্তৃপক্ষ সক্রিয় সহযোগিতা করেন।

এই কয় মাসের মধ্যে গ্রন্থাগার সংগঠন ও সংযোগ সম্বন্ধীয় যে সমস্ত সভার অনুষ্ঠান হয় তাহার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়ে দেওয়া হইল।

গত ৮ই—১১ই অক্টোবর ১৯৫৪ তারিখের মধ্যে মালদহ গ্রন্থাগার শিবির পরিচালন উপলক্ষ্যে পরিষদের যে সমস্ত সক্রিয় কর্মী মালদহ গমন করেন তাঁহারা ঐ কয়দিন স্থানীয় গ্রন্থাগারগুলির বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। ইহা ছাড়া জেলা গ্রন্থাগার পরিষদের অফিসও এই সময় উদ্বোধনের কথা স্থানীয় উদ্যোক্তারা ঘোষণা করেন। শিক্ষণ শিবিরের সমাপ্তি দিবসের অনুষ্ঠিত সভায় জেলা গ্রন্থাগারিক সংগঠনের সংবাদ ঘোষিত হয়।

১২ই সেপ্টেম্বর ১৯৫৪ তারিখে বাঁকুড়া জেলার পাত্রসায়রের সন্নিকট নেতাজী লাইব্রেরীতে বাঁকুড়া জেলা গ্রন্থাগার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় এবং বাঁকুড়া জেলা গ্রন্থাগার পরিষদ গঠিত হয়।

গত ১৪ই নভেম্বর ১৯৫৪ তারিখে সুখচর শশধর পাঠাগারে খড়দহ থানা (২৪ পরগণা) গ্রন্থাগার পরিষদ সংগঠন উপলক্ষে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়।

গত ডিসেম্বরে দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা আঞ্চলিক গ্রন্থাগার পরিষদের বাৎসরিক সভা অনুষ্ঠিত হয়।

গত ৫ই ডিসেম্বর ১৯৫৪ ইছাপুর নওয়াপাড়া আঞ্চলিক গ্রন্থাগার পরিষদের সভায় পরিষদের খসড়া গঠনতন্ত্র গৃহীত হয়। শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়কে সভাপতি ও শ্রীশিবরঞ্জন ঘোষকে সম্পাদক করিয়া নূতন কর্মপরিষদ গঠিত হয়।

গত ১৯শে ডিসেম্বর ১৯৫৪ বাঁশবেড়িয়া সাধারণ গ্রন্থাগার ভবনে রাজ্য শিক্ষা অধিকারিকের সভাপতিত্বে পুরাতন হুগলী জেলা গ্রন্থাগার পরিষদকে পুনরুজ্জীবিত করা হয়। জেলা সমাহর্তাকে সভাপতি ও শ্রীফণীভূষণ চক্রবর্তীকে সম্পাদক করিয়া নূতন কর্মপরিষদ গঠিত হয়। এই সভায় ইহাও সিদ্ধান্ত করা হয় যে এই জেলা পরিষদ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের শাখা হিসাবে কাজ করিবে। এই জেলা পরিষদের কর্ম পরিষদের পরবর্তী সভা ১৪ই জানুয়ারী ১৯৫৫ তারিখে হুগলী সাধারণ পাঠাগারে অনুষ্ঠিত হয় এবং জেলা পরিষদকে রেজিষ্টার্ড করিবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ও রাজ্য সরকারের নিকট কেন্দ্রীয় জেলা গ্রন্থাগার স্থাপনের জন্য প্রস্তাব পেশ করিবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

গত ১৬ই জানুয়ারী ১৯৫৫ তারিখে জয়নগর মজিলপুর (২৪ পরগণা) বঙ্গ সঙ্ঘ পাঠাগারে এক গ্রন্থাগার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

গ্রন্থাগারিক বিজ্ঞান শিক্ষণ সংস্থা :— ১৭শ গ্রীষ্মকালীন শিক্ষা শিবির সাফল্যের সহিত সমাপ্ত হয় এবং পরিষদ কর্তৃক গৃহীত পরীক্ষায় মোট ৬৭ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৪৭ জন পরীক্ষায় সাফল্য লাভ করেন।

এই সংস্থা ও সংযোগ সংগঠন সংস্থার সহযোগিতায় মালদহ বি আর সেন গ্রন্থাগারে গ্রন্থাগারিক শিক্ষণ শিবির পরিচালিত হয় গত ২ই অক্টোবর ১৯৫৪ হইতে ১২শে অক্টোবর ১৯৫৪ পর্যন্ত। ইহার বিস্তৃত বিবরণ অন্যত্র দ্রষ্টব্য।

গত ২৫. ১২. ৫৪ তারিখে পরিষদের শিক্ষা ব্যবস্থার অধিকর্তা শ্রী বি, এস কেশবন পরীক্ষামূলক সপ্তাহান্তিক শিক্ষণ শিবিরের উদ্বোধন করেন জাতীয় গ্রন্থাগারে। মোট ৩২ জন শিক্ষার্থী এই শিক্ষণ ব্যবস্থার যোগ দিয়াছেন।

প্রকাশন সংস্থা :— এই সংস্থার কর্মীরা বর্তমানে West Bengal Library Directory'র তথ্যসমূহ সম্পাদন কার্যে বিশেষ ব্যস্ত। যাহাতে এই গ্রন্থাগার নির্দেশিকা বর্তমান কার্যকরী সংসদের কার্যকালের মধ্যেই প্রকাশিত হয় তাহার জন্য বিশেষ চেষ্টা করা হইতেছে। বিভিন্ন জেলা প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা হইয়াছে যে তাঁহারা যেন স্থানীয় সংবাদপত্রে যে সমস্ত গ্রন্থাগার এখনও বিবরণী পাঠান নাই তাঁহাদের উদ্দেশে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেন। কয়েকটি জেলার স্থানীয় সংবাদপত্রে এইরূপ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া পরিষদের কার্যালয়ে সংবাদ আসিয়াছে। যে সকল জেলার সংবাদপত্রে এরূপ বিজ্ঞপ্তি এখনও প্রকাশিত হয় নাই সেই সমস্ত জেলার সমস্ত প্রতিষ্ঠান সভ্যকে এবিষয়ে উদ্যোগী হইতে অনুরোধ করা হইতেছে। পরিষদ আশা করেন যে এ বিষয়ে সকলেই সহযোগিতা করিবেন যাহাতে কোন গ্রন্থাগারের বিবরণ নির্দেশিকা হইতে বাদ না পড়ে।

গ্রন্থাগারিক বিজ্ঞান উপদেষ্টা সংস্থা :— গত সংখ্যার ঘোষণা অনুযায়ী এই সংখ্যায় গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের বহুল ব্যবহৃত ইংরাজী শব্দগুলির বাংলা প্রতিশব্দ প্রকাশিত হইল। এই তালিকা এই সংখ্যার অন্যত্র দ্রষ্টব্য।

শশী খাঁ

শান্তিপুর পৌর সভার সভাপতি, রাজ্য ব্যবস্থাপক সভার সদস্য শ্রীশশী খাঁ মোটর দুর্ঘটনায় আকস্মিকভাবে পরলোক গমন করেন। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের দরদী শুভানুধ্যায়ী ছিলেন ৺শশী খাঁ। শান্তিপুরে গত বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিরূপে তিনি যে অক্লান্ত পরিশ্রম করেন তাহার ফলেই সম্মেলন সাফল্যমণ্ডিত হয়। পরিষদের কার্য্যকরী সংসদের এক সভায় তাঁহার মৃত্যুতে এক শোক প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই দরদী বন্ধু ও কর্ম্মীর মৃত্যুতে পরিষদ ৺ খাঁ এর পরিবারবর্গের সহিত সমভাবে শোকানুভব করিতেছেন এবং স্বর্গত আত্মার শান্তি কামনা করিতেছেন।

আমাদের কথা

জন্মতিথিকে স্মরণ করে উৎসব পালনের ব্যবস্থা কোন্ দূর অতীতে প্রথম সুরু হয় তা' জানা নেই, কিন্তু আজ তা' আনন্দের অনুষ্ঠান হিসাবে বহু সমাজেই সমাদর লাভ করেছে। জন্মতিথি পালনের নৃতাত্ত্বিক কারণ আজ অতীতের অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেছে ; কিন্তু একজনের আবির্ভাবের দিনটিকে প্রতি বৎসরে স্মরণ করবার, তাঁর যাত্রাপথের ভবিষ্যতের দিনগুলিকে শুভকামনায় সিঞ্চিত করবার প্রথা এক নতুন অর্থে অভিনন্দিত হয়েছে।

মানুষের মতো মানুষের নিজের গড়া প্রতিষ্ঠানগুলিও জন্মতিথি পালনের মধ্যে দিয়ে দু'টি মূল্য লাভ করে। এই স্মরণের মধ্যে তার অতীত জীবনের সার্থকতার স্বীকৃতি থাকে, আর ভবিষ্যতের জন্য শুভকামনার ইঙ্গিত থাকে। এ শুভকামনা বিনীত নিবেদন নয়, এ যেন অনেকের সম্মিলিত মনের দাবীর মতো। সফল প্রচেষ্টার যে পথ দিয়ে প্রতিষ্ঠান অতীত হ'তে বর্ত্তমানে এসে পৌঁছেচে সে পথ যেন সহজগতির আরো উপযুক্ত হয়ে ওঠে, নির্ব্বিঘ্ন হয়ে ওঠে। প্রতিষ্ঠান যেন তার ভবিষ্যতের লক্ষ্যের দিকে আরো তীব্রবেগে অগ্রসর হয়ে তার সামাজিক অস্তিত্বের সার্থকতা প্রমাণিত করতে পারে—জন্মদিনের শুভকামনায় এই দাবীই প্রচ্ছন্ন থাকে।

মনের মোটামুটি এই আবেগের দিকটি বাদ দিলেও জন্মতিথি পালনের আর একটি প্রয়োজনীয়তা চোখে পড়ে। বহুর মধ্যে হ'তে কোনও নির্দ্দিষ্ট কিছুকে বিচ্ছিন্ন করে ভাববার, ইতিহাসের ঘটনা-স্রোতের মধ্যের কোনও বিশেষ ঘটনাকে একক ভাবে বিচার করবার সব চেয়ে সুবিধা এই জন্মতিথি পালনের মধ্য দিয়েই আসতে পারে। অন্য অনেকের কণ্ঠস্বরে যে আসর প্রতিধ্বনিত নয় একজনের সঙ্গে বোঝাপড়া করবার তার চেয়ে আর উপযুক্ততর ক্ষেত্র কোথায় ?

বাঙলাদেশের গ্রন্থাগার আন্দোলনের অতীত, বর্ত্তমান আর ভবিষ্যতকে ভাবতে গিয়ে এই ধরণের নানা চিন্তাই মনের মধ্যে আসাযাওয়া করে। গ্রন্থাগার আন্দোলন আজ দেশের সর্ব্বসাধারণের মনে তার অস্তিত্বের অস্পষ্ট স্পর্শ দিয়ে চলেছে মাত্র। ক্ষণকালের সেই স্পর্শ যাতে জীবনে উপযুক্ত মর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয় তার জন্য স্মরণীয় দিনের উৎসবের প্রয়োজন আছে।

এই স্মরণীয় দিনটি কা'কে কেন্দ্র করে প্রতিপালিত হবে এই প্রশ্নে আমাদের মনে সোজা জবাব এসেছে—বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ। বাঙলা-দেশের গ্রন্থাগার আন্দোলনকে জনসাধারণের সম্মুখে নিজের সাধ্যমত তুলে ধরবার চেষ্টা পরিষদ বহুদিন ধরেই করে আসছে। দেশে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের যে অনুকূল আবহাওয়া আজ সৃষ্টি হয়েছে তা'র জন্য পরিষদ কর্ম্মীদের অতীতের নিরলস পরিশ্রমের দান অনস্বীকার্য্য। কাজেই যে পরিষদকে আশ্রয় করে বহুকর্ম্মীর কল্পনা অল্পে অল্পে রূপায়িত হয়ে চলেছে সেই পরিষদের জন্মতিথিকে স্মরণ করার নৈতিক প্রয়োজন আছে। তবে এ জন্মতিথি বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদকে স্মরণ করবার জন্য নয়, তা'র আদর্শকে অন্তর দিয়ে অনুভব করবার জন্য। তাই পরিষদের এই জন্মতিথিতেই আমরা পরিষদের কল্পনা দেশব্যাপী গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রবর্ত্তনের কথা ভাবতে থাকি। এর নামকরণ "গ্রন্থাগার দিবস" এই উৎসব পালনের মধ্য দিয়েই বুঝি তার সার্থকতা খুঁজে পাবে। এ স্মরণ বর্ত্তমান গ্রন্থাগার কর্ম্মীদের কাছে অতীতের কর্ম্মীদের সশ্রদ্ধ ভাবে মনে রাখবার সহায়ক হবে। সফল কাজের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যাওয়ার পথটাকে বর্ত্তমান কর্ম্মীদের দৃষ্টিগোচর করে এ স্মরণ উৎসাহ আর গতিবেগকে বাড়িয়ে দেবে। জনসাধারণের কাছে এ উৎসব গ্রন্থাগারের যথার্থ মূল্যকে সুস্পষ্ট ভাবে প্রকাশ করবার উপায়স্বরূপ হবে।

পশ্চিমবঙ্গের বহু গ্রন্থাগারেই এ উৎসব উৎসাহের সঙ্গে প্রতিপালিত হয়েছে। উৎসব পালনের এই উৎসাহ আর সাফল্যই স্মরণ করিয়ে দেয় যে জনজীবনে এর অন্তর্নিহিত শুভেচ্ছা অল্পে অল্পে তার স্থান করে নিয়ে এগিয়ে চলেছে। দেশের দুর্গত গ্রন্থাগারগুলির উন্নতির আর বৈজ্ঞানিক

ভাবে সমগ্র দেশে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের চিন্তা যে কেবলমাত্র গ্রন্থাগার কর্ম্মীদের চিন্তা নয়, এ সত্যও জনসহযোগিতায় 'গ্রন্থাগার দিবস' পালনের মধ্য দিয়েই উদ্ভাসিত হয়ে উঠ্‌বে। সেই সত্যকে দ্বিধাহীন ভাবে উপলব্ধি করবার শুভদিন অবিলম্বে আসুক এ কামনা আমাদের প্রতি দিনের।

বিজ্ঞপ্তি

সমস্ত সদস্যদের অবগতির জন্য জানান যাইতেছে যে পরিষদকে দেয় অর্থাদি সরাসরি পরিষদের অফিসে (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, কলিকাতা-১২) সম্পাদকের নিকট প্রেরিতব্য। পরিষদের সান্ধ্য কার্য্যালয়েও (৩৩নং হুজুরীমল লেন, কলিকাতা-১৪) কার্য্যকাল সময়ে (সন্ধ্যা ৬টা হইতে ৮টা) টাকাকড়ি জমা দেওয়া চলিতে পারে। অন্য কোন প্রকারে টাকা কড়ি জমা দিলে পরিষদ তাহার দায়িত্ব লইতে অক্ষম।

১। গ্রন্থাগার ত্রৈমাসিক পত্র।

২। গ্রন্থাগারের বার্ষিক মূল্য অগ্রিম সডাক ৩৲ টাকা, প্রতি খণ্ডের মূল্য ১৲ টাকা। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সভ্যগণ বর্তমানে পত্রিকা বিনামূল্যে পাইতেছেন।

৩। সমালোচনার জন্য দুইখানি পুস্তক ও পত্রিকার জন্য সংবাদ ও প্রবন্ধাদি কাগজের এক পৃষ্ঠায় লিখিয়া সম্পাদকের নামে পাঠাইতে হইবে। অমনোনীত রচনা ডাক টিকিট ও ঠিকানাযুক্ত খাম দেওয়া থাকিলে ফেরত দেওয়া হয়।

৪। পত্রে ও অর্ডার কুপনে সর্বদা গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিবেন, নতুবা সকল সময় উত্তর দেওয়া সম্ভব হইবে না।

৫। পত্রিকা সম্বন্ধে অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয়ের সংবাদ পত্রিকা কার্যালয়ে শনিবার, রবিবার ও ছুটির দিন ব্যতীত অন্যান্য দিন সন্ধ্যা ৬৷৷০ হইতে ৮৷৷০টার মধ্যে অনুসন্ধান করিলে জানা যাইবে। শনিবার অপরাহ্নে ৩৷৷০ হইতে ৫৷৷০ পর্য্যন্ত কার্যালয় খোলা থাকে।

৬। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের চাঁদার হার নিম্নলিখিত রূপ :—

দাতা (আজীবন)		১০০৲ একশত টাকা
আজীবন সভ্য		২৫৲ পঁচিশ টাকা
ব্যক্তিগত সভ্য	বার্ষিক	২৲ দুই টাকা
প্রতিষ্ঠান সভ্য	"	৩৲ তিন টাকা

৭। গ্রন্থাগারে প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের হার :—

সাধারণ এক পৃষ্ঠা	৩০৲	ত্রিশ টাকা প্রতিবার
ঐ অর্ধ পৃষ্ঠা	১৬৲	ষোল টাকা "
ঐ সিকি পৃষ্ঠা	১০৲	দশ টাকা "
মলাটের পশ্চাৎভাগের পূর্ণ পৃষ্ঠা	৫০৲	পঞ্চাশ টাকা "
" " অর্ধ পৃষ্ঠা	২৬৲	ছাব্বিশ টাকা "
" " সিকি পৃষ্ঠা	১৪৲	চৌদ্দ টাকা "
পশ্চাতের মলাটের ভিতর পৃষ্ঠা (পূর্ণ)	৪০৲	চল্লিশ টাকা "
" " " " (অর্ধ)	২২৲	বাইশ টাকা "
" " " " (সিকি)	১২৲	বার টাকা "

৮। গ্রন্থাগার সম্পর্কীয় টাকাকড়ি বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা—১২ (Central Library, The University, Calcutta—12, ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

গ্রন্থাগার কার্যালয় : ৩৩, হুজুরীমল লেন,
কলিকাতা-১৪।

সম্পাদক,
"গ্রন্থাগার"

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের

প্রকাশিত পুস্তকাবলী

- **গ্রন্থকারমালা**—প্রমীলচন্দ্র বসু প্রণীত—মূল্য ২৲
  বাংলা পুস্তক বর্গীকরণে গ্রন্থাগারিকের পক্ষে অপরিহার্য ও সর্বদা ব্যবহার্য নির্দে[illegible]
  —বাংলা ভাষায় একমাত্র গ্রন্থ।

- **লাইব্রেরী সংরক্ষণ**—অধ্যাপক মীনেন্দ্রনাথ বসু প্রণীত—মূল্য ১৲
  গ্রন্থাগার ও মিউজিয়াম ইত্যাদি সংরক্ষণ সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক আলোচনা।

- **বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ পত্রিকা, বিশেষ সংখ্যা**—মূল্য ।০

- **বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ পত্রিকা ১৯৫০**—মূল্য ১৲

- **বেঙ্গল লাইব্রেরী এসোসিয়েসন্ বুলেটিন্ (ইংরেজী)**
  প্রথম খণ্ড ১৯৩৭—মূল্য ৪৲ দ্বিতীয় খণ্ড ১৯৩৮—মূল্য ৪৲ তৃতীয় খণ্ড ১৯৩৯ মূল্য ৪৲ চতুর্থ খণ্ড ১৯৪০—মূল্য ৪৲ পঞ্চম খণ্ড ১৯৪১-৪৬—(নিঃশেষিত) ষষ্ঠ খণ্ড ১৯৪৭—মূল্য ৩৲ সপ্তম খণ্ড ১৯৪৮—মূল্য ৩৲ অষ্টম খণ্ড ১৯৫০—মূল্য ২৲ নবম খণ্ড ১৯৫৩—মূল্য ২৲ বুলেটিনের সম্পূর্ণ বাঁধানো সেট এখনো অল্প সংখ্যক পাওয়া যায়—মূল্য ২৬৲।

- **বেঙ্গল লাইব্রেরী ডাইরেক্টরী ১৯৪২**—মূল্য ২৲
  ডাইরেক্টরীর পরিবর্ধিত ও সংশোধিত নূতন সংস্করণ শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

- **গ্রন্থাগার**—বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ত্রৈমাসিক মুখপত্র
  বৎসরে চারিটী সংখ্যা প্রকাশিত হয়।
  বার্ষিক চাঁদা ৩৲ প্রতি সংখ্যা ১৲

- **গ্রন্থাগার**—মুণীন্দ্র দেব রায় মহাশয় প্রণীত।

- **দেশ বিদেশের গ্রন্থাগার**—মুণীন্দ্র দেব রায় মহাশয় প্রণীত।

নিম্নলিখিত ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন :—

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ কার্যালয়,

কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়, কলিকাতা-১২

অথবা

৩৩, হুজুরীমল লেন, কলিকাতা-১৪।

শ্রীপ্রমোদচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত এবং নিউ ইণ্ডিয়া প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং